NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ মেঘনা গেটের ঘটনায় সিটের তদন্তে সিবিআইকে যুক্তের দাবি অর্জুনের

পশ্চিমবাংলায় মহম্মদ ইউনূসের বোনের সরকার চলছে: রাহুল সিনহা ২

কলকাতা ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ ৮ পৌষ ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ১৯০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.12.2025, Vol.19, Issue No. 190, 8 Pages, Price 3.00

## ৫ জানুয়ারি গঙ্গাসাগরে পরিদর্শন মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আগামী বছরের ১০ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলা। এ বার কুম্ভ মেলা না থাকায় পুণ্যার্থীদের ভিড় রেকর্ড ছুঁতে পারে বলেই মনে করছে প্রশাসন। সেই সম্ভাবনাকে সামনে রেখে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে সাগরদ্বীপে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী ৫ জানুয়ারি গঙ্গাসাগরে পৌঁছবেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রশাসনিক মহলের খবর, গঙ্গাসাগর মেলাকে ঘিরে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর। সাগরে পৌঁছে তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে একটি প্রস্তুতি বৈঠক করবেন। পাশাপাশি একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করারও কথা রয়েছে। সমস্ত কর্মসূচি শেষ করে ৬ জানুয়ারি কলকাতায় ফেরার কথা মুখ্যমন্ত্রীর।

যুবভারতীতে সাম্প্রতিক বিশৃঙ্খলার ঘটনার পর 'ভিআইপি সংস্কৃতি' বন্ধে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। গঙ্গাসাগর মেলায় সাধারণ পুণ্যার্থীরা যেন কোনও ভাবেই বঞ্চিত না হন, সেই কারণেই এই নির্দেশ বলে নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে। সেই নির্দেশ কতটা কার্যকর হয়েছে, প্রশাসনিক প্রস্তুতি সেই পথে কতটা এগিয়েছে, তা খতিয়ে দেখতেই সাগরদ্বীপে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।

**সূত্রের খবর, সফরের সময় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, সাফাই, যাতায়াত এবং অস্থায়ী আবাসনের প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করা হবে। পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিতে পারেন। কপিলমুনি মন্দিরে পুজো দেওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর।**

**চলতি বছরে পৌষ সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান হবে ১৪ জানুয়ারি। তবে মেলা শুরু হচ্ছে ১০ জানুয়ারি থেকেই এবং চলবে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রশাসনের অনুমান, এ বছর লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হবে। সেই অনুযায়ীই নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনায় কোনও ফাঁক না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।**

**নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে, মেলা পরিচালনা নিয়ে আগেই প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।**

ছবি: অদিতি সাহা

# হিন্দু প্রতিবাদে বেকবাগানে ধুন্ধুমার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বাংলাদেশের ময়মনসিংহে হিন্দু যুবক দীপু দাসকে মারধর ও পুড়িয়ে খুন করা হয়। সেই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার শিয়ালদহ থেকে বেকবাগানে বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশন ঘেরাও অভিযানের ডাক দেয় বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ। সকাল ১১টা থেকে সেই প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়। দুপুর ২টো নাগাদ বিক্ষোভ মিছিল বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের কাছে পৌঁছতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন উত্তেজিত জনতা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, 'আমরা শুধু অন্যায়ের প্রতিবাদ করছি।'

একটি ব্যারিকেড ভেঙে বাংলাদেশ হাই কমিশনের কাছে পৌঁছে যান বিক্ষোভকারীরা। মুহূর্তে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তারপরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পুলিশের লাঠির আঘাতে কয়েকজনের মাথা ফেটে যায় বলেও অভিযোগ।

অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে দাবি বিক্ষোভকারীদের। কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ। তাঁদেরকে নিয়ে প্রিজন ভ্যান এগোতেই, পুলিশের গাড়ি আটকে শুরু হয় বিক্ষোভ। পরে গাড়িটিকে বার করা হয়।

এই বিশৃঙ্খলার মাঝেই হিন্দু জাগরণের এই জমায়েতকে বেআইনি ঘোষণা করে পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের শান্তিপূর্ণভাবে ঘটনাস্থলে ছেড়ে যাওয়ার জন্য আবেদন করা হয়। ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল র‍্যাফ।

## হাঁসখালি ও সামশেরগঞ্জে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাঁসখালি গণধর্ষণ-খুন কাণ্ডে ৩ জনের যাবজ্জীবন সাজা শোনাল বিচারক। মঙ্গলবার রানাঘাট আদালত এই রায় শুনিয়েছেন। সোহেল গয়ালি, প্রভাকর পোদ্দার ও রঞ্জিত মল্লিককে এই সাজা শোনানো হয়েছে বলে খবর। এছাড়াও সেসময়ের পঞ্চায়েত সদস্য সমরেন্দ্র গয়ালকে এই মামলায় পাঁচবছরের সাজা শুনিয়েছেন বিচারক। ২০২২ সালে নদিয়ার হাঁসখালিতে এক নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনায় আদালতের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত করে। প্রায় তিন বছর পর ওই সাজা ঘোষণায় স্বস্তিতে ওই মৃতার পরিবার। কেঁদে ফেলে মৃতার পরিবারের সদস্যরা।

সোমবার রানাঘাট আদালতে ৯ অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। মঙ্গলবার সাজা ঘোষণা করা হয়। এদিন সকাল থেকেই আদালত চত্বর কড়া নিরাপত্তায় মোড়া ছিল। সাধারণ মানুষরাও আদালত চত্বরে উপস্থিত ছিলেন। নির্দিষ্ট সময় আদালতে দোষীদের হাজির করানো হয়। এদিন বেলায় বিচারক তাদের সাজা শোনায়। রায় শুনে কেঁদে ফেলেন মৃতার পরিবারের সদস্যরা। ব্রজ ওরফে সোহেল গোয়ালি, রঞ্জিৎ মল্লিক ও প্রভাকর পোদ্দারকে বিচারক এদিন যাবজ্জীবন সাজা শুনিয়েছেন। ওই তিনজনের বিরুদ্ধেই গণধর্ষণের অভিযোগ ছিল। সোহেলের বাবা এলাকার তৃণমূল নেতা সমর গোয়ালিকে পাঁচ বছরের সাজা শুনিয়েছেন বিচারক। ঘটনায় সহযোগিতা ও প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে। ওই ৯জনের মধ্যে দু'জন নাবালক রয়েছে বলে খবর। তাদের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তাদের জামিনে রেখে নজরদারির নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

অন্যদিক, ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় প্রতিবাদ, বিক্ষোভের সময় খুন হন মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের পিতা-পুত্র হরগোবিন্দ এবং চন্দন দাস। এই খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া ১৩ জনের সাজা এদিনই ঘোষণা করেছে জঙ্গিপুর আদালত। প্রত্যেককেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতের বিচারক অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। একই সঙ্গে পরিবারকে ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। কারাদণ্ডের পাশাপাশি প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। অনাদায়ে আরও তিন মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

তবে আদালতের রায়ে খুশি নয় হরগোবিন্দ-চন্দনের পরিবার। ফাঁসির দাবিতে অনড় তারা। পরবর্তীকালে এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে যাওয়ার ভাবনা রয়েছে পরিবারের। তাদের সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

সংশোধিত ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে অশান্ত হয়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদ। হিংসা ছড়িয়েছে জঙ্গিপুরের সামশেরগঞ্জ, সুতি, ধুলিয়ানের মতো অঞ্চলে।

## ন্যায়বিচার পাবেন দীপু, অডিওতে সরব হাসিনা

**ঢাকা, ২৩ ডিসেম্বর:** অশান্ত বাংলাদেশে নিরাপত্তাগত ঝুঁকি থাকায় রাজনীতিক, সংবাদপত্রের সম্পাদক-সহ মোট ২০ জনকে নিরাপত্তা দিতে চলেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সংবাদপত্র 'ঢাকা ট্রিবিউন'-এর প্রতিবেদন অনুসারে, এই তালিকায় রয়েছেন জামায়াতে ইসলামী-র প্রধান শফিকুর রহমান, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-র আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এবং অন্য বেশ কয়েকটি দলের রাজনীতিকেরা।

এই ২০ জনের জন্য সরকার এ বার থেকে নিরাপত্তারক্ষীর বন্দোবস্ত করবে। ২০ জনের তালিকায় রয়েছেন বাংলাদেশের দুই সংবাদপত্র 'প্রথম আলো' এবং 'দ্য ডেলি স্টার'-এর সম্পাদক। রয়েছেন এনসিপি-র শীর্ষস্তরের বেশ কয়েক জন নেতাও। নাহিদ ছাড়াও সরকারি নিরাপত্তা পাবেন এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক (উত্তর) সার্জিস আলম, মুখ্য সমন্বয়ক (দক্ষিণ) হাসনত আবদুল্লাহ, মুখ্য সমন্বয়ক নাসিরুদ্দিন পাটোয়ারী, তাসনিম জারা এবং আখতার হোসেন। তা ছাড়াও

তালিকায় রয়েছেন অন্য বেশ কিছু দলের নেতা। তালিকায় না-থাকলেও ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক, সদ্য প্রয়াত ওসমান হাদির পরিবারকেও বিশেষ নিরাপত্তা দিচ্ছে ইউনূস সরকার।

'ঢাকা ট্রিবিউন'-এর খবর অনুযায়ী, সোমবার বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জানিয়েছেন, আইনশঙ্খলা সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকে মোট ২০ জনকে সরকারি নিরাপত্তার আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জাহাঙ্গীর দাবি করেছেন, বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি শান্ত। তবে ওই ২০ জনের নিরাপত্তাগত ঝুঁকির বিষয়টি বিশ্লেষণ করেই সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে, সংখ্যালঘু যুবক দীপ দাসকে হত্যার প্রতিবাদে অডিও বার্তায় গর্জে উঠলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ঘটনার নিন্দা করে তিনি দাবি করেন, আমি বেঁচে থাকতে এই হত্যাকাণ্ডের বিচার করবই। পাশাপাশি বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূসকে দায়ী করেছেন তিনি। মঙ্গলবার এক অডিও বার্তায় হাসিনা জানান, দীপু দাস ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা কোনও মন্তব্য করেছে, এমন প্রমাণ মেলেনি। যেভাবে পিটিয়ে এবং পুড়িয়ে সংখ্যালঘু যুবককে হত্যা করা হয়েছে তার নিন্দা করে হাসিনা বলেন, 'এরা কি সেইসব মানুষ যাদের খাদ্য, শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলাম?'

## ফের ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে তলব ইউনূসের সরকারের

**নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর:** ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় বর্মাকে ফের ডেকে পাঠাল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। মঙ্গলবার সকালে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রককে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এই নিয়ে গত ১০ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় বার প্রণয়কে ডেকে পাঠাল মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার। এর আগে গত ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক ডেকে পাঠিয়েছিল তাঁকে। এ বার ফের মঙ্গলবার সকালে ডেকে পাঠানো হল।

কী কারণে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে ফের ডেকে পাঠানো হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে গত কয়েক দিনে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক টানাপড়েন ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। নিরাপত্তাজনিত কারণে বাংলাদেশে বেশ কিছু ভিসা-কেন্দ্র সম্প্রতি বন্ধ রাখে ভারত। সোমবার এক রাতের মধ্যে ভারতে তিনটি ভিসা-কেন্দ্র বন্ধ করে দেয় বাংলাদেশও। ঠিক তার পরের দিন সকালেই ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে ঢাকার বিদেশ মন্ত্রককে

ডেকে পাঠানোয়, ঘটনার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

উদ্ভূত এই পরিস্থিতির মাঝে ময়মনসিংহে যুবক হত্যার প্রতিবাদে দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনের কাছে বিক্ষোভ হয়। রবিবার তা নিয়ে একটি বিবৃতিও প্রকাশ করে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। নয়াদিল্লির তরফে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়, ওই ঘটনাকে বাংলাদেশের কিছু সংবাদমাধ্যমে অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়েছে। ভারত সরকার জানিয়েছে, বিক্ষোভ হলেও বিক্ষোভকারীরা কেউই বাংলাদেশের কূটনৈতিক দপ্তরের ভিতরে প্রবেশ করেননি। তবে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কূটনৈতিক টানাপড়েন জিইয়ে রাখার চেষ্টা দেখা গিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের। ভারত সরকার ওই ঘটনাকে 'সরলীকরণ' করার চেষ্টা করছে বলে দাবি করে মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার।

সম্প্রতি ঢাকায় ভারতীয় ভিসা আবেদনকেন্দ্র বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নয়াদিল্লি। তার পরে আরও দুই শহর রাজশাহী এবং খুলনাতেও ভারতীয় ভিসা আবেদনকেন্দ্র বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় চট্টগ্রামে ভারতীয় ভিসা-কেন্দ্রও। বাংলাদেশের কিছু নেতার ভারতবিরোধী মন্তব্য, ভারতের কূটনৈতিক দপ্তরে অভিযানের ফলে ভারতীয় হাইকমিশন এবং উপহাইকমিশনগুলির নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দানা বাঁধে। তার পরে বাংলাদেশের তরুণ নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুর পরে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

## 'বড্ড খোলামেলা' নিশা, প্রার্থী প্রত্যাহার হুমায়ুনের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সৌদির 'ক্বারী' দিয়ে শুরু। হায়দরাবাদি বাউন্সার হয়ে এ বার প্রার্থী নিয়েও হোঁচট খেলেন হুমায়ুন কবীর। নতুন দল তৈরির ১২ ঘণ্টার মধ্যে নয় প্রার্থীর মধ্যে একজনের নাম প্রত্যাহার করে নিলেন তিনি। সমাজমাধ্যমে নাকি 'বড্ড খোলামেলা' বালিগঞ্জ কেন্দ্রের ঘোষিত প্রার্থী নিশা চট্টোপাধ্যায়। তাই এক রাত কাটতেই কলকাতাবাসী ওই মহিলা জনতা উন্নয়ন পার্টি (জেইউপি)-র প্রার্থী হচ্ছেন না বলে জানিয়ে দিলেন প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন।

সোমবারই মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থেকে নতুন দল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দশটি বিধানসভা কেন্দ্রের সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছিলেন ভরতপুরের বিধায়ক। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নিশা। তাঁকে বালিগঞ্জ কেন্দ্রের প্রার্থী করবেন বলে জানিয়ে দেন হুমায়ুন। মঞ্চে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছবিও তোলেন। নিশা জানান, রাজনীতির ময়দানে তিনি নতুন। এত দিন জনসেবামূলক কাজকর্মে যুক্ত ছিলেন। 'পরিবারের বন্ধু' হুমায়ুন তাঁকে রাজনীতিতে আহ্বান করেছিলেন। তবে তিনি ভাবতেই পারেননি যে তাঁকে বিধানসভা ভোটের প্রার্থী করে দেবেন বিধায়ক।

অন্য দিকে, হুমায়ুন নিশাকে বিধানসভা ভোটের প্রার্থী বলে ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমাজমাধ্যমে ওই মহিলার বিভিন্ন ছবি এবং ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে। সে সব দেখেই সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেছেন হুমায়ুন। তাঁর কথায়, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় ওঁর অঙ্গভঙ্গি ভাল নয়। বিধানসভার মতো পবিত্র জায়গায় এঁরা অযোগ্য। সাত দিনের মধ্যে বালিগঞ্জে কোনও মুসলিম

প্রার্থীর নাম জানিয়ে দেব।'

প্রার্থী হিসাবে তাঁর নাম ঘোষণা এবং প্রত্যাহার করা এই দুটোই হুমায়ুনের হঠকারী সিদ্ধান্ত বলে মনে করছেন নিশা। তিনি বলেন, 'আমি প্রার্থী হওয়ার জন্য তো আগ বাড়িয়ে ওঁর কাছে আবেদন করিনি। উনি নিজে থেকেই আমাকে প্রার্থী করেছিলেন। ঠিক একই কায়দায় প্রার্থিপদ বাতিল করলেন।' তাঁর সংযোজন, 'আমার মনে হয়, মহিলাদের আচরণ ও স্বাধীনতা নিয়ে সেন্সরশিপ করার অধিকার কারও নেই।' নিশা জানান, তিনি দুঃখিত, তবে মর্মাহত হননি।

হুমায়ুনের ঘনিষ্ঠদের বক্তব্য, বাবরি মসজিদ তৈরির উদ্যোগ নেওয়ার পর থেকেই নানা ভাবে 'অপদস্থ' করার চেষ্টা করা হচ্ছে হুমায়ুনকে। কিন্তু তিনি ঠেকে শিখছেন। এক হুমায়ুন-ঘনিষ্ঠের কথায়, 'এর আগে সৌদি থেকে অতিথি ইমাম আনা নিয়ে প্রতারিত হয়েছেন। পরে জানা যায়, তাঁরা স্থানীয়। তার পর অন্য কিউআর কোড দিয়ে মসজিদের অনুদান সরানোর চেষ্টা হয়। এমনকি, হায়দরাবাদের বাউন্সার বলে এখানকার নিরাপত্তারক্ষীরা হুমায়ুন ভাইয়ের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে এসেছিলেন। আসলে বড় কাজে নামলে নানা বাধা আসবে। এটাও তেমনই একটা ঘটনা।'

## আজ নবান্নে বৈঠক

■ **বড়দিন, ইংরেজি নববর্ষ ও গঙ্গাসাগর মেলার আবহে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ নবান্নে এই বৈঠক বসতে চলেছে। রাজ্য সরকারের তরফে মন্ত্রিসভার সমস্ত সদস্যকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। প্রশাসনিক মহলের ইঙ্গিত, এই বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হতে পারে। তার মধ্যে অন্যতম হুগলির উত্তরপাড়ায় রেল কোচ কারখানা গড়ে তুলতে টিটাগড় ওয়াগনসকে প্রায় সাড়ে তিনশো একর জমি দেওয়ার বিষয়টি। শিল্প ও কর্মসংস্থানের দিক থেকে এই প্রকল্পকে রাজ্য সরকারের তরফে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এ ছাড়াও উৎসবের মরশুমে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে**

বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতে পারে। বড়দিন, বর্ষবরণ এবং গঙ্গাসাগর মেলা, এই তিনটি বড় অনুষ্ঠানের সময় যাতে কোথাও কোনও অশান্তি না হয়, সে বিষয়ে কড়া নজরদারির নির্দেশ দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মন্ত্রীদের নিজেদের নিজ নিজ এলাকায় সক্রিয় ভাবে নজরদারি রাখার কথাও বলা হতে পারে।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

### নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭১৮২ এফিডেভিট বলে Sekh Asmat Ali S/o. Sekh Yusuf Ali ও Sk Asmat Ali S/o. Sk U Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত ১২/১২/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১২৫৭৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Sahin Ali S/o. Sk Sovan Ali & Moslema Begam, R/o. মিরগিলা, গোস্বামী মালিপাড়া, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 165 dated 02/07/1999) আমার পিতার সঠিক নাম Sk Sovan Ali-এর পরিবর্তে Sk Shovan Ali, আমার মাতার সঠিক নাম Moslema Begam-এর পরিবর্তে Moslema Bibi লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার পিতা Sk Sovan Ali ও Sk Shovan Ali এবং আমার মাতা Moslema Begam ও Moslema Bibi উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

### নাম-পদবী

গত ২৩/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৩১৮৭ নং এফিডেভিট বলে Kiran Kanti Mukhopadhyay ও Kiran Kanti Mukherjee S/o. Baidyanath Mukhopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### CHANGE OF NAME

I, Sumita Sarkar D/o. Late Ajit Kumar Dey, Residing at Sthiti Abasan, 1st Floor, Flat No. 1,P.O. - Bally Durgapur, Police Station - Bally, District - Howrah, Pin - 711205, West Bengal. My deceased maternal grandmother's name has been written as Gour Bala Mitra in place of Gouri Mitra vide Affidavit No. 60673, dated 16.12.2025 at Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Alipore. My deceased maternal grandmother Gouri Mitra and Gour Bala Mitra is the same and one identical person.

### CHANGE OF NAME

I, Sanjay Kumar Jain, son of Late Nem Chand Dugar residing at 1, Ishan Bose Lane, Tara Bhawan, Block A, Floor 4th, Howrah, Pin - 711102, West Bengal, India, do hereby declare ( vide affidavit no.15432 before the First class Executtive Magistrate at Howrah on 17.12.2025) that Sanjay Jain (inadvertently recorded in my son Aditya Jain's educational credentials and other official documents) and Sanjay Kumar Jain (as mentioned in my official documents) both are same and identical person.

### CHANGE OF NAME & DATE OF BIRTH

I, Md. Feroz, S/o Md. Nizamuddin, residing at 1152, Jaigirghat Road, Paschim Barisha, P.O. Thakurpukur, P.S. Thakurpukur, Kolkata-700063, do hereby declare that in my school certificate my name has been wrongly recorded as Md. Firoj instead of my correct name Md. Feroz, and my date of birth has been wrongly mentioned as 13/12/1978 instead of my correct date of birth 22/10/1973, vide Affidavit No. 71326 dated 21.11.2025 sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class), Alipore, South 24 Parganas. Henceforth, Md. Feroz / Md. Feroz and the above-mentioned dates of birth refer to one and the same person.

### আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

### নোটিশ

আমি অভিজিৎ পোদ্দার পিতা- স্বপন পোদ্দার, সাকিম মহাডাঙ্গা কামালপল্লী, চন্দননগর, হুগলী, পিন-৭১২১৩৬, এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমি বিগত ০৫ (পাঁচ) বৎসর অধিক কাল সময় চুঁচুড়া আদালতে ল' ক্লার্ক হিসাবে কর্মরত আছি। আমি পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্কস স্টেট কাউন্সিল কলকাতায় আমার লাইসেন্স ও এনরোলমেন্টের দরখাস্ত করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে কাউন্সিল অফিসে আপত্তি করিবেন।

### নোটিশ

গত ২৩/১২/২০২৫, নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Somen Das S/o. Rabindranath Das, R/o. WB 41/083, Barujibi Colony, Rishra, Hooghly-712250, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Transfeminine person (Transfeminine person i.e. people who were assigned male at birth but identify as more feminine than masculine) আমার Gender পরিবর্তন করিয়া আমি পুরুষ হইতে মহিলা হইয়াছি এবং Soumi Das নামে পরিচিত হইয়াছি। Somen Das ও Soumi Das D/o. Sri Rabindranath Das (Father) & Smt. Anjali Das (Mother) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।


## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com





## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ২৪ শে ডিসেম্বর, ৮ই পৌষ। বুধ বার। চতুর্থী যুক্ত পন্ঞ্চমী তিথী। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।**

**মেষ রাশি :** সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখবর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

**বৃষ রাশি :** শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

**মিথুন রাশি :** R/S নামের মানুষের থেকে সাবধানে থাকা উচিত। জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

**কর্কট রাশি :** সিনিয়র সিটিজেন থেকে লাভ প্রাপ্তি।অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

**সিংহ রাশি :** সতর্ক থাকতে হবে। যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

**কন্যা রাশি :** D/T নামের মানুষের থেকে সাবধানে থাকা উচিত।যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

**তুলা রাশি :** প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

**বৃশ্চিক রাশি :** S/ G নামের মানুষের থেকে সাবধানে থাকা উচিত।আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

**ধনু রাশি :** K/R নামের মানুষের থেকে সাবধানে থাকা উচিত। আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্লোটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

**মকর রাশি :** প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। A/K নামের মানুষের থেকে সাবধানে থাকা উচিত। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

**কুম্ভ রাশি :** শুভ দিন । বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। P/T নামের মানুষের থেকে সাবধানে থাকা উচিত। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

**মীন রাশি :** ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। D/G নামের মানুষের থেকে বিপদ। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

# জগদ্দলের মেঘনা গেটের ঘটনায় সিটের তদন্তে সিবিআইকে যুক্তের দাবি অর্জুনের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** চলতি বছরের ২৩ মার্চ জগদ্দলের মেঘনা মিল গেটে ব্যাপক গণ্ডগোল হয়েছিল। সেদিন তাঁর বাড়ির সামনে বোমা-গুলি চালানোর অভিযোগ করেছিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। যদিও ওই ঘটনায় প্রাক্তন সাংসদ থানায় জানাতে গেলে তাঁর অভিযোগ নেওয়া নি। উলটে তৃণমূল কাউন্সিলারের পুত্র নমিত সিং অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ করেছিলেন। পুলিশের পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দ্বারস্থ হয়েছিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং।

প্রসঙ্গত, গত ২৪ অক্টোবর উচ্চ আদালত রায় দিয়েছে এফআইআর গ্রহণ করে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে হবে। পাশাপাশি সিট গঠন করে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে হবে। আদালতের নির্দেশমতো গত ৫ নভেম্বর বেলায় জগদ্দল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, গত ২৭ নভেম্বর সিটের তদন্তকারীরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এদিকে তৃণমূল কাউন্সিলারের পুত্র নমিত



সিংয়ের দায়ের করা অভিযোগের প্রেক্ষিতে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। সোমবার আদালত তাঁর অগ্রিম জামিন মঞ্জুর করেছে। মঙ্গলবার বেলায় উক্ত ঘটনার তদন্তে সহযোগিতা করতে জগদ্দল থানায় তিনি আসেন। এক ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ শেষে থানা থেকে বেরিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, তদন্তের নামে বারবার তাকে থানায় ডেকে হেনস্থা করা হচ্ছে।

প্রাক্তন সাংসদ জানান, সিটের তদন্তে সিবিআইকে যুক্ত করতে তিনি আদালতে আবেদন জানাবেন। তাঁর দাবি, সিটের তদন্তে তাঁর ভরসা নেই। তদন্তের নামে সবই আইওয়াশ। তাঁর অভিযোগ, যারা গুলি চালিয়েছে। তাদের ছবি সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়লেও, তাঁদের থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে না। কারণ, তৃণমূল করলে সাতখুন মাফ। আর বিজেপি করলেই কপালে জুটবে মিথ্যা মামলা। প্রাক্তন সাংসদ আরও বলেন, তদন্তকারীরা বলেছেন তাঁকে নাকি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে। কিন্তু তিনি তদন্তকারীদের বলেছেন তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে ডাকা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, ঘটনার আট মাস বাদে তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন থানায় যেই ভিডিও ফুটেজ জমা দিয়েছেন, সেটা তিনি কোথায় পেয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, সিটের তদন্তকারীরা এদিন সবাই হাজির ছিলেন না। তদন্তকারী অফিসার-সহ সিটের তদন্তকারী হিসেবে মাত্র দু'একজন ছিলেন। বাকিরা কেউ ছিলেন না।

# সিইও অফিসে ব্যারিকেড ভাঙা তৃণমূলপন্থী বিএলওদের আক্রমণ, স্বতঃপ্রণোদিত মামলা, এক আটক

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কলকাতার মুখ্য নির্বাচন অফিসের সামনে সোমবার তৃণমূলপন্থী বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) আচমকা আক্রমণাত্মক বিক্ষোভ শহরজুড়ে উত্তাপ ছড়িয়েছে। পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙে দপ্তরে প্রবেশের চেষ্টা, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমে বাধা দেওয়ার অভিযোগে লালবাজার স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে। হেয়ার স্ট্রিট থানায় একাধিক ধারায় মামলা হয়েছে বলে জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে এবং অন্তত একজনকে আটক করা হয়েছে।

তৃণমূলপন্থী বিএলওরা অভিযোগ করেছেন, খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর নির্বাচন কমিশনের অ্যাপে বারবার পরিবর্তন হচ্ছে। একের পর এক নির্দেশিকা আসছে, কিন্তু স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। খসড়া তালিকায় ভুল ধরা পড়ায় সাধারণ মানুষও আতঙ্কিত। 'বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি'র পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে সমস্যার সমাধান চাইলে বারবার সময় চাওয়া হলেও কোনো সাড়া মেলেনি। সেই ক্ষোভ সোমবার চরমে ওঠে, যখন কমিটির নেতৃত্বে সিইও অফিসে পৌঁছলেও সময় না-পাওয়ায় আন্দোলনকারীরা ব্যারিকেড ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন। পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতিও হয়।

কলকাতা পুলিশের আইনশৃঙ্খলা বিভাগের এক কর্মকর্তা বলেন, পুলিশের কাজে বাধা, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস এবং আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে মামলা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

# পশ্চিমবাংলায় মহম্মদ ইউনূসের বোনের সরকার চলছে: রাহুল সিনহা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** সারা রাজ্য জুড়ে তৃণমূল সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, খুন, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন এবং এসআইআর সম্পর্কে মিথ্যাচারের প্রতিবাদে দলের ব্যারাকপুর জেলার ডাকে নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের জেটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নান্না কালি বাড়ি ময়দানে আয়োজিত পরিবর্তন সংকল্প জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় হাজির হয়ে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা বলেন, বাংলাদেশে মহম্মদ ইউনূসের সরকার চলছে। আর পশ্চিমবাংলায় ইউনূসের বোনের সরকার চলছে। তাঁর অভিযোগ, ওপার বাংলায় হিন্দুদের জ্যান্ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। এখানে হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে সনাতনী দীপু চন্দ্র দাসকে নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে এদিন কলকাতার বেকবাগানে বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশন দফতরে বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সেখানে পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের ওপর লাঠিচার্জ করার অভিযোগ উঠেছে। এপ্রসঙ্গে রাহুল সিনহা বলেন, দীপু দাসের হত্যার প্রতিবাদ করতে গিয়ে সনাতনীদের পুলিশের লাঠিপেটা খেতে হয়েছে। এই ঘটনার তিনি বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করেন। ভরতপুরের



বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের নতুন রাজনৈতিক দল গঠন প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, মমতা ব্যানার্জির পোষা একটি সাপ হুমায়ুন কবীর। সাপুড়ের মৃত্যু হয় সাপের কামড়ে। মমতা ব্যানার্জি যেই সাপ নিয়ে খেলছেন। আগামী নির্বাচনে সেই সাপের কামড়ে মমতা ব্যানার্জির দলের সলিল সমাধি ঘটবে। পরিবর্তন সংকল্প সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং জোরের সঙ্গে দাবি করেন, যাঁরা সাট্টা, জুয়া ও মদের ঠেক চালায়, তাঁরাই এখন এলাকার তৃণমূল নেতা। এদিন তিনি বলেন, ভাইপো এখন টাকা বাঁচাতে উঠেপড়ে লেগেছেন। কোটি কোটি টাকা উনি বিদেশে পাঠাচ্ছেন। শাসকদলের গোষ্ঠী কোন্দল তুলে ধরে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং বলেন, নৈহাটিতে বিধায়কের স্ত্রী কাউন্সিলরকে জুতো দিয়ে পেটাচ্ছেন। ওখানে তৃণমূল তৃণমূলকে মারছে। বালি চুরি, ঠিকাদারি নিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই চলছে। কিন্তু ভোট আসলে ওরা লড়াই ভুলে যায়। ভোটে বুথ দখল করার জন্য ওরা সবাই জোট বাঁধে। সুতরাং খারাপ হলেও কিছু কিছু জিনিস বিরোধীদের কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে। তৃণমূল নেতাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, লুটের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। কে কত লুটেছে। কারা কোথায় জমি দখল কিংবা পুকুর ভরাট করেছে। সবকিছুই নজর রাখা হচ্ছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে এর হিসাব নেওয়া হবে। উক্ত সভায় হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি ও সহ-সভাপতি যথাক্রমে তাপস ঘোষ ও প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, জেলার এক্সিকিউটিভ সদস্য সন্তোষ রায়, যুব নেতা সুদীপ্ত দাস প্রমুখ।

# পথশ্রী, রাস্তাশ্রী প্রকল্পে বিটুমিনাস রাস্তা নির্মাণ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পথশ্রী, রাস্তাশ্রী প্রকল্পের আওতায় এ বছর রাজ্যজুড়ে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার করে প্রায় ১,৭৬০ কিলোমিটার বিটুমিনাস রাস্তা নির্মাণ করা হবে। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা। সেখানে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার করে তৈরি হবে ২০৪.৫৬ কিলোমিটার রাস্তা। দ্বিতীয় স্থানে নদিয়া, যেখানে ১৭২.৪৬ কিলোমিটার এবং তৃতীয় স্থানে থাকা উত্তর দিনাজপুরে ১৬৭.৪৯ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের অনুমোদন মিলেছে।

এ ছাড়াও মুর্শিদাবাদে ১৫৮.৩৪ কিলোমিটার, দার্জিলিংয়ে ১১৯.৯৩ কিলোমিটার, জলপাইগুড়িতে ১১৬.৫৯ কিলোমিটার এবং পূর্ব বর্ধমানে ১১০.৪৮ কিলোমিটার রাস্তা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার করে তৈরি হবে। কলকাতা বাদে রাজ্যের সব জেলাতেই এই ধরনের রাস্তা নির্মাণ করা হবে। কলকাতা পুর এলাকার রাস্তা কলকাতা পুরসভার অধীনে থাকায় তারা এই প্রকল্পের বাইরে।

গত ১১ ডিসেম্বর নদিয়ার কৃষ্ণনগর থেকে পথশ্রী, রাস্তাশ্রী প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের সূচনা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পর্যায়ে রাজ্যের গ্রাম ও শহর মিলিয়ে মোট ২০,০৩০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, এই প্রকল্পের সুফল পাবেন প্রায় ৩৫ হাজার গ্রামের বাসিন্দা এবং ১২৮টি শহরাঞ্চলের মানুষ। পুরো প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৮,৪৮৭.৮৩ কোটি টাকা, যা সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের অর্থেই বাস্তবায়িত হবে।

রাস্তা নির্মাণে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার করলে তা ল্যান্ডফিল, নদী ও সমুদ্রে যাওয়ার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে কমায়। প্লাস্টিক মিশ্রিত বিটুমিনে তৈরি রাস্তা সাধারণ রাস্তারের তুলনায় বেশি টেকসই। অতিরিক্ত তাপমাত্রা, জল জমে থাকা বা ভারী যান চলাচলেও এই রাস্তা সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ফাটল কম হয় এবং রাস্তার সামগ্রিক গুণমান উন্নত হয়। দপ্তরের দাবি, প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার করলে বিটুমিনের খরচও কমে, বিশেষ করে যেখানে প্লাস্টিক বর্জ্যের প্রাপ্যতা বেশি। উল্লেখ্য, কেন্দ্রের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের জারি করা ২০১৬ সালের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিতেও ভারতীয় রোড কংগ্রেসের নির্দেশিকা মেনে প্লাস্টিক রাস্তা নির্মাণে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।



সারা পৃথিবী জুড়েই চলছে বড়দিন পালনের প্রস্তুতি। পিছিয়ে নেই শহর কলকাতাও। ক্রিসমাসের আগেই ক্রিসমাস উৎসব পালন। আয়োজনে পুরমাতা ইলোরা সাহা। পাথুরিয়াঘাটা পাঁচের পল্লি সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পরিচালনায় ও মৃণাল সাহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আয়োজিত হল ক্রিসমাস উৎসব। অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন মেয়র পারিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার, প্রাক্তন বিধায়ক সস্ত্রীক সঞ্জয় বক্সি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। এদিন এলাকার কচি কাচাদের একটু আনন্দ দিতে তারা আয়োজন করা হয় পুতুল নাচ, ম্যাজিক শো, সকলের হাতে কেক আর টুপি তুলে দেন। পুরমাতা ইলোরা সাহা, মৃণাল সাহার এহেন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন উপস্থিত সকলে। এবছর এই অনুষ্ঠান তিন তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করল।

# হরিয়ানার রাজ্যপাল অধ্যাপক অসীম কুমার ঘোষকে সম্মান

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** হাওড়া সেন্ট্রাল সিনিয়ার সিটিজেন্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে উক্ত সংস্থার প্রতিষ্ঠা সদস্য ও হরিয়ানার রাজ্যপাল অধ্যাপক অসীম কুমার ঘোষকে সম্মানিত করা হলো হাওড়া রোটারি ক্লাবের প্রেক্ষাগৃহে। অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে তাঁকে যখন দিল্লি থেকে হরিয়ানার রাজ্যপাল হওয়ার কথা জানানো হয় তখন তিনি হরিয়ানার সম্বন্ধে খুব বেশি জানতেন না, এরপর কিছু বইয়ের মাধ্যমে জানতে পারেন সেখানকার কথা এবং রাজ্যপাল হয়ে নিরলস কাজ করে



যাচ্ছেন। তিনি বলেন, যে চাকরি থেকে অবসর নেওয়া মানে চুপচাপ বসে যাওয়া নয়, কাজের ইচ্ছা থাকলে সমাজের উন্নয়নের জন্য নানানরকম কাজ করা যায়। তিনি এদিনের এই সম্মাননা পেয়ে আনন্দিত।

### আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১. শ্রীমতী রীতা চ্যাটার্জী, পিতা - মৃত শঙ্করনাথ সান্যাল, স্বামী - মৃনাল চ্যাটার্জী,সাং - ১০৮ রাষ্ট্রগুরু এভিনিউ, পোঃ ও থানা - দমদম, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা,পিন-৭০০০২৮,২. শ্রীমতী মিতা এ চৌধুরী, পিতা - মৃত - শঙ্করনাথ সান্যাল, স্বামী - অরুনাভ চৌধুরী, সাং - ফ্ল্যাট নং ৬০৮,সেক্টর ৫০,পোঃ ও থানা - নয়ডা, জেলা - গৌতম বুদ্ধনগর, পিন - ২০১৩০১, ৩. শ্রী অদৃত সান্যাল, পিতা - মৃত অনুপম সান্যাল, ৪. শ্রীমত্যা অদিতি সান্যাল, স্বামী - মৃত অনুপম সান্যাল,উভয়ের সাং - ১৯৫/৩ এ রাসবিহারী এভিনিউ, পোঃ ও থানা - বালিগঞ্জ,জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০১৯, সকলের পক্ষে থেকে আমমোক্তার নিযুক্ত করা হয় ১৯.০৩.২০২৪ তাং কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসের IV - ১৩০১ নং ভল্যুয়মের ৬৫৩ নং হইতে ৬৭২ নং পাতার ৩২ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে শ্রী তাপস দাস, পিতা - মৃত পবিত্র দাস, সাং - মাঝেরপাড়া, পোঃ - কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১০১,উক্ত আমমোক্তার হইতে গত ইং ১৭/০৫/২০২৪ তাং I-4763/2024 নং দলীল বলে ২৮ নং গদখালী মৌজার খাতিয়ান নং আর.এস. ৩৭৯ এল.আর. ৭২৮ এর ১৩১.১২ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন শ্রী সুদীপ কুমার রায়, পিতা - স্বর্গীয় প্রদীপ কুমার রায়, সাং - আর.এন.টেগোর রোড, আনন্দময়ীতলা, পোঃ - কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১০১, এবং I- 4762/2024 দলীল বলে উপরিউক্ত দাগ ও খতিয়ানের ১৩১.১২ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন শ্রী শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, পিতা - মৃত দিলীপ ভট্টাচার্য্য, সাং - মহিষালপালা লেন, চকেরপাড়া, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১০১, এবং উপরিউক্ত একই দাগ ও খতিয়ানের I- 4760/2024 দলীল বলে ১৩১.১২ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন শ্রী অমরেশ ঘোষ, পিতা - মৃত আনন্দ মোহন ঘোষ, সাং - ৪২/১ পি.কে.ভট্টাচার্য্য রোড, নেদিয়ারপাড়া, এবং উপরিউক্ত একই দাগ ও খতিয়ানের I-4761/2024 নং দলীল বলে ১৩১.১৪ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন শ্রী রাজেশ ঘোষ, পিতা - মৃত বিশ্বনাথ ঘোষ, সাং - চকেরপাড়া বাকু দর্জি লেন, পোঃ - কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালী, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১০১, উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোন অভিযোগ থাকে তাহলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L.&.L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মতাবেক কার্য্য হইবে।

### আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, ১) শ্রীমতী দেবপ্রিয়া সান্যাল, পিতা- স্বর্গীয় অমিত কুমার সান্যাল, সাং- ২/বি একডালিয়া প্লেস, বালিগঞ্জ, পো: ও থানা-বালিগঞ্জ, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০০১৯, ১ নং দাতার পক্ষে বিগত ইং ২২/০৪/২০২৪ তারিখে ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্টার- III, আলিপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনা অফিসে I- 6711 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং ২) শ্রী দেবাদিত্য সান্যাল,পিতা- স্বর্গীয় অমিত কুমার সান্যাল, সাং- ২/বি একডালিয়া প্লেস, বালিগঞ্জ, পো: ও থানা- বালিগঞ্জ,জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০০১৯, মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ০২/০৫/২০২৪ তারিখে I- 4355/2024 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা ১) শ্রী শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, পিতা- স্বর্গীয় দিলীপ ভট্টাচার্য্য, সাং- মহিষালপাড়া লেন, চকেরপাড়া, ২) শ্রী চন্দন দাস, পিতা- স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত দাস, সাং- হরিপদ মুখার্জী রোড, বৌবাজার, ৩)শ্রী দেবাশীষ দে, পিতা-মৃত অধীর দে, সাং- নতুন বাজার এ.কে. দে লেন, সকলের পো:- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১, মহাশয়গণ, মৌজা - ২৮ নং গদখালী, খতিয়ান নং - R.S. ৩৭৯ ও ৭২৭, দাগ নং - R.S.&L.R. ২০৮, ১ এর বাটা ৫৬, ১ এর বাটা ১৪৩৫, ১ এর বাটা ১৩৬৬, মোট ১৭৫.২২ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত দিনেই I- 4347/2024 নং দলিল বলে উপরীউক্ত আমমোক্তারের থেকে কোবলা গ্রহীতা শ্রী শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, পিতা- স্বর্গীয় দিলীপ ভট্টাচার্য্য, উপরীউক্ত মৌজা, খতিয়ান ও দাগে মোট ৮৬.৯৭২৫ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ০২/০৫/২০২৪ তারিখে I- 4358/2024 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা ১) শ্রী রাজেশ ঘোষ, পিতা- মৃত বিশ্বনাথ ঘোষ, সাং- চকেরপাড়া বাকু দর্জি লেন, ২) শ্রী সোমনাথ প্রামানিক, পিতা- স্বর্গীয় ঠাকুরপদ প্রামানিক, সাং- আশু রায় রোড, ৩) শ্রী মনিশংকর সাহা, পিতা- স্বর্গীয় দীপক সাহা, সাং- নন্দী পুকুর লেন, নাজিরা পাড়া, সকলের পো:- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১, মহাশয়গণ, উপরীউক্ত মৌজা, খতিয়ান ও দাগে মোট ১৭৫.২২ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত দিনেই I- 4350/2024 নং দলিল বলে উপরীউক্ত আমমোক্তারের থেকে শ্রী রাজেশ ঘোষ, পিতা- মৃত বিশ্বনাথ ঘোষ, উপরীউক্ত মৌজা, খতিয়ান ও দাগে মোট ৮৬.৯৭২৫ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ০২/০৫/২০২৪ তারিখে I- 4357/2024 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা ১) শ্রী সমরেশ ঘোষ, পিতা- স্বর্গীয় আনন্দ মোহন ঘোষ, সাং- নেদিয়ারপাড়া, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১, ২) শ্রী পার্থ দেবনাথ, পিতা- স্বর্গীয় অনিল চন্দ্র দেবনাথ, সাং- স্ট্যান্ড রোড, পোড়াঘাট, পো: ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মহাশয়দ্বয়, উপরীউক্ত মৌজা, খতিয়ান ও দাগে মোট ১৭৫.২২ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত দিনেই I- 4348/2024 নং দলিল বলে উপরীউক্ত আমমোক্তারের থেকে শ্রী সমরেশ ঘোষ, পিতা- স্বর্গীয় আনন্দ মোহন ঘোষ, উপরীউক্ত মৌজা, খতিয়ান ও দাগে মোট ৮৬.৯৭২৫ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ০২/০৫/২০২৪ তারিখে I- 4356/2024 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা ১) শ্রী সুদীপ কুমার রায়, পিতা- স্বর্গীয় প্রদীপ কুমার রায়, সাং- আর.এন. টেগোর রোড, আনন্দময়ীতলা, ২) শ্রী শুভাশীষ বিশ্বাস, পিতা- স্বর্গীয় কামনা কুমার বিশ্বাস, সাং- হরিপদ মুখার্জী রোড, বৌবাজার, উভয়ের পো:- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১, মহাশয়দ্বয়, উপরীউক্ত মৌজা, খতিয়ান ও দাগে মোট ১৭৫.২২ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত দিনেই I- 4351/2024 নং দলিল বলে উপরীউক্ত আমমোক্তারের থেকে ১) শ্রী সুদীপ কুমার রায়, পিতা- স্বর্গীয় প্রদীপ কুমার রায়, উপরীউক্ত মৌজা, খতিয়ান ও দাগে মোট ৮৬.৯৭২৫ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

# আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়াদের নিজস্ব ছাদ নিশ্চিতে নয়া উদ্যোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শহরের বাসিন্দাদের মাথার ওপর নিজস্ব ছাদ নিশ্চিত করতে নতুন উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। মাত্র ৬ লক্ষ টাকায় এক কামরার ফ্ল্যাট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২৯৮ বর্গফুটের এই ফ্ল্যাটগুলি মূলত অসহায় ও নিম্নআয়ের পরিবারগুলির জন্যই বরাদ্দ করা হবে। নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ফ্ল্যাটগুলি কার্যত জলের দরে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

প্রশাসনিক মহলের মতে, শহরে বাড়তে থাকা আবাসন সংকটের মধ্যে এই উদ্যোগ বহু পরিবারকে স্বস্তি দেবে। কোন যোগ্যতায় কারা এই ফ্ল্যাট পাবেন, কী ভাবে আবেদন করতে হবে এবং কবে থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে;এই সমস্ত বিষয় নিয়ে খুব শিগগিরই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে বলে নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে।

জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারিবারিক মাসিক আয় ২৫ হাজার টাকার কম হতে হবে। চলতি বছরের জুলাই মাসেই আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের জন্য 'নিজন্ন' ও 'সুজন্ন' প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। হিডকোর উদ্যোগে তৈরি এই আবাসন প্রকল্পগুলি ঘিরে শুরু থেকেই সাধারণ মানুষের কৌতূহল ছিল। নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই ফ্ল্যাট কেনার সুযোগ মিলবে। সূত্রের খবর, 'নিজন্ন' প্রকল্পে মোট ৪৯০টি এবং 'সুজন্ন' প্রকল্পে ৭২০টি ফ্ল্যাট রয়েছে। 'নিজন্নে'র ক্ষেত্রে আবেদন জমা দেওয়ার সময় ৬০ হাজার টাকা দিতে হবে। অন্যদিকে 'সুজন্নে'র ২ বিএইচকে ফ্ল্যাটের আয়তন ৬১৭.৬৩ বর্গফুট। নিউটাউনে এই ধরনের একটি ফ্ল্যাটের দাম ধার্য হয়েছে প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা। এলআইজি গ্রুপের জন্য আবেদনকারীর পারিবারিক মাসিক আয় হতে হবে ২৫ হাজার ১ টাকা থেকে ৬৫ হাজার টাকার মধ্যে। প্রশাসনিক সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এই আবাসন প্রকল্পগুলিতে সরকার কয়েক কোটি টাকা ভরতুকি দিচ্ছে, যাতে সাধারণ মানুষের পক্ষে ফ্ল্যাট কেনা সম্ভব হয়। আবেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনলাইনে হিডকোর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে হবে এবং লটারির মাধ্যমে যোগ্য আবেদনকারীদের বাছাই করা হবে।

# উৎসবের স্মৃতি আর স্বাদের খোঁজে সাঁকরাইলের চুল্লিতে ফিরছে শৈশব

**রাজীব মুখোপাধ্যায়**

খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব হলেও বড়দিন আজ বহু আগেই বাঙালির সর্বজনীন আনন্দে রূপ নিয়েছে। আর সেই আনন্দের কেন্দ্রে একটাই অনিবার্য নাম কেক। তাই ২৫ ডিসেম্বরের অনেক আগেই কেক কেনার হিড়িক পড়েছে। সেই চাহিদার বড় ভরসা হয়ে উঠেছে সাঁকরাইলের স্থানীয় বেকারি শিল্প।

সাঁকরাইলের এক ব্যস্ত বেকারির ম্যানেজার স্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'আমরা কেক বানাই মানুষের সাধ্যের কথা ভেবে। দাম কম হলেও মানের সঙ্গে আপস করি না।' ডিমের সাদা অংশ, কাজু, কিশমিশ, সবকিছুই পরিমিত ও খাঁটি। কেমিক্যাল ফ্লেভারের বদলে ভরসা রাখা হয়েছে পুরনো দিনের স্বাদে। লক্ষ্য একটাই স্বাস্থ্যকর কেক, যেটা খেলে মনে পড়বে ছোটবেলার বড়দিন।

কারখানা সূত্রে জানা গেল, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই প্রস্তুতি শুরু। মাঝামাঝি মাস পেরতেই বাজারে কেক পাঠানো হচ্ছে টানা। নামী ব্র্যান্ডের সঙ্গে টক্কর দিয়েই স্থানীয় এই বেকারিগুলি জায়গা করে নিচ্ছে ক্রেতাদের মনে। বিশেষত নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে এই কেকই হয়ে উঠছে উৎসবের প্রধান আকর্ষণ। এক প্রবীণ কারিগরের কথায় ধরা পড়ল আলাদা আবেগ, 'সারা বছর কাজ করি ঠিকই, কিন্তু বড়দিনের আগে কেক বানানোর আনন্দ আলাদা। চাপ থাকলেও মন ভরে যায়।' ক্রেতাদের অভিজ্ঞতাও একই সুরে বাঁধা। নানা স্বাদের কেক, সাধ্যের মধ্যে দাম, সব মিলিয়ে বড়দিনের আগেই তাঁরা ভরসা রাখছেন এই বেকারিগুলির ওপর। অনেকেই বলছেন, বড়দিনে ভিড় এড়াতে আগেভাগেই কেক তুলে রাখছেন বাড়িতে।

সব মিলিয়ে স্পষ্ট, ঝাঁ-চকচকে বিজ্ঞাপন আর দামী মোড়কের বাইরেও এক অন্য বড়দিন বেঁচে আছে। সাঁকরাইলের এই বেকারি কারখানাগুলিই সেই বড়দিনের ঠিকানা, যেখানে স্বাদের সঙ্গে মিশে আছে স্মৃতি, আবেগ আর হারিয়ে যাওয়া শৈশবের উষ্ণতা।

একদিন
# আমার শহর
কলকাতা ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ৮ পৌষ ১৪৩১ বুধবার

## ‘উন্নয়ন’ প্রচারকে কাগুজে নাটক বলে খোঁচা শমীকের




**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের তথাকথিত উন্নয়ন প্রচারকে একহাত নিল বিজেপি। মঙ্গলবার কড়া ভাষায় শাসকদলকে বিঁধে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, উন্নয়নের নামে যা চলছে, তা আসলে মানুষের সামনে সাজানো এক রাজনৈতিক মঞ্চনাটক।

একটি বিবৃতিতে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলের প্রচার কৌশলকে ব্যঙ্গ করে বলেন, ‘কখনও ‘উন্নয়নের পাঁচালি’, কখনও ‘উন্নয়ন পার্টি’, নাম পালটালেও কাহিনি একই থাকে।’ তাঁর দাবি, পোস্টার-ব্যানার আর আলোর ঝলকানিতে ঢেকে রাখা হচ্ছে রাজ্যের প্রকৃত চিত্র। শমীকের বক্তব্যে উঠে আসে গত দেড় দশকের শাসনের হিসেব। তিনি বলেন, ১৪ বছর ধরে উন্নয়নের বুলি শোনানো হচ্ছে, অথচ বাস্তবে রাজ্যজুড়ে কাজের অভাব, শিল্পের খরা আর যুবসমাজের অনিশ্চয়তা আরও গভীর হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, শিল্প আনার নামে জমি রাজনীতির শিকার হয়েছে, কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি থেকে গেছে কেবল ভাষণে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্র নিয়েও তীব্র আক্রমণ শানান বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তিনি বলেন, হাসপাতালে পরিষেবা ভেঙে পড়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঢুকে পড়েছে দলীয় প্রভাব। নিয়োগ দুর্নীতিতে জেলবন্দি হয়েছেন মন্ত্রী ও শাসকঘনিষ্ঠরা, এটাই কি উন্নয়ন? তাঁর মতে, দুর্নীতি এখন আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং শাসনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তৃণমূলের নতুন প্রচারাভিযানকে কটাক্ষ করে শমীক স্পষ্ট করেন, ‘উন্নয়ন পার্টি’ নতুন কিছু নয়। এটা পুরনো ব্যর্থতাকে নতুন মোড়কে পরিবেশন করার চেষ্টা। তিনি দাবি করেন, মানুষের দৃষ্টি ঘোরাতে পরিসংখ্যান আর মঞ্চসজ্জার আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে।

বিবৃতির শেষভাগে তিনি সরাসরি রাজ্যবাসীর আবেগে হাত রেখে বলেন, এই নাটকের দর্শক হয়ে আর থাকতে রাজি নয় বাংলা। তাঁর কথায়, বাংলা আজ নাটক নয়, ন্যায় চায়, কাজ চায়, নিরাপত্তা চায়। বিজেপির তরফে স্পষ্ট বার্তা, ভোটের আগে ‘উন্নয়ন’ শব্দের ঝলক যতই থাকুক, রাজ্যের মানুষ বাস্তবের হিসেব মিলিয়েই রায় দেবে।

## ‘এপারে হরগোবিন্দ, চন্দন, ওপারে দীপু, নাম আলাদা, নৃশংসতা এক’

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সামশেরগঞ্জে হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাস খুনের মামলায় সাজা ঘোষণার দিনেই উত্তাল কলকাতা। বাংলাদেশে এক হিন্দু যুবককে পিটিয়ে খুনের ঘটনার প্রতিবাদে শিয়ালদা থেকে বেকবাগান, বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের দপ্তর পর্যন্ত মিছিল করে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। সেই আবহেই সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য রাজনীতিতে আগুন জ্বালালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

মিছিল ঘিরে পুলিশের ভূমিকা প্রসঙ্গে শুভেন্দুর বক্তব্য, ‘আন্দোলনকারীরা প্রথম ব্যারিকেড ঠেলে সরিয়েছেন। দ্বিতীয় ব্যারিকেড ভাঙতে পারেননি, কারণ সেটা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা ছিল। তৃতীয় ব্যারিকেডে যাওয়ার কোনও সুযোগই ছিল না।’ এর পরেই সরাসরি আক্রমণ শাসকদলের দিকে। মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন,‘হিন্দুদের সংগঠিত প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রী আতঙ্কিত। গেরুয়া পতাকা দেখলেই যে ভাবে কঠোরতা দেখানো হয়, সেই একই প্রশাসন ওপারে একেবারে নীরব।’ বাংলাদেশের ঘটনাকে ‘বিচ্ছিন্ন অপরাধ’ মানতে নারাজ শুভেন্দু। তাঁর দাবি, সেখানে পুলিশি ব্যর্থতা নয়, বরং সক্রিয় মদতের অভিযোগ উঠছে। তিনি বলেন, ‘একজন যুবক থানার ভেতরে জীবনভিক্ষা চাইছে। সেই যুবককে পুলিশি হেপাজত থেকে তুলে দেওয়া হল মবের হাতে। পৃথিবীতে এমন নজির বিরল। কোনও প্রমাণ নেই যে সে অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু পোস্ট করেছিল।’

এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের দিকেও তীব্র আক্রমণ শানান বিরোধী দলনেতা। তাঁর ভাষায়, ‘এটা শুধু মৌলবাদীদের হিংসা নয়। এটা অবৈধ ভাবে ক্ষমতা দখল করা সরকারের নির্লজ্জতার চূড়ান্ত উদাহরণ।’ সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য আসে ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জ ও বাংলাদেশের ঘটনার তুলনায়। পুলিশ যে এই দুই ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র মানতে চাইছে না, সেই প্রসঙ্গে শুভেন্দু স্পষ্ট করে দেন, ‘ব্যক্তি আলাদা হতে পারে, কিন্তু আক্রমণকারীরা এক।

## চিংড়িঘাটায় মেট্রোর কাজ শেষে চূড়ান্ত ডেডলাইন হাইকোর্টের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** চিংড়িঘাটায় মেট্রোরেলের দীর্ঘদিনের বকেয়া কাজ নিয়ে ফের কড়া অবস্থান নিল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে জানাল, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতেই হবে, কোনও অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই চিংড়িঘাটার বকেয়া মেট্রো কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। সেই লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার ও ট্র্যাফিক পুলিশকে ৬ জানুয়ারির মধ্যে জানাতে বলা হয়েছে, কবে, কী ভাবে এবং কতদিন রাস্তা বন্ধ রেখে কাজ করা সম্ভব হবে।

এই মামলায় এদিনও রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, ‘এখন উৎসবের সময়, এই যুক্তি আমরা মানতে পারি না। ভারত উৎসবের দেশ। একটা শেষ হলেই আর একটা শুরু হয়। তাই বলে বৃহত্তর জনস্বার্থের কাজ আটকে রাখা যায় না।’ আদালতের পর্যবেক্ষণ, বারবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে তার প্রতিফলন না-হওয়াতেই কড়া নির্দেশ দিতে হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত ৪ সেপ্টেম্বর সব পক্ষের বৈঠকে চিংড়িঘাটার মেট্রো কাজ নিয়ে ঐকমত্য তৈরি হলেও তা কার্যকর হয়নি। এমনকি আদালতের নির্দেশে ১৭ ডিসেম্বর ফের বৈঠক বসার পরও নির্দিষ্ট সময়সীমা ঠিক করা যায়নি। এর পরই মঙ্গলবার বেঞ্চ ফের ক্ষোভ উগরে দেয়। রাজ্যের পক্ষে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত আদালতে দাবি করেন, ‘গঙ্গাসাগর মেলা ও উৎসবের ভিড়ের কারণে ফেব্রুয়ারির আগে পিলার নির্মাণে অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়।’ তাঁর যুক্তি ছিল, ওই এলাকায় হাসপাতাল ও অ্যাম্বুল্যান্স চলাচল বেশি, ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ করলে গোটা কলকাতা অচল হয়ে পড়তে পারে। তবে বেঞ্চ এই বক্তব্য খারিজ করে জানায়, ‘উৎসবের দোহাই দিয়ে উন্নয়ন থামিয়ে রাখা চলবে না।’

অন্যদিকে আরভিএনএলের আইনজীবী আদালতে জানান, ‘আমরা মাত্র তিন রাত সময় চাইছি। এই কাজ শেষ হলেই নিউ গড়িয়া থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রো চালু করা সম্ভব হবে। দেরি যত বাড়বে, প্রকল্পের খরচ তত বাড়বে।’ পাশাপাশি তিনি পরীক্ষার মরসুমের কথাও তুলে ধরেন। সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর ডিভিশন বেঞ্চ চূড়ান্ত নির্দেশে জানায়, ‘রাজ্য সরকার ও ট্র্যাফিক পুলিশকে সমন্বয় করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ৬ জানুয়ারির আগে আদালতকে জানাতে হবে, যাতে ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কাজ শেষ করা যায়।’

## ‘ভিয়েতনাম টাইম বম্ব’ মেলায়ডসিসে আতঙ্ক



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বাইরে থেকে সামান্য জ্বর, ভেতরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে প্রাণঘাতী সংক্রমণ। একসময় ভিয়েতনাম ফেরত মার্কিন নাগরিকদের শরীরে ধরা পড়া যে রোগকে চিকিৎসাবিজ্ঞান ‘ভিয়েতনাম টাইম বম্ব’ নামে চিনত, সেই মেলায়ডসিসই এবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের আশঙ্কা, নিঃশব্দে দীর্ঘদিন শরীরে লুকিয়ে থেকে এই রোগ হঠাৎ ভয়াবহ রূপ নিতে পারে।

স্বাস্থ্য আধিকারিকদের বক্তব্য, মেলায়ডসিসের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হল, এর উপসর্গ যক্ষ্মার সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়। দীর্ঘস্থায়ী জ্বর, কাশি বা দুর্বলতা দেখে প্রাথমিক পর্যায়ে টিবি বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। অথচ এটি সম্পূর্ণ আলাদা এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ। ফলে ভুল চিকিৎসা বা অবহেলার সুযোগে রোগটি বছরের পর বছর শরীরে রয়ে যাচ্ছে এবং এক সময় মারাত্মক জটিলতা তৈরি করছে।

সম্প্রতি রাজ্যের একাধিক সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে এই রোগে আক্রান্ত রোগীর সন্ধান মিলেছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, মেলায়ডসিসে দীর্ঘদিন জ্বর থাকা ছাড়াও শরীরে ফোঁড়া, শ্বাসকষ্ট, এমনকি যকৃত বা ফুসফুসের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গেও তীব্র সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। সময়মতো সঠিক অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসা শুরু না হলে সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি থাকে।

এই পরিস্থিতিতে নড়েচড়ে বসেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। রাজ্যজুড়ে বড় আকারের সচেতনতা অভিযানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য ভবনে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য বিশেষ কর্মশালা, গ্রামাঞ্চলে সচেতনতা শিবির, পাশাপাশি ফ্লায়ার ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করার কাজ শুরু হয়েছে। রোগের লক্ষণ কী, কী ভাবে পরীক্ষা করাতে হবে এবং কী ধরনের চিকিৎসা প্রয়োজন,এই তথ্যই তুলে ধরা হচ্ছে প্রচারের মূল বার্তায়।

স্বাস্থ্য দপ্তরের স্পষ্ট বার্তা, দু’সপ্তাহের বেশি জ্বর থাকলে কোনও ভাবেই অবহেলা করা যাবে না। দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করাতে হবে। সচেতনতা শিবিরে অংশ নিয়ে নিজে সতর্ক হওয়ার পাশাপাশি অন্যদেরও সতর্ক করতে হবে।


**IDBI BANK**

**আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপিয়র সরণি,
৩য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০১৪ **ফোন নং : ০৩৩-৬৬৫৫৭৮৪৮**
**ওয়েবসাইট :** www.idbibank.in CIN : L65190MH2004GOI148838

**স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় নোটিশ**

**২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রকাশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ**

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ, বন্ধকদাতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত বিক্রি করা হবে **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যা আছে’** এবং **‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’** এবং **‘কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত’** ভিত্তিতে **২৭.০১.২০২৬ ক্রম নং ১ এবং ২ এবং ২৯.০১.২০২৬ ক্রম নং ৩**

| ক্রম নং | কেস নাম এবং এ/সি নং | দাবি নোটিশের তারিখ এবং দাবির পরিমাণ | দখলের ধরন এবং দখলের তারিখ সংরক্ষিত মূল্য, ইএমডি এবং ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ | সম্পত্তির বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|
| ১ | **সঙ্গীতা মাইতি (হাজরা)** (ঋণগ্রহীতা) এবং প্রয়াত জামিনদাতা /সহ ঋণগ্রহীতা প্রয়াত শ্রী দিলীপ হাজরা এর আইনি উত্তরাধিকারী নাম সঙ্গীতা মাইতি হাজরা এবং মঙ্গল হাজরা। **অ্যাকাউন্ট নং : ০৪২০৬৭৫১০০০০৬৭৮১, ০৪২০৬৭৫১০০০০৬৭২৯, ০৪২০৬৭৫১০০০০৮৭৮৫** | **৩০.০৬.২০২৫ এবং ৭২,৫১,৬১৯.৬৪ টাকা** (বাহাত্তর লাখ একান্ন হাজার ছশো উনিশ টাকা এবং চৌষট্টি পয়সা) ১০ মে ২০২৫ অনুযায়ী | **স্বত্ব ২৪.০৯.২০২৫ ২৪,৮৬,৪৬০ টাকা ২,৪৮,৬৪১ টাকা এবং ১৫,০০০.০০ টাকা** | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট এ, ৪র্থতলে, পাঁচতলা ভবনে (জি-৪) আর সিসি কাঠামো, বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট নাম ননীবালা নিকেতন, পরিমাপ ঢাকা এরিয়া ৬৩৫ বর্গফুট (আনুমানিক), সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৬২ বর্গফুট (কমবেশি) এবং তদস্থিত দুই এবং চার চাকার পার্কিং স্পেস একতলায় অবস্থিত রবীন্দ্রনগর, মৌজা : কেরানীটোলা, জেলে নং ১৭১, সিএস প্লট নং ১৪৬ (অংশ), আরএস প্লট নং ২৯৩ (অংশ), এলআর প্লট নং ১১৬০, আরএস খতিয়ান নং ১৮, এলআর খতিয়ান নং ২২২০ এবং ১৮৩২, হোল্ডিং নং ৬১৯/৪৫, ওয়ার্ড নং ০৬ (পুরানো -২২), মেদিনীপুর পুরসভা অধীন, থানা : মেদিনীপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর। |
| ১ | **সঙ্গীতা মাইতি (হাজরা)** (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী সঙ্গীতা মেডিকেল স্টোর্স এবং প্রয়াত জামিনদাতা/সহ ঋণগ্রহীতা প্রয়াত শ্রী দিলীপ হাজরা এর উত্তরাধিকারী নাম সঙ্গীতা মাইতি হাজরা এবং মঙ্গল হাজরা। **অ্যাকাউন্ট নং ০৪২০৬৫১১০০০০৭৫৩৫** | **৩০.০৬.২০২৫ এবং ৭২,৫১,৬১৯.৬৪ টাকা** (বাহাত্তর লাখ একান্ন হাজার ছশো উনিশ টাকা এবং চৌষট্টি পয়সা) ১০ মে ২০২৫ অনুযায়ী | **স্বত্ব ২৪.০৯.২০২৫ ৫২,৫৫,৬৪০ টাকা ৫,২৫,৫৬৪ টাকা এবং ৩০,০০০.০০ টাকা** | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অস্থাবর সম্পত্তি , জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা মেদিনীপুর, মৌজা : কেরানীটোলা, জেএল নং ১৭১, মেদিনীপুর পুরসভা ওয়ার্ড নং ২২ অধীন, এলআর খতিয়ান নং ২৬৮, সংশোধিত এলআর খতিয়ান নং ১৩০৪,আরএস এবং এলএস প্লট নং ২৯৩/৬০৫, এরিয়া : ০.০০৮৫ একর। |
| ১ | **তনয় কুমার রক্ষিত** (ঋণগ্রহীতা ) এবং ডালি রক্ষিত (সহ-ঋণগ্রহীতা) **অ্যাকাউন্ট নং : ০৪২০৬৭৫১০০০০৩৭৫৯** | **৩১.০৩.২০১৮ এবং ১২,২৬,৯৯২.৭৫ টাকা** (বারো লাখ ছাব্বিশ হাজার নশো বিরানব্বই টাকা এবং পঁচাত্তর পয়সা) ১০ মার্চ ২০১৮ অনুযায়ী | **স্বত্ব ১৯.১১.২০২৫ ২৩,৩৮,৯১৫.০০ টাকা ২,৩৩,৮৯১.০০ টাকা এবং ১০,০০০.০০ টাকা** | দান দলিল নং ১--১০০১০১৬৮৭, তারিখ ১২.০২.২০১৬ দ্বারা বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পরগনা এবং এসআরও -মেদিনীপুর, মেদিনীপুর পুরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং পুরানো ১৬, নতুন ২০, নজরগঞ্জ মহল্লা, হোল্ডিং নং ২৮৫/৪০৮/১, মৌজা - নজরগঞ্জ মহল্লা, -মেদিনীপুর, জেএল নং ১৭৭, এলআর খতিয়ান নং ১৮২/২, দাগ নং ২৬৬ এবং ২৬৭, বর্তমান এলআর দাগ নং ৪০৫, মোট এরিয়া বাস্তু জমি ০.০৩৭০ একর এবং তদস্থিত ৮৮৫ বর্গফুট ভবন নির্মিত ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি রোড সহ।উক্ত জমির চৌহদ্দি : উত্তরে : শেখ মোমিন এর সম্পত্তি। দক্ষিণে : গোপাল মাইতি এর সম্পত্তি। পূর্বে : ক্ষুদিরাম দাস এবং লক্ষ্মী দাস এর সম্পত্তি। পশ্চিমে : গানি খান এর সম্পত্তি পাশে পুরসভা সড়ক। |

**দরপত্রে উল্লেখিত নিয়ম এবং শর্তাবলীর সারাংশ**

১. নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে https//baanknet.com/ ওয়েবসাইটে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে বিক্রয় করা হবে, যা ইউনিট ১, ৪র্থ তল, ভিআইওএস টাওয়ার, অনিক নগর, ওয়াডালা পূর্ব, মুম্বাই - ৪০০০৩৭-এ অবস্থিত।
২. বিড ডকুমেন্টটি কলকাতা জোনাল অফিস, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭ থেকে কর্মদিবসে (সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা) www.idbibank.in ওয়েবসাইট এবং https//baanknet.com/ থেকে ২৮ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত পাওয়া যাবে।
৩. সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুসারে, উপরোক্ত সম্পত্তিগুলির উপর কোনও দায়বদ্ধতা নেই।
৪. এই প্রকাশনাটি সংশোধিত সারফেসি আইন ২০০২ অনুসারে নিয়ম ৯ (১) এর অধীনে ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টর / বন্ধকদারদের কাছে বিক্রয়ের জন্য বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
৫. আরও বিশদ বিবরণ এবং সাধারণ শর্তাবলী ব্যাংকের ওয়েবসাইট [www.idbibank.in] এবং অথবা উপরে উল্লিখিত শাখা কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং সেখানে হোস্ট করা বিড ডকুমেন্টটিও দেখুন।
৬. অনুমোদিত কর্মকর্তা কারণ (গুলি) উল্লেখ না করে যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা নিলাম প্রক্রিয়া বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

**তারিখ : ১৭.১২.২০২৫ স্থান : কলকাতা** — **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**

**SBI**

**স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল**
**জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট,**
**কলকাতা - ৭০০ ০৭১ শাখার ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in**

**দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট ৪ (রুল ৮(১)**

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ধারা ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে, ০৬.০৮.২০২৫ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, যার পরে ১৭.০৯.২০২৫ তারিখে ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস (ইংরেজি) এবং একদিন (বাংলা) পত্রিকায় নোটিশগুলি কাগজে প্রকাশ করা হয়েছে। ঋণগ্রহীতা **মেসার্স জুলফা ক্যাজু প্রসেসিং প্রা. লি.** এবং এর **ডিরেক্টর এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতাগণ শ্রীমতী রোশনারা ফেরদুশ এবং শ্রীমতী হাসিনা খাতুনকে** নোটিশে উল্লিখিত টাকা পরিশোধের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। **১,৬৫,৮৭,৭২৯.৪১ (এক কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ সাতাশি হাজার সাতশ ঊনত্রিশ টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা)** এবং নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে **০৫.০৮.২০২৫** তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাররা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণ জনসাধারণকে এই নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে, সিকিউরিটিজ ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮ এর সাথে পঠিত, প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, **২০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে,** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের বিশেষ করে এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার চার্জ প্রযোজ্য হবে, যার পরিমাণ **১,৬৫,৮৭,৭২৯.৪১ (এক কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ সাতাশি হাজার সাতশ ঊনত্রিশ টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা)** এবং চুক্তিভিত্তিক হারে আরও সুদ এবং খরচ এবং অন্যান্য আইনত আদায়যোগ্য পাওনা সহ।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, উপলব্ধ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধার করার জন্য।

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ২২ ডেসিমেল (৩৩ ডেসিমেল থেকে) ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন তদস্থিত নির্মিত , সার্ভে নং জেএল নং ২৭২, তৌজি নং ২৯৩৫, বর্তমানে ৩২, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৩৯৫, এলআর খতিয়ান নং ১৬৭৭, ১৬৭৮, ১৬৭৯, ১৬৮০, জমির অংশ ২২ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা তেঁগুনিয়া, থানা কাঁথি, কাঁথি ১ নং ব্লক, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর। স্বত্ব দলিল নং ৬৯১৯/২২, সম্পত্তি রোশনারা ফরদুস এর নামে, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর কাঁথি-১ এবং লিজ দলিল নং ৭৯৬৫/২২, সম্পত্তি জুলফা ক্যাস্যু প্রসেসিং প্রা লি. এর নামে, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর কাঁথি -১। **সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) :** উত্তরে: শেখ জামাল উদ্দিনের সম্পত্তি। দক্ষিণে : পাবলিক রোড। পূর্বে : প্লট নং ১৩৯৫ সম্পত্তি। পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।

**তারিখ - ২০.১২.২০২৫**
**স্থান - কলকাতা**
**অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই এসএআরবি সাউথ বেঙ্গল**

**SBI**

**আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান**
**৪র্থ তল, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, বর্ধমান - ৭১৩১০১ (পব)**
**ফোন - ০৩৪২-২৫৬৭১৪১ ইমেল : sbi.10264@sbi.co.in**

**দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [ রুল-৮(১)]**

নিম্নস্বাক্ষরকারী, আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন এবং পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগ আইন, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪ নং আইন) এর অধীনে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং সিকিউরিটি স্বার্থ (প্রয়োগ) বিধিমালা, ২০০২ এর ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, সারফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে একটি চাহিদা নোটিশ জারি করেছেন, যাতে নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ঋণগ্রহীতারা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, তাদের নামে উল্লিখিত তারিখের বিরুদ্ধে উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে, উক্ত বিধিমালার নিয়ম ৮ এর সাথে পঠিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের বিশেষ করে এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের চার্জ প্রযোজ্য হবে, যার পরিমাণ এবং সুদের জন্য।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে।

| ক্রম নং | ঋণগ্রহীতাগণ/স্বত্বাধিকারী/ অংশীদারগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা | স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত | ১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|---|---|
| ১. | **ঋণগ্রহীতা : শ্রী অনুপম দেবনাথ** পিতা শ্রী গোবিন্দ দেবনাথ এবং **শ্রী গোবিন্দ দেবনাথ** পিতা শ্রী ভরত দেবনাথ, **উভয়ের ঠিকানা :** গ্রাম : চাঁদপুর, পো : বিদ্যানগর, চাঁদপুর স্পোর্টিং ক্লাব, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭৪১৩১৯ | **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম : শ্রী গোবিন্দ দেবনাথ পিতা শ্রী ভরত দেবনাথ,** গ্রাম : চাঁদপুর, পো : বিদ্যানগর, চাঁদপুর স্পোর্টিং ক্লাব, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭৪১৩১৯। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত একতলা ভবন পরিমাপ এরিয়া -১৭ ডেসিমেল, শ্রীরামপুর জিপি অধীন, হোল্ডিং নং ১৫৮, চাঁদপুর, মৌজা : চাঁদপুর, জেএল নং ১৩৪, এলআর খতিযান নং ৮৮৯, এলআর প্লট নং ৩১৯, সম্পত্তির শ্রেণি-বাস্তু, থানা : পূর্বস্থলী (বর্তমানে নাদনঘাট), জেলা -পূর্ব বর্ধমান। বন্ধকদত্ত -**শ্রী গোবিন্দ দেবনাথ কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত দান দলিল উল্লেখ্য নং ১-২৪৬৮-২০১১** সালের এবং **১-৩৪৪২-২০০৮ সালের** রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর পূর্বস্থলী দ্বারা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : রতন বসাক এবং বাপী অধিকারী এর সম্পত্তি। দক্ষিণে : নিতাই দেবনাথ এর সম্পত্তি। পূর্বে : সড়ক (গ্রাম পঞ্চায়েত রোড)। পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ। | ১) ১৫.০৯.২০২৫ ২) ১৯.১২.২০২৫ ৩) ১৩,৯২,৫৮৪.০০ টাকা **(তেরো লাখ বিরানব্বই হাজার পাঁচশ চুরাশি টাকা) টাকা ১৫.০৯.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ |

**দ্রষ্টব্য** - ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। কোনও কারণে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এই নোটিশ না পেয়ে থাকলে, এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে মান্য করতে হবে।

**তারিখ - ১৯.১২.২০২৫**
**স্থান - পূর্ব বর্ধমান**
**অনুমোদিত অফিসার এসবিআই, আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান**

**SBI**

**এসবিআই, এইচএলসি বেহালা (১৭৮৯৯)**
**২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবনতারা বিল্ডিং, ডি এইচ রোড**
**কলকাতা - ৭০০০৫৩ ইমেল - sbi.17899@sbi.co.in**

**২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ**

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

| ক্রম নং | ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম এবং এ/সি নং | স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত | নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ | বকেয়া পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **বিভূতি দাস এবং মিঠু দাস** সরকার পুল, গোপালপুর-১, মহেশতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৮২। **আরও ঠিকানা :** পরিমল অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ১২, ৪র্থতল,প্রেমিসেস নং ৫৯ডি, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০৬১, তৈরামপুর পোস্ট অফিসের নিকট। **শাখা : এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা। এ/সি নং ৩১০৫২০৩২৭৩৬ (এইচবিএল)** | **তপশিল সি (অংশ -১)** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৫, পৃষ্ঠা ১১৪০ থেকে ১১৭৮,দলিল নং ০১১৪০ -২০১০ সালের, জেলা সাব রেজিস্ট্রার -২ অফিস, ডিএসআর -২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **(অংশ -২) উক্ত উল্লিখিত মতে প্রথম তপশিল** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ০৬ কাঠা ১৪ ছটাক ২ বর্গফুট কমবেশি জি-৩ তলা নবনির্মিত ভবন অবস্থিত নামে পরিমল অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত মৌজা : রামনারায়ণ তালুক, পরগনা-বালিয়া, থানা : বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সংযুক্ত পুর প্রেমিসেস নং ৫৯ডি, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২৮, কলকাতা- ৭০০০৬১ এবং আরএস নং ৮০১/২ , তৌজি নং ৩৪৫, জেএল নং ৪, দাগ নং ৩৪১, খতিয়ান নং ৮৩, এবং দাগ নং ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, খতিয়ান নং ৮০, ৮১, ৮২, থানা বেহালা, সাব রেজিস্ট্রি অফিস বেহালা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** সম্পত্তির চৌহদ্দি পাঁচিল এবং পরে অরুণ কুমার দাসের জমি সম্পত্তি। **দক্ষিণে:** ১৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **পূর্বে** : ২২ ফুট কেএমসি রোড। **পশ্চিমে** : প্রেমিসেস নং ৫৯সি, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড। **দ্বিতীয় তপশিল উল্লিখিত মতে স্বত্বাধিকারী : শ্রী বিবুতি দাস এবং শ্রীমতি মিঠু দাস।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ প্রস্তাবিত ফ্ল্যাট নং ১২ চতুর্থতলে/সর্বোচ্চ তলে, উত্তর-পশ্চিম দিকে আনুমানিক ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট , ১ ডব্লুসি এবং বারান্দা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং ছাদের ব্যবহারের অধিকার এবং অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ অবস্থিত সংযুক্ত পুর প্রেমিসেস নং ৫৯ডি, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২৮, কলকাতা-৭০০০৬১, সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সারফেসি আইন অধীনে পূর্বের ইস্যু করা পত্র বাতিল হিসেবে গণ্য হবে।** | ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ১৯.১১.২০২৫ এনপিএ তারিখ ০৫.০১.২০২৫ | **এ/সি নং ৩১০৫২০৩২৭৩৬ (এইচবিএল) ১,৬৬,৮৫৫ টাকা** (এক লাখ ছেষট্টি হাজার আটশ পঞ্চান্ন টাকা) **১৫.১১.২০২৫** অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত সুদ সহ। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ। |

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

**ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন**

**তারিখ : ২৪.১২.২০২৫**
**স্থান - কলকাতা**
**অনুমোদিত অফিসার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

**SBI**

**স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল**
**জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১**
**ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in**

**ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ**

**অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - জয়ন্ত অগাস্টিন মুন্ডু, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯০৫১১০৮৭৪৫**

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **‘যেখানে যা আছে’, ‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৮.০১.২০২৬**
**নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ**

| ক্রম নং | ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম | বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত | বকেয়া পরিমাণ | ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **ক) শ্রীমতি কৃষ্ণা বৈদ্য,** স্বামী সলিল বৈদ্য। **খ) শ্রী শুভাশিস বৈদ্য,** পিতা সলিল বৈদ্য। **গ) শ্রী স্নেহাশিস বৈদ্য,** পিতা সলিল বৈদ্য। **সকলের ঠিকানা :** নরায়ণীতলা, পো গোচারণ, থানা জয়নগর, (গোচারণ গার্লস হাই স্কুলের নিকট) দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩৭২ | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ১০ ডেসিমেল তদস্থিত একতলা ভবন কমবেশি অবস্থিত মৌজা : নারায়ণীতলা, জেএল নং ০১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪০৫, আরএস খতিয়ান নং ৫৩৭, এলআর খতিয়ান নং ১৬৯৪, নারায়ণীতলা জিপি অধীন, থানা : জায়নগর, ডিএসআর-৪, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সুখেন্দু হাতি এর জমি। দক্ষিণে : বুকাই সাঁতরা এর জমি। পূর্বে : পঞ্চান্ন বৈদ্য এর জমি। পশ্চিমে : সরোজ বৈদ্য এর জমি এবং ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **দলিল নং ১৬০৪০২২৪৩-২০১৮ সালের,** নথিভুক্ত বুক নং ১, পৃষ্ঠা ৫৯৬৬৩ থেকে ৫৯৬৮৭, ভল্যুম নং ১৬০৪-২০১৮, ডিএসআর-৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সম্পত্তি **কৃষ্ণা বৈদ্য**, স্বামী সলিল বৈদ্য এর নামে। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত** | **২২,৯১,১৭০.০০ টাকা (বাইশ লাখ একানব্বই হাজার একশ সত্তর টাকা) ০৫.০৩.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ | ক) ২৯,৩৪,০০০.০০ টাকা খ) ২,৯৩,৪০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগের ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৯৬৭৪৭১১৫২০** |

**পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৯.০১.২০২৬**

**ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com**
**খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন**

**ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে**

তারিখ : ২৪.১২.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

EKDIN 24.12.2025 PAGE 4_Layout 1 23-12-2025 18:48 Page 1



## সম্পাদকীয়

# বিডিও-র আগাম জামিনে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণে অনেক প্রশ্ন

একটি বহুচর্চিত খুনের মামলায় সম্প্রতি মূল অভিযুক্তের আগাম জামিন খারিজ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। এটা খুব বড় কোনও বিষয় নয়। সম্পূর্ণ আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত একটি বিষয়। তা নিয়ে আদালত কী রায় দিচ্ছে, না দিচ্ছে এ নিয়েও প্রশ্নটা নয়। প্রশ্ন উঠছে, এক অভিযুক্তের আগাম জামিন খারিজ করে কলকাতা হাইকোর্টের যে পর্যবেক্ষণ তা নিয়েই। কারণ, ওই মামলার মূল অভিযুক্ত একজন বিডিও বা সরকারি আমলা। এর আগে তাঁর আগাম জামিন মঞ্জুর করেছিল বারাসত জেলা আদালত। বারাসত আদালতের রায় নিয়েই এবার একগুচ্ছ প্রশ্ন তুলেছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। তিনি যা বলেছেন তা নিয়ে যথেষ্ট তর্কের অবকাশ রয়েছে। জামিন খারিজ করে বিচারপতির ঘোষের পর্যবেক্ষণ, অভিযুক্ত একজন ডব্লিউবিসিএস পদমর্যাদার অফিসার বলেই তাঁকে আগাম জামিন দেওয়া হয়েছিল? এই খুনের মামলায় অভিযুক্তরা প্রায় সবাই হেফাজতে রয়েছে। কিন্তু মূল অভিযুক্ত জামিনে? তা কিভাবে সম্ভব হল? মূল অভিযুক্ত জামিনে থাকলে ন্যায়বিচারে প্রভাব পড়তে পারে বলেও আশঙ্কাপ্রকাশ করেন বিচারপতি। বিচারপতি ঘোষ তাঁর পর্যবেক্ষণে আরও বলেন, খুনের মতো ঘটনায় জামিন বা আগাম জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতকে যে বিষয়গুলির উপর নজর রাখতে হয়, এই ক্ষেত্রে তার কোনওটাই বারাসত আদালত দেখেনি। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ অস্বীকার করে জামিন দিয়েছিল বারাসত আদালত। যা কোনও ভাবেই মানা যায় না। সোজা কথা, জামিনের ক্ষেত্রে আইনি বিষয়গুলিকে বাদ রেখেই ওই রায় দেওয়া হয়েছিল বলেই মনে করেছে হাইকোর্ট। তাই কর্মরত ওই বিডিওর জামিনও নাকচ হয়ে গিয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, নিম্ন আদালতে যদি সুবিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে ফাঁক থেকে যায়, তাহলে আম জনতা যাবে কোথায়? আইনি লড়াই চালানো দিন কে দিন দুর্মুল্য হয়ে উঠছে। সেখানে নিম্ন আদালতে লড়াই চালাতেই মানুষের ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, সেখানে, কতজন তারপর আর উচ্চ আদালতে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে?

## শব্দছক ২৩

রবি দাস

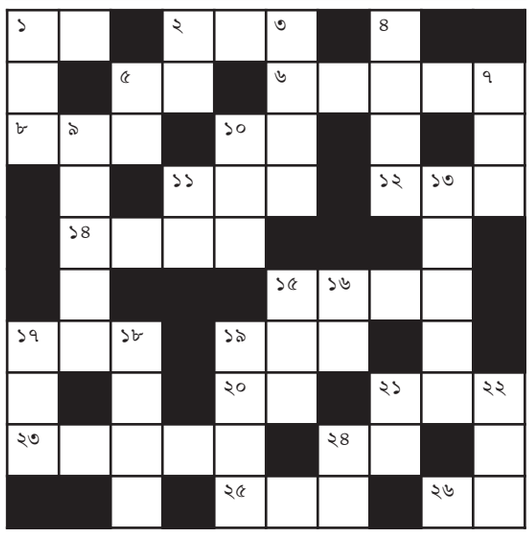

**পাশাপাশি:** ১. পূর্ব মেদিনীপুরে সাগর-বেলা ২. প্রতিহিংসা ৫. ভাইয়ের বৌ ৬.কাশ ফুলের কাল ৮. বলিষ্ঠ ১০. মনোবাসনা ১১. কর্মহীন ব্যক্তি ১২. ঢেউ ১৪. ব্যাসদেবের পিতা ১৫. লাঘব ১৭. নতুন ১৯. উন্মুক্তমনা ২০ বারোয় মিলে একবছর ২১. ব্যয় ২৩. লক্ষ্মীদেবী ২৪. মাছের নাম ২৫. থমকে থমকে চলা ২৬. নিহত

**ওপর-নিচ:** ১. দারিদ্র ২. অদ্য ৩. চাঁদ ৪. বেল-প্রজাতি ৫. বহন করার আর্থিক বিনিময় ৭. সৈন্য-সামন্ত ৯. গন্ধবণিক ১০. সার্থক ১১. পোষাক ১৩. উপবাস ১৫. আনমনা ১৬. অনাত্মীয় ১৭. নুন ১৮. শ্রীকৃষ্ণ ১৯. মহাদেব ২১. কপট ২২. আলোচিত ২৪. দুঃখ

**সমাধান ২২ — পাশাপাশি:** ১. অনাহূত ৪. বানপ্রস্থ ৬. রক্তজবা ৮. বাকল ৯. করী ১০. শূকর ১২. বার্তা ১৪. সারা ১৫. বীরত্ব ১৭. গাধা ১৮. ফেরার ২১. মানদন্ড ১২. পত্রপাঠ ২৩. বদনাম

**ওপর-নিচ :** ১. নাগরিক ৩. তরঙ্গ ৪. বাবা ৫. প্রকাশক ৭. জহুরী ৮. বাগদেবী ৯. কর্তা ১১. রবিবার ১২. বাঘ ১৩. চারা ১৪. সাধা ১৬. রণক্ষেত্র ১৭. গাজন ১৯. রাতকানা ২০. পান্ডব ২১. মাঠ

## আজকের দিন

■ **১৯৭৯** — সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান আক্রমণ করে, যার ফলে এক দশকব্যাপী সংঘাত শুরু হয়।

■ **১৯৯৯** — ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ৮১৪ পাকিস্তানি সন্ত্রাসীরা ছিনতাই করে, যার ফলে জঙ্গিদের মুক্ত করে একটি উত্তেজনাপূর্ণ সংকটের সমাধান হয়।

■ **১৯৮৬** — ভারত ভোক্তা সুরক্ষা আইনপাস করে , যার ফলে জাতীয় ভোক্তা দিবস পালিত হয়।

## জন্মদিন

নীরজ চোপড়া

**১৯২৪** *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মহম্মদ রফির জন্মদিন।*

**১৯৫৬** *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অনিল কাপুরের জন্মদিন।*

**১৯৯৭** *বিশিষ্ট জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়ার জন্মদিন।*

# ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের শেষ বাতিস্তম্ভ ‘ছায়ানট’ এবার ধ্বংসের মুখোমুখি !

**স্বপনকুমার মণ্ডল**

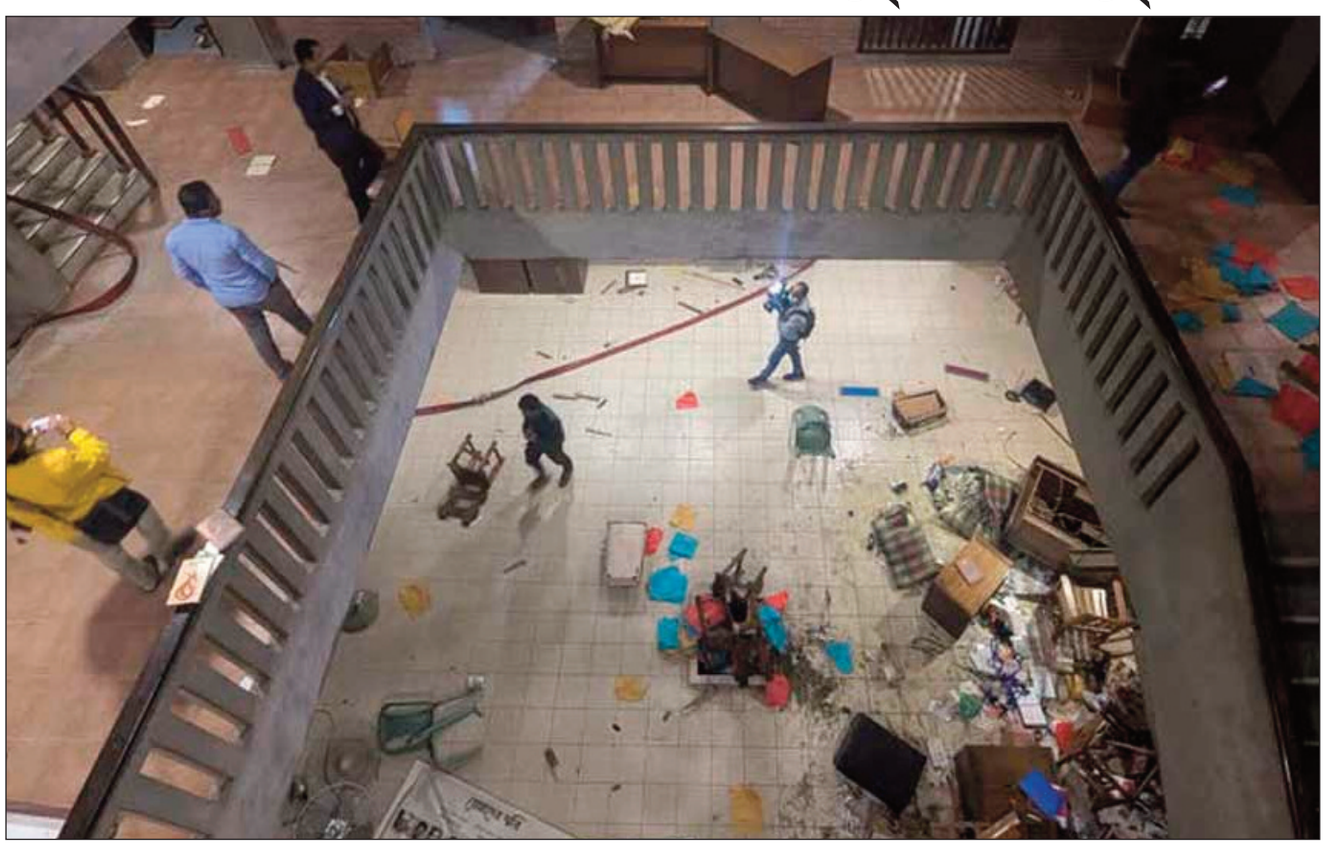

সম্প্রতি বাংলাদেশের ঘটনাপরম্পরায় একটি রাজনৈতিক হত্যাকে কেন্দ্র করে সে দেশের মৌলবাদীদের ধর্মবিদ্বেষের ধ্বংসলীলা আবার বুঝিয়ে দিল ধর্মনিরপেক্ষ দেশটির চূড়ান্ত কত ভয়ঙ্কর পরিণতি হতে পারে। ইতিমধ্যেই বাঙালির অস্তিত্বকে ধ্বংস করে বাংলাদেশী পরিচয় যেভাবে মৌলবাদী চেতনায় ধর্মীয় আধিপত্য বিস্তারের দিকে এগিয়ে চলেছে, তার মধ্যে ভারতবিরোধী মানসিকতার পাশাপাশি তার হিন্দুবিদ্বেষী মনোভাবে উগ্র মূর্তিতে সে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে অস্বীকার করার প্রবণতা জারি ছিল। এখন তার অন্তিম সমাধির আয়োজন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে । সেক্ষেত্রে সে দেশের আধিপত্য কায়েমের স্বার্থে মৌলবাদীরা ধর্মীয় বিদ্বেষের হাতিয়ার দিয়ে তার ধর্মনিরপেক্ষতাকে নিশ্চিহ্ন করে কট্টর ধর্মীয় শাসনই প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যেই আরও উগ্র মূর্তি ধারণ করেছে। সেখানে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার ধারক-বাহক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সম্প্রতি ‘ছায়ানট’-এর সাত তলা জুড়ে যেভাবে রবীন্দ্রনাথ ছবি ও বইপত্র থেকে সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্রের উপরে বীভৎস ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়,তা অস্বাভাবিক মনে হলেও অপ্রত্যাশিত নয়। সুদীর্ঘ কাল ধরেই ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের পরিচয়ে সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ‘ছায়ানট’ হয়ে ওঠে সে দেশের শেষ বাতিস্তম্ভ । আর তার আলো নেভানোর জন্য সাম্প্রতিক একটি রাজনৈতিক হত্যাকে কেন্দ্র করে উত্তাল বাংলাদেশের অস্থিরতার সুযোগে ১৮ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাতে মৌলবাদী উগ্র পন্থীদের ধ্বংসাত্মক তাণ্ডব সেই লক্ষ্য হাসিলের প্রয়াস প্রকট হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে মৌলবাদী দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ বাংলাদেশের ও দেশের বাইরের বাঙালির কাছে ‘ছায়ানট’-এর ছায়া যে আশাভরসার জায়গা ছিল,তাও অচিরেই ধ্বংসের মুখোমুখি হওয়ায় আতঙ্কিত আপামর বাঙালি ।

অভাববোধেই ব্যক্তিত্বের প্রভাব আলো হয়ে ওঠে। শূন্যতাবোধেই পূর্ণতার গৌরব সুরভিত হয়। সেদিক থেকে ২০২৪-এর ৫ আগস্টে বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানে সরকার উৎখাতের ফলে মৌলবাদী শক্তির দৌরাত্ম্যে যেভাবে সে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালিচেতনায় তীব্র আঘাত নেমে আসে,তাতে ১৯৭১-এর প্রায় নয় মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের বহু প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাই বিপন্ন হয়নি, তার দীর্ঘ দিন ধরে গড়ে তোলা মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যও ধ্বংস হতে শুরু করে । পাকিস্তানি শাসকের বিরুদ্ধে যে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সংস্কৃতি দেশের স্বাধীনতা কায়েম করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা লালন করেছিল,মৌলবাদীদের ধর্মীয় বিদ্বেষে তা বিলীন হতে শুরু করে । অথচ স্বাধীন বাংলাদেশের গোড়াপত্তন থেকে তার আন্তর্জাতিক বিস্তৃতির ক্ষেত্রেও সে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ বঙ্গসংস্কৃতির অবদান অনস্বীকার্য । বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের সাফল্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস থেকে সে দেশের বৃহত্তম ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব বাঙালির বর্ষবরণ উদযাপনে ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’ও জাতিসংঘের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি লাভ করে। সেক্ষেত্রে মৌলবাদী শক্তির উত্থানে যেভাবে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিকে কলুষিত করে তার ইসলামীকরণের প্রয়াস তীব্র গতি লাভ করেছে,তাতে বঙ্গসংস্কৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এখন অস্তগামী সূর্যের মতো ক্রমশ অদৃশ্য হতে শুরু করেছে। সেই বিপন্ন সংস্কৃতির আসন্ন কালসন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে যাঁর কথা অবিস্মরণীয় হয়ে ওঠে,তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবিসংবাদিত ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির ধারক-বাহক রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী ও সাংস্কৃতিক সংগঠক,লেখক ও অধ্যাপক সনজিদা খাতুন (১৯৩৩-২০২৫)। এ বছর সে দেশের স্বাধীনতার দিবসের আগের দিন ২৫ মার্চ তাঁর অগস্ত্যযাত্রায় অপূরণীয় শূন্যতাতেই তাঁর পূর্ণতার পরিচয় প্রকট হয়ে ওঠে । বিশেষ করে মৌলবাদী আধিপত্য বিস্তারে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার আয়োজনে মরীয়া হয়ে উঠেছে, তাতে তাঁর মতো বুকে আগলে রাখা বঙ্গসংস্কৃতির ধারক-বাহকের কথা প্রয়োজনকে ছাড়িয়েও প্রিয়জনের অভাববোধকে জাগিয়ে তোলে । কেননা সনজিদা খাতুনই ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শেষ বাতিস্তম্ভ । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ‘পথের সাথি’ করে তাঁর সেই দুর্গম অভিযানে পথচলা অবশেষে থেমে গেল। তাঁর অবর্তমানে স্বাভাবিক ভাবেই মৌলবাদীদের ধর্মান্ধ সংস্কৃতির আঁধারে আলোর সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসছে। তা যে কত নির্মম সত্য সনজিদা খাতুনের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ‘ছায়ানট’-এর আক্রমণেই আবার নতুন করে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিল। ‘ছায়ানট’-এ সনজিদা খাতুনের ছবিও ছিন্নভিন্ন করা হয়েছে । অথচ দেশের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ‘ছায়ানট’ যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশকে জাগিয়ে রেখেছিল,তাকেই আজ চির ঘুমের দেশে পাঠানোর আয়োজন চলছে, ভাবা যায়!

বাঙালির সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবিসংবাদিত ভূমিকা অনস্বীকার্য । তার আগে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির পরিচয় সেভাবে গড়ে ওঠেনি। লোকায়ত পরিসরে যাও-বা ছিল,লোকাতীত চেতনায় তাও ছিল না। হিন্দু মুসলমান পারস্পরিক প্রতিবেশী বা পড়শি হলেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মানসিক দূরত্ব থাকায় সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে ওঠার অবকাশ পায়নি। উল্টে মুসলমান শাসকের আমলে শোষিত শাসিত হওয়ার পর ব্রিটিশ আমলে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোয় বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে যে প্রগতিশীল চিন্তাচেতনায় যেমন রক্ষণশীলতা কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস জারি হয়, তেমনই সমাজ-ধর্ম সংস্কারের ধারায় অস্তিত্ব সংকটে পড়া হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসে সনাতনী সংস্কৃতিকে স্বতন্ত্র আভিজাত্য প্রদানের লক্ষ্যে বাঙালির সংস্কৃতি ব্রাত্য হয়ে পড়ে । সেক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হিন্দু সংস্কৃতিকে স্বতন্ত্র করে তোলার মধ্যে মুসলিম মানস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেতনা প্রাধান্য লাভ করে । অথচ তাঁর বাঙালি চেতনায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোনওরকম বিভেদ ছিল না। তবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আন্তরিকতার অভাব ছিল,তাও তাঁর অকপট মনোভাবে বেরিয়ে এসেছে । ‘বঙ্গদর্শন’-এ (পৌষ ১২৮০) বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিধাহীন চিত্তে জানিয়েছেন ‘বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ---একা হিন্দু দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এক্ষণে পৃথক---পরস্পরের সহিত হৃদ্যতাশূন্য।’ শুধু তাই নয়, এই বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙালির ইতিহাস থেকে বাঙালির বাহুবল প্রভৃতি বিষয়ে যেভাবে দৃষ্টি আকর্ষণে ব্রতী হয়েছিলেন,তার মধ্যেই বাঙালি সত্তার পরিচয় সর্বপ্রথম আলোড়ন সৃষ্টি করে । অন্যদিকে তাঁর হিন্দুর নিজস্ব সংস্কৃতির পরাকাষ্ঠায় বাঙালির সংস্কৃতি চেতনায় অনৈক্যবোধও তীব্রতা লাভ করে । সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত উদার মানবিক আবেদনে বাঙালির বৈষম্যপীড়িত সংস্কৃতিবোধই ঐক্যবোধে বঙ্গসংস্কৃতির আধার হয়ে ওঠে। ধর্মীয় পরিচয়ের সীমাবদ্ধ পরিসরকে মানবিক উদারতার সীমাহীন আকাশের উন্মুক্ত হাতছানিতে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বাঙালির পরিচয়কে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গবিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের সময় থেকে ঐক্যচেতনা গড়ে তোলায় সক্রিয় হয়েছিলেন,তার মধ্যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের কথাই সোচ্চার হওয়ার অবকাশ লাভ করে । বাংলার মাটি-জল-বায়ু-ফল প্রভৃতির পুণ্যচেতনা থেকে ‘সোনার বাংলা’র বাঙালির ঐক্যচেতনাকে যেভাবে তার স্বদেশের পরিচয়ে আবেগমথিত ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক একাত্মতায় আন্তরিক হয়ে উঠেছিল, সেই ধারা যেমন ক্রমশ পরিপুষ্ট হওয়ার লক্ষ্যে অগ্রসর হয়,তেমনই হিন্দু-মুসলিমের অনৈক্যের মাঝে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এসে যায়। ১৯০৬-এর ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় সারা ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় । এই মুসলিম লীগের দাবিতেই ধর্মভেদে পূর্ব বাংলায় পূর্ব পাকিস্তানের আবির্ভাব ঘটে। সেদিক থেকে হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্যবোধের আধারেই যে দুই ধর্মের মানুষের মানসিক দূরত্ব ও বাঙালি সংস্কৃতি অন্তরায় সৃষ্টির নেপথ্যে সক্রিয়, তা রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে তাঁর বক্তৃতা ও সৃষ্টিকর্মের মধ্যে নানাভাবে মূর্ত করে তুলেছেন । তাঁর বাঙালি চেতনায় হিন্দু বা ইসলাম ধর্মের পরিবর্তে মানবধর্মের উদার আকাশে বাঙালিসত্তার জাগরণ ছিল সময়ের অপেক্ষা । অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের সমকাল থেকে বর্তমান কালেও বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথায় যার নাম মুখে চলে আসে সেই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম নিজেও ছিলেন হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক । ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তাঁর মানবতার ধর্ম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপীড়িত বাংলায় বারেবারে নানাভাবে স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে । কবির ‘বিষের বাঁশী’(১৯২৪) কাব্যের ‘জাতির বজ্জাতি’ বা ‘সর্বহারা’ (১৯২৬) কাব্যের অন্তর্ভুক্ত গান ‘কাণ্ডারী হুঁশিয়ার’ থেকে গানের সংকলন ‘সুর-সাকী’(১৯৩২) ‘এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান’ সর্বত্র ধর্মীয় বৈষম্যবোধে ক্ষতবিক্ষত বাঙালি মানসে ঐক্যের বার্তা প্রত্যাশিত ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাঁর কথা বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে যাও-বা বার্তাবহ হয়ে উঠেছে,মুসলিমদের মনে তাও ঠাঁই পায়নি। উল্টে তাঁকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলার জন্যই গোঁড়া মুসলিমদের কাছে সমালোচিত হতে হয়েছে । সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রভাব লক্ষ করা যায় । বাঙালির অখণ্ড সত্তায় তাঁর অবিসংবাদী ভূমিকা ক্রমশ ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্তির হাতছানি হয়ে ওঠে,জাগিয়ে তোলে বাঙালি সংস্কৃতির ধর্মনিরপেক্ষতার অনন্ত আকাশ। এজন্য তাঁর বাঙালি চেতনায় ধর্মনিরপেক্ষ উদার আকাশের হাতছানি বাংলার শিক্ষাশোভন পরিসরে ক্রমশ আবেদনক্ষম হয়ে ওঠায় স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মে গোঁড়া মুসলিম মানসে তার বিরোধিতা করা বা অস্বীকারে সক্রিয় হয়ে ওঠাটা শুধু সময়ের অপেক্ষা ছিল।

সেক্ষেত্রে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের পর পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অধীনে যাওয়ায় বাঙালি সত্তায় ধর্মীয় বিভাজন ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলিমের অস্তিত্বে ধর্মীয় স্বতন্ত্রতায় বিপন্ন বাঙালির পরিচয় সংকট প্রাধান্য লাভ করে । সেখানে বাঙালির অস্তিত্বে যে ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতি বর্তমান,তাও গোপন থাকেনি। ১৯৪৮-এর ৩১ ডিসেম্বর ও ১৯৪৯-এর ১ জানুয়ারি ড মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদের নেতৃত্বে কার্জন হলে ‘পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত হয় । সেই সম্মেলনের মূল সভাপতি ড মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন ‘আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়,এটি একটা বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছে যে মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জোটি নেই।’ সেক্ষেত্রে প্রগতিশীল চেতনায় অবিভাজ্য বাঙালিসত্তাই অচিরেই ধর্মীয় রক্ষণশীলতায় অস্বীকারে শিকারে পরিণত হয় । ‘হিন্দু’ রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতার মূলেও ছিল তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সত্তা ও তার সংস্কৃতি। ধর্মীয় স্বতন্ত্রতায় মুসলিমদের ঐক্যচেতনাতেও প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার প্রবণতা জারি ছিল। সেখানে পাকিস্তানের অধীনে পূর্ব বাংলায় জাতীয় সংহতিতে তাঁকে বর্জন করার চেতাবনি প্রকাশ্যে চলে আসে । ১৯৫১-র আগস্টে সরকারি ‘মাহে নও’ পত্রিকায় সৈয়দ আলী আহসানের প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে স্পষ্ট ভাষায় জানানো হয়, ‘সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার এবং হয়তো-বা জাতীয় সংহতির জন্য যদি প্রয়োজন হয়, আমরা রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি। সাহিত্যের চাইতে রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রয়োজন আমাদের বেশি ।’ সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে বাঙালিসত্তার সঙ্গে ক্রমশ নিবিড়তা লাভ করেছিল তা তাঁকে অস্বীকারের মধ্যেই তাঁর অবিস্মরণীয় স্বীকৃতি লাভ করে । সেদিক থেকে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান সরকারের মদতপুষ্ট গোঁড়া মুসলিমদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় পরিচয়ে একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার প্রয়াস জারি ছিল,অন্যদিকে তেমনই মুক্তচিন্তার মুসলিম মানসে তাঁকে ধারণ করে এগিয়ে চলার সক্রিয়তাও প্রকট হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের অধীনে থেকেও বাঙালি সত্তার জাগরণে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ পাথেয় হয়ে ওঠে । মুক্তচেতনার আলোয় বা মুক্তবুদ্ধির আধারে ‘পাকিস্তানি সাহিত্য সংসদ’ -এর ছায়ায় তাঁর প্রভাব ক্রমশ বিস্তার লাভ করে । সেদিক থেকে বাহান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালিসত্তার আত্মিক সংযোগ গড়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে মৌলবাদী ধর্মীয় বিদ্বেষে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকারে পাকিস্তান সরকারের সক্রিয় উদ্যোগেই তাঁর অবিচ্ছেদ্য সংযোগ আরও স্পষ্ট বোঝা যায় । ভাষা আন্দোলনেও রবীন্দ্রনাথ গান পাথেয় হয়ে ওঠে । তাঁর প্রভাব কত তীব্র আবেদনক্ষম ছিল,তা সে দেশের রবীন্দ্রনাথের ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির ধারক-বাহক সনজিদা খাতুনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যেই ফুটে ওঠে । সনজিদা তাঁর ‘রবীন্দ্রনাথের হাতে হাত রেখে বাঙালি জাতিসত্তার সন্ধান’ নিবন্ধে (আবুল হাসনাত সম্পাদিত ‘সার্ধশতজন্মবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা’, ২০১২) অকপটে সেদিনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে লিখেছেন ‘বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি স্মারক অনুষ্ঠানগুলিতে ‘সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে’ এবং ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’ গানের বাণী সৌন্দর্য ও সুরময় আবেগ যুগপৎ বাঙালি হৃদয়কে আলোড়িত করেছে । ‘তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর, পূর্ণ কর’ গানখানি রবীন্দ্রনাথ যেন ভাষা-শহীদদের উদ্দেশে গাইবার জন্যেই লিখে গেছেন, এমন মনে হয়েছে । ব্রিটিশ আমলে কংগ্রেস নেতাদের ইংরেজি বক্তৃতা শুনে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথের গান তথা ‘কল্পনা’ কাব্যের কবিতা ‘সে আমার জননী রে’ আমরা গেয়ে উঠেছি আমাদের মাতৃভাষার অবমাননায় ব্যথিত হয়ে।’ সেক্ষেত্রে ‘রবীন্দ্রনাথের সেই বাণী আমাদের কাছে নবজন্ম লাভ করেছে’ মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে ওঠে । সনজিদা খাতুনের মনোভাবের মধ্যেই বাঙালিসত্তায় রবীন্দ্রনাথের অবিচ্ছেদ্য প্রভাব নিবিড়তা লাভ করে ।

অন্যদিকে পূর্ব বাংলার বাঙালির মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার বিস্তারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকাই সেক্ষেত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পথের আলো হয়ে ওঠে । সেই আলোর প্রদীপ্ত দীপশিখা সম্পর্কে পাকিস্তানপন্থী ধর্মান্ধ বাঙালি মুসলিম থেকে পাকিস্তানি সরকার কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন । এজন্য ভাষা আন্দোলনের তীব্রতায় বিপর্যস্ত হয়ে পাকিস্তান সরকার ১৯৫৬তে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিলেও বাঙালিসত্তাকে অস্বীকারে সক্রিয় হয়ে ওঠে । ১৯৫৭-তে পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান করা হয় । এছাড়া বাংলা ভাষার স্বীকৃতি মিললেও বাঙালির স্বীকৃতি বিপন্নতাবোধে সে দেশে সরকারবিরোধী আন্দোলনে জারি থাকে যা মুক্তিযুদ্ধের দিকে ধাবিত হয় । সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই সে দেশের বাঙালির আশ্রয় হয়ে ওঠেন । বিশেষ করে ১৯৬১-তে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে উদযাপনের মধ্য দিয়ে সে দেশের বাঙালির চেতনারও আত্মজাগরণ ঘটে,বন্ধনমুক্তির হাতছানিও মেলে। সনজিদা খাতুনের উক্ত নিবন্ধের ভাষায় ‘ রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঐতিহ্য, আমরা তাঁর ঐশ্বর্যময় সৃষ্টির উত্তরাধিকারী---অনুষ্ঠান-মালার ভিতর দিয়ে এই কথাটি জোরেশোরে জানান দেওয়া হয়েছিল । তাঁকে অবলম্বন করে আমরা বাঙালিত্বের পথে যাত্রী হবার শপথ নিয়েছিলাম, তিনি হয়েছিলেন পথের সাথী।’ সে বছরই রমনার বটবৃক্ষের ছায়ায় গড়ে ওঠে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বিস্তারে অনন্য সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘ছায়ানট’। তার প্রতিষ্ঠাতা সদস্যা হিসেবে সনজিদা খাতুনের অনন্যসাধারণ ভূমিকা পরবর্তীতে তাঁকেই তার অভিভাবকের আসনে ইতিহাসনন্দিত করে অবিস্মরণীয় করে তুলেছে । সেক্ষেত্রে জাতির সেবায় ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির ধারক-বাহক হিসেবে তাঁর সত্যনিষ্ঠ দায়বদ্ধতা ও নিজেকে উজাড় করা আত্মত্যাগ ও অধ্যবসায় এবং আজীবন সক্রিয়তা বাঙালির কাছে পরম শ্রদ্ধা ও অশেষ কৃতজ্ঞতা আদায় করে নেয় । সনজিদা খাতুনের বহুমুখী প্রতিভার মধ্যেও তাঁর বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তারের অবিসংবাদিত ভূমিকা সে দেশের মৌলবাদী শক্তির আধিপত্য বিস্তারের মধ্যে আরও বেশি করে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই আলোর গুরুত্ব জেগে ওঠে । সেখানে পরাধীন পূর্ব বাংলা থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে সনজিদা খাতুনের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শেষ বাতিস্তম্ভটি মৌলবাদীদের ধর্মীয় বিদ্বেষের তীব্র প্রভাবে ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে তাঁর প্রয়াণে আরও ভয়ার্ত অমানিশা জেগে ওঠে,আবার তার মধ্যেই তাঁর গড়ে তোলা ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির আলোর অভাববোধ আরও প্রকট মনে হয়। অন্যদিকে সেই বাতিস্তম্ভই আজ মৌলবাদীদের আক্রমণে অস্তিত্ব সংকটে বিপন্ন হয়ে ওঠায় ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের চেতনাই আজ বিলুপ্ত হওয়ার মুখে, তা ভাবতেই কালসন্ধ্যা নেমে আসে ।

*লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়*

## চটবাসর

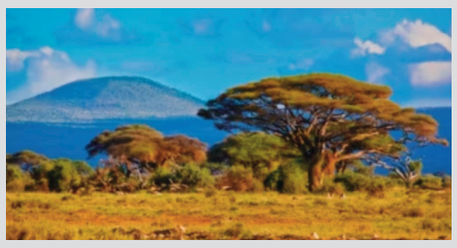

**১৯৯৪ সালে আর্চবিশপ ডেসমণ্ড টুটু দক্ষিণ আফ্রিকার নাম দিয়েছিলেন ‘রেনবো ন্যাশন’। বর্ণবৈষম্য যুগের অবসানের পর সে বছর প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন হয় ওদেশে। ১১টি সরকারি ভাষা।**

*— কলমবীর*

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন এলএইচবি রেকে রূপান্তর বালুরঘাট-কলকাতা তেভাগা এক্সপ্রেস



**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** বালুরঘাট-কলকাতা তেভাগা এক্সপ্রেসে জুড়ল অত্যাধুনিক এলএইচবি কোচ। এরফলে রেল যাত্রীরা আরও উন্নত ও আরামদায়ক পরিষেবা পাবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। মঙ্গলবার সকালে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন কোচ লাগানো এই ট্রেনের উদ্বোধন করেন উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও শিক্ষা দপ্তরের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদার। উল্লেখ্য,বালুরঘাট-কলকাতা-তেভাগা এক্সপ্রেস ট্রেনটিকে পুরানো ধাঁচের আইসিএফ রেক থেকে আধুনিক এলএইচবি রেকে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছিল রেল দপ্তর। এই বিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আগেই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। আগে এই ট্রেনটি মোট ২৪টি আইসিএফ কোচ নিয়ে চলাচল করত। রেকপরিবর্তনের পর ট্রেনটিতে যুক্ত হয়েছে মোট ২২টি এলএইচবি কোচ। নতুন এলএইচবি কোচগুলি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি নিরাপদ, হালকা ও আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন। ফলে যাত্রীদের যাত্রার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দবোধ বজায় থাকবে বলে মনে করছেন রেল কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার সকালে নতুন কোচ লাগানো এই ট্রেনের উদ্বোধন করেন ডঃ সুকান্ত মজুমদার। পাশাপাশি এদিনের এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন কাটিহার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার কিরেন্দ্র নাড়া, বালুরঘাটের বিধায়ক ডঃ অশোক কুমার লাহিড়ী, গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায় সহ আরো অনেকে। এ প্রসঙ্গে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'বালুরঘাট থেকে যে তেভাগা এক্সপ্রেস চলত, তা পুরানো আইসিএফ কোচের মাধ্যমে চলত। আজ থেকে আমরা এলএইচবি কোচ পেলাম। এই কোচ একাধারে নতুন এবং প্রযুক্তির দিক থেকে অনেক বেশি উন্নত এবং হালকা। এর ফলে ট্রেনটি আরও দ্রুতগামী হবে। এই কোচের সাথে সাথে তেমনি স্লিপার, এসি এবং নন এসি চেয়ারকার থাকছে। এরফলে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত উপকৃত হবেন।' এবিষয়ে কাটিহার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার কিরেন্দ্র নাড়া বলেন, 'বালুরঘাট-কলকাতা তেভাগা এক্সপ্রেসে জুড়ল অত্যাধুনিক এলএইচবি কোচ। বালুরঘাট স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার চেষ্টা চলছে।' এবিষয়ে একলাখী-বালুরঘাট রেল উন্নয়ন কমিটির অন্যতম সদস্য অসীম তপস্বী জানান, 'অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আমাদের জেলার জন্য এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তবে আমরা এ ট্রেনটি ছ'দিনের পরিবর্তে সাত দিন চলার দাবি জানাই।'

# জেলা শাসকের অফিসে মেজাজ হারালেন সাংসদ খগেন মুর্মু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** একাধিক অভিযোগ নিয়ে জেলা শাসকের অফিসে এসে মেজাজ হারালেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। তার অভিযোগ, বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ফোন করা হলে মোবাইল ধরেন না জেলাশাসক। এমনকি মেসেজের কোনও উত্তরও দেন না তিনি। একাধিকে সাংসদ তহবিলের টাকা যেমন পড়ে আছে, সেটা মঞ্জুর করানো হচ্ছে না। উল্লেখ্য, গত ২৯ নভেম্বর মালদার জেলাশাসক হিসাবে দায়িত্ব নেন প্রীতি গোয়েল। এরপর থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সরকারি কর্মসূচি ও একাধিক কাজে পরিদর্শন ও তদারকি করতে দেখা গিয়েছে মালদার নতুন ওই মহিলা জেলাশাসককে। কিন্তু বিজেপির পক্ষ থেকে ওই জেলাশাসকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলা হয়েছে। এদিন জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করে নানান অভিযোগের বিষয় জানিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, 'উনি প্রায় একমাস হল মালদায় এসেছেন। সাংসদ তহবিলের টাকা পড়ে আছে, সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে কোনরকম মঞ্জুর করা হচ্ছে না। এসআইআর-এর ইস্যু নিয়ে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি কিছু জায়গায় বিডিওরা অভুতভাবে শংসাপত্র জারি করে অবৈধ ভোটারদের তালিকায় নাম রাখার চেষ্টা করছে। এসব অভিযোগের কথা বলব কাকে? এজন্যই দীর্ঘদিন ধরেই জেলাশাসককে ফোন করেছি, মেসেজ দিয়েছি। কিন্তু ওনার কোনও উত্তর পাইনি। তাই বাধ্য হয়ে এদিন আগাম না জানিয়ে ডিএম-এর সঙ্গে দেখা করেছি এবং সমস্ত অভিযোগের কথা জানিয়েছি।' এদিকে এই ঘটনায় বিজেপি সাংসদকে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। তিনি বলেন, 'উনি এরকম সাংসদ, এরকমভাবে উল্টোপাল্টা অভিযোগ করা কখনওই মানায় না। আসলে এসআইআর-এর নামে মানুষকে বিভ্রান্তি করা এবং প্রশাসনিক কাজের অসুবিধা তৈরি করার চেষ্টা চালাচ্ছে ওরা।' মালদার জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল বলেন, 'সাংসদ যে অভিযোগ করেছেন সেটা সঠিক নয়। হয়তো কোনও কারণবশত উনি আমাকে ফোনে পাননি। তবে এদিন আগাম জানিয়ে আসলে অবশ্যই ওনার সমস্ত কথা মন দিয়ে শুনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতাম। কিন্তু সেটা উনি করেন নি।'

# ড্রেনের জল রাস্তায়, বিজেপির বিক্ষোভ অন্ডালে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল:** অন্ডাল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ দীর্ঘনালা গ্রামে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় তৈরি করা হয় নিকাশী নালা। কিন্তু ওই নিকাশি নালার জল এখন উঠছে রাস্তার উপর। আর এই নিয়েই অন্ডাল বিজেপির পক্ষ থেকে মঙ্গলবার দেখানো হয় বিক্ষোভ। পরিকল্পনা না করেই এই নিকাশী নালা তৈরি করা হয় যার ফলে ভোগান্তি সাধারণ মানুষের। এই বিষয়ে অন্ডাল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জানান নিকাশী নালাটি তৈরি করে পিডব্লিউডি। তিনি সরাসরি অভিযোগ করেন এই নিকাশী নালা তৈরি হওয়ার আগে বা পরে পঞ্চায়েতকে কিছুই জানানো হয়নি। পরে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এই সমস্যার কথা অন্ডাল বিডিও-কে জানানো হয়। সংবাদমাধ্যমের একাংশের কাছে বিডিও জানান, 'পি ডব্লিউ ডি আধিকারিকদের ডাকা হয়েছে। ইন্সপেকশন করার পরেই কী কারণে এই সমস্যা তা জানা যাবে।' তবে শীঘ্রই সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন তিনি।

SBI
[illegible]
উত্তর কুমড়োখালি, ইএম বাইপাস, কলকাতা - ৭০০১০৩, পশ্চিমবঙ্গ

**সংশোধনী**

আমাদের এই সংবাদপত্রের ১৮.১২.২০২৫ সংস্করণে প্রকাশিত দাবি নোটিশ - ক্রম নং : ঋণগ্রহীতার নাম পড়তে হবে **"শ্রীমতি রুনু ঘোষ (ঘোষ)** --শ্রীমতি রানু ঘোষ (ঘোষ) এর পরিবর্তে। পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

**সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

মারে ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (পরবর্তীতে কোম্পানি হিসেবে উল্লিখিত) রেজিস্টার্ড অফিস ৯ লাল বাজার স্ট্রিট, ২য় তল, ব্লক বি, কলকাতা -৭০০০০১, CIN: U65993WB1997PTC083011।

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানি তার মূল এনবিএফসি সার্টিফিকেট হারিয়ে ফেলেছে, যা সার্টিফিকেট নং ০৫.০২৯৯৫ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় জেনারেল ডায়েরি দাখিল করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি উক্ত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে অবিলম্বে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে উল্লিখিত ঠিকানায় ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সাধারণকে সতর্কিত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কোনওভাবেই লেনদেন বা অপব্যবহার না করতে, মারে ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড সংশ্লিষ্ট লেনদেনের ফলে কোনও ক্ষতি, ক্ষতিগ্রস্ত, বা দায় গ্রহণ করবে না অসাধু ব্যক্তির দ্বারা অপব্যবহারের কারণে। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত।

**মারে ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ -এর পক্ষে**
তারিখ : ২৪-১২-২০২৫ **স্বা/-**
স্থান : কলকাতা **যোগেশ গুপ্তা**

**সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

টরিড ফিনট্রা প্রাইভেট লিমিটেড (পরবর্তীতে ''কোম্পানি'' হিসেবে উল্লিখিত) রেজিস্টার্ড অফিস ৯ লাল বাজার স্ট্রিট, ২য় তল, ব্লক বি, কলকাতা -৭০০০০১, CIN: U65993WB1997PTC083015।

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানি তার মূল এনবিএফসি সার্টিফিকেট হারিয়ে ফেলেছে, যা সার্টিফিকেট নং ০৫.০২৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় জেনারেল ডায়েরি দাখিল করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি উক্ত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে অবিলম্বে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে উল্লিখিত ঠিকানায় ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সাধারণকে সতর্কিত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কোনওভাবেই লেনদেন বা অপব্যবহার না করতে, টরিড ফিনট্রা প্রাইভেট লিমিটেড সংশ্লিষ্ট লেনদেনের ফলে কোনও ক্ষতি, ক্ষতিগ্রস্ত, বা দায় গ্রহণ করবে না অসাধু ব্যক্তির দ্বারা অপব্যবহারের কারণে। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত।

**টরিড ফিনট্রা প্রাঃ লিঃ -এর পক্ষে**
তারিখ : ২৪-১২-২০২৫ **স্বা/-**
স্থান : কলকাতা **রঞ্জিত কুমার সরকার**

**সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

ট্রাইকম ইনভেস্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড (পরবর্তীতে ''কোম্পানি'' হিসেবে উল্লিখিত) রেজিস্টার্ড অফিস ৯ লাল বাজার স্ট্রিট, ২য় তল, ব্লক বি, কলকাতা -৭০০০০১, CIN: U65929WB1997PTC083017।

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানি তার মূল এনবিএফসি সার্টিফিকেট হারিয়ে ফেলেছে, যা সার্টিফিকেট নং ০৫.০২৯৯৯ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় জেনারেল ডায়েরি দাখিল করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি উক্ত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে অবিলম্বে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে উল্লিখিত ঠিকানায় ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সাধারণকে সতর্কিত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কোনওভাবেই লেনদেন বা অপব্যবহার না করতে, ট্রাইকম ইনভেস্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড সংশ্লিষ্ট লেনদেনের ফলে কোনও ক্ষতি, ক্ষতিগ্রস্ত, বা দায় গ্রহণ করবে না অসাধু ব্যক্তির দ্বারা অপব্যবহারের কারণে। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত।

**ট্রাইকম ইনভেস্টমেন্টস প্রাঃ লিঃ -এর পক্ষে**
তারিখ : ২৪-১২-২০২৫ **স্বা/-**
স্থান : কলকাতা **অবিনাশ কুমার ঝা**

# মিড ডে মিলের চাল চুরির অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে



**নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া:** বিদ্যালয় চত্বরে নেশা দ্রব্য সেবন থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীদের পচা মাংস খাওয়ানোর অভিযোগ একাধিকবার সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে জামুড়িয়া বেলডাঙা আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম। আর সেই অভিযোগের আঙুল বারবার চিহ্নিত করেছে প্রধান শিক্ষককে। অভিভাবকদের রোষের মুখে এবং প্রশাসনিক চাপে নিজের ভুল স্বীকার করেছেন প্রধান শিক্ষক। তবুও অভিভাবক মহলে বিশ্বাস জোগাতে পারেননি প্রধান শিক্ষক রামপ্রসাদ মুর্মু। এর আগেও ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা আস্তে আস্তে ভুলতে বসেছিল স্থানীয় বাসিন্দা এমনকি পড়ুয়াদের অভিভাবকরা, স্বাভাবিকভাবেই চলছিল বিদ্যালয়ের কার্যকলাপ। কিন্তু মঙ্গলবার সকালের ঘটনায় আরও একবার শিরোনামে উঠে এল বেলডাঙা আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম। এবার আর নেশাদ্রব্য সেবন করে প্রধান শিক্ষকের মাতলামি, এমনকি পচা মাংস রান্না করে খাওয়ানোর অভিযোগ নয়, এবারে অভিযোগ বিদ্যালয়ের ক্ষুদে পড়ুয়াদের জন্য বরাদ্দ করা মিড ডে মিলের চাল চুরি করছিলেন প্রধান শিক্ষক। আর সেই চুরির বিষয়টি মঙ্গলবার হাতেনাতে ধরে ফেলে স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে যখন প্রধান শিক্ষককে স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি নিয়ে জানতে চান তখন নাকি প্রধান শিক্ষক জানান, 'স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ধনঞ্জয় গোপকে বিষয়টি আমি জানিয়েছি।' তবে এ বিষয়ে ধনঞ্জয় গোপ বলেন, 'আমাকে কোনও কিছুই জানানো হয়নি। প্রধান শিক্ষক পুরোটাই মিথ্যে কথা বলছেন। তারপরই শুরু হয় আরও একবার প্রধান শিক্ষকের চাল চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো অগ্নিগর্ভে পরিণত হল বিদ্যালয় চত্বর। তবে স্থানীয় এবং অভিভাবকদের বিক্ষোভের হাত থেকে রক্ষা পেতে আগে ভাগেই বিদ্যালয় থেকে চম্পট দিয়েছে প্রধান শিক্ষক।' তবে স্থানীয় অভিযোগের অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে ফোন মারফত যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, 'আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠছে যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রধান শিক্ষকের কথায় বিদ্যালয়ের বেশ কয়েক বস্তা চাল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেই কারণেই আমি বিদ্যালয়ের সীমানার বাইরে সেগুলি ফেলে দিয়েছি, বর্তমানে স্থানীয়রা আমাকে চাল চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করছেন, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।' অন্যদিকে, আবার ঘটনা প্রসঙ্গে বেলডাঙা আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বিষ্ণুদাস মণ্ডল জানান, 'বিষয়টি আমরা চুরির মতন করে দেখছি, কেননা বিদ্যালয়ে চাল বিক্রি করার কোন নিয়ম নেই। তিনি জানান আজ আমাদের ব্লক স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চলছিল, যেখানে আমরা পড়ুয়াদের নিয়ে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু হঠাৎই স্থানীয়ের কাছ থেকে খবর পাই যে আমাদের বিদ্যালয় থেকে চাল চুরি হয়েছে, তড়িঘড়ি বিদ্যালয়ে এসে দেখি যে বিদ্যালয়ের সীমানার বাইরে বেশ কয়েক বস্তা চাল পড়ে রয়েছে। চাল নষ্ট হয়ে গেলে সেটি আমাদেরকে উচ্চ দপ্তরে জানাতে হয়। সেটা না করে সেই চাল বিক্রি করছিলেন প্রধান শিক্ষক এমনটাই আমি জানতে পারি স্থানীয়দের কাছ থেকে। আমরা এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই।' তবে এদিনের উত্তেজনাময় ঘটনার খবর জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে জামুড়িয়া থানার কেন্দাফাঁড়ির পুলিশ এবং জামুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ জগন্নাথ গোপ পৌঁছে অভিভাবক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে সঠিক তদন্তের আশ্বাস দেন।

[illegible]

**Bata**

**বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড**
CIN: L19201WB1931PLC007261
রেজিস্টার্ড অফিস: ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ২য় তল,
কলকাতা-৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ
টেলিফোন: +৯১ ৩৩ ২২৮৯ ৫৭৯৬। ফ্যাক্স: + ৯১ ৩৩ ২২৮৯ ৫৭৪৮
ই-মেল: share.dept@bata.com । ওয়েবসাইট: www.bata.in

**ফিজিকাল শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনরায় তালিকাভুক্ত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা**

সকল শেয়ারহোল্ডারদের অবগত করা হচ্ছে যে, ২ জুলাই, ২০২৫ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 অনুসারে, কোম্পানি ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে জমা দেওয়া কিন্তু ডকুমেন্টেশন, প্রক্রিয়া বা অন্য কোনও কারণে প্রত্যাখ্যাত বা ফেরত দেওয়া ভৌত শেয়ারের ট্রান্সফার ডিড পুনরায় নথিভুক্তির জন্য এককালীন বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিশেষ ব্যবস্থা **৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারী, ২০২৬** পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য খোলা থাকবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই ব্যবস্থা চলাকালীন, সমস্ত পুনঃ নথিভুক্ত শেয়ারসমূহ শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) আকারে ইস্যু করা হবে। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের স্থানান্তরের অনুরোধ কোম্পানি বা এর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) সি ১০১, ২৪৭ পার্ক, এলবিএস মার্গ, ভিখরোলি (পশ্চিম), মুম্বই, মহারাষ্ট্র - ৪০০০৮৩ এর কাছে জমা দিতে পারেন।
পুনরায় তালিকাভুক্তির করার জন্য প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :

**বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড**'এর পক্ষে
স্বা/
**নীতিন বাগারিয়া**
স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

**SBI**
**এসবিআই এইচএলসি বহরমপুর (৬৪২০৯)**
পঞ্চাননতলা (২য় তল), ৩৪, ন্যাশনাল হাইওয়ে, বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, ৭৪২১০১, ই-মেল - sbi.64209@sbi.co.in
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
**দখল বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
**স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে দাবি নোটিশ **১০.১০.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী সফিক শেক, পিতা শ্রী রুস্তম শেখ, গ্রাম রামপুর মাঠপাড়া, পো - রাজপুত তেঘরি, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২১৩ এ/সি নং ৩৩৮৭৯৫৯৩৭৬৬ (এইচবিএল) ৩৭০৫০১৫০৪৬৪ (টপ আপ) ৩৯১৯৬৪২৪১৬৫ (টপ আপ)** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৫,০০,৫৭২.৯১ টাকা** (পনের লাখ পাঁচশ বাহাত্তর টাকা এবং একানব্বই পয়সা) **১০.১০.২০২৫ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ১৫,০০,৫৭২.৯১ টাকা** (পনের লাখ পাঁচশ বাহাত্তর টাকা এবং একানব্বই পয়সা) **১০.১০.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ **১১.১০.২০২৫ থেকে বকেয়া।**
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রী সফিক শেখ,** জেলা : মুর্শিদাবাদ, থানা রঘুনাথগঞ্জ,মৌজা রামপুর, জেএল নং ৮৯, এসআরও জঙ্গিপুর, খতিয়ান নং এলআর ২০৭৮, প্লট নং ৩৬২/৭৯৯, শ্রেণি-ভিটা, এরিয়া - ০.০৫ একর। **চৌহদ্দি : উত্তরে:** এটিটি অ্যাকাডেমি বি.এড কলেজের সম্পত্তি। **দক্ষিণে :** অনিরুল ইসলামের ভবন। **পূর্বে :** রুস্তম শেখ এর খালি জমি। **পশ্চিমে :** সড়ক। **(দলিল নং ৭৪৩৭, ৪৫৩৩-২০১২ সালের)।**

**তারিখ - ২৩.১২.২০২৫** অনুমোদিত অফিসার,
**স্থান - বহরমপুর** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

**সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

মানিন্য কমফিন প্রাইভেট লিমিটেড (পরবর্তীতে ''কোম্পানি'' হিসেবে উল্লিখিত) রেজিস্টার্ড অফিস ৯ লাল বাজার স্ট্রিট, ২য় তল, ব্লক বি, কলকাতা -৭০০০০১, CIN: U65993WB1997PTC083016।

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানি তার মূল এনবিএফসি সার্টিফিকেট হারিয়ে ফেলেছে, যা সার্টিফিকেট নং ০৫.০২৯৯২ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় জেনারেল ডায়েরি দাখিল করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি উক্ত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে অবিলম্বে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে উল্লিখিত ঠিকানায় ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সাধারণকে সতর্কিত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কোনওভাবেই লেনদেন বা অপব্যবহার না করতে, মানিন্য কমফিন প্রাইভেট লিমিটেড সংশ্লিষ্ট লেনদেনের ফলে কোনও ক্ষতি, ক্ষতিগ্রস্ত, বা দায় গ্রহণ করবে না অসাধু ব্যক্তির দ্বারা অপব্যবহারের কারণে। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত।

**মানিন্য কমফিন প্রাঃ লিঃ -এর পক্ষে**
তারিখ : ২৪-১২-২০২৫ **স্বা/-**
স্থান : কলকাতা **তপেশ্বর দাস**

**সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

মেরিট ফিনট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড (পরবর্তীতে ''কোম্পানি'' হিসেবে উল্লিখিত) রেজিস্টার্ড অফিস ৯ লাল বাজার স্ট্রিট, ২য় তল, ব্লক বি, কলকাতা -৭০০০০১, CIN: U65993WB1997PTC083013।

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানি তার মূল এনবিএফসি সার্টিফিকেট হারিয়ে ফেলেছে, যা সার্টিফিকেট নং ০৫.০২৯৯৪ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় জেনারেল ডায়েরি দাখিল করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি উক্ত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে অবিলম্বে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে উল্লিখিত ঠিকানায় ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সাধারণকে সতর্কিত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কোনওভাবেই লেনদেন বা অপব্যবহার না করতে, মেরিট ফিনট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড সংশ্লিষ্ট লেনদেনের ফলে কোনও ক্ষতি, ক্ষতিগ্রস্ত, বা দায় গ্রহণ করবে না অসাধু ব্যক্তির দ্বারা অপব্যবহারের কারণে। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত।

**মেরিট ফিনট্রেড প্রাঃ লিঃ -এর পক্ষে**
তারিখ : ২৪-১২-২০২৫ **স্বা/-**
স্থান : কলকাতা **করুণাকর প্রসাদ পান্ডে**

**সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

রোসেট ফিসকাল প্রাইভেট লিমিটেড (পরবর্তীতে ''কোম্পানি'' হিসেবে উল্লিখিত) রেজিস্টার্ড অফিস ৯ লাল বাজার স্ট্রিট, ২য় তল, ব্লক বি, কলকাতা -৭০০০০১, CIN: U85195WB1997PTC083025।

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানি তার মূল এনবিএফসি সার্টিফিকেট হারিয়ে ফেলেছে, যা সার্টিফিকেট নং ০৫.০৩১৭০ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় জেনারেল ডায়েরি দাখিল করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি উক্ত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে অবিলম্বে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে উল্লিখিত ঠিকানায় ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সাধারণকে সতর্কিত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কোনওভাবেই লেনদেন বা অপব্যবহার না করতে, রোসেট ফিসকাল প্রাইভেট লিমিটেড সংশ্লিষ্ট লেনদেনের ফলে কোনও ক্ষতি, ক্ষতিগ্রস্ত, বা দায় গ্রহণ করবে না অসাধু ব্যক্তির দ্বারা অপব্যবহারের কারণে। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত।

**রোসেট ফিসকাল প্রাঃ লিঃ -এর পক্ষে**
তারিখ : ২৪-১২-২০২৫ **স্বা/-**
স্থান : কলকাতা **দীপক মিশ্র**

# ২ কোটি ব্যায়ে সীমানা প্রাচীরের কাজ শুরু



**নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর:** মঙ্গলবার ইসিএলের অর্থানুকূল্যে, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের নবনির্মিত বিলপাহাড়ি গ্রামের সীমানা প্রাচীরের কাজের শুভারম্ভ করলেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এই কাজের জন্য খরচ হবে প্রায় ২কোটি ২৬ লক্ষ টাকা । এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ইসিএল-এর জেনারেল ম্যানেজার অমিতাভ ভট্টাচার্য, হরিপুর পঞ্চায়েতে প্রধান আশা মন্ডল-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বিলপাহাড়ি গ্রামের পুনর্বাসনের ফলে সীমানা প্রাচীরের প্রয়োজন ছিল সেই মোতাবেক, এই সীমানার প্রাচীরটি কাজ শুরু করা হলো। বিধায়ক বলেন, 'নতুন বিলপাহাড়িতে এই সীমানার প্রাচীরটি প্রয়োজন ছিল। ইসিএল-কে ধন্যবাদ জানাই অতি দ্রুত এই কাজটি মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য।'

# বাংলাদেশের যুবক হত্যার প্রতিবাদ রাজারহাটে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা:** বাংলাদেশের সংখ্যালঘু যুবককে নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিতে গর্জে উঠলেন এ বাংলার সংখ্যালঘুরা। আত্মার শান্তির জন্য তাঁরা সোমবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার রাজারহাটে হাতে মোমবাতি এবং প্লাকার্ড নিয়ে প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হলেন এ রাজ্যের সংখ্যালঘুরা। পাশাপাশি মঙ্গলবার আইনজীবীরাও প্রতিবাদে নামেন। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দিপু দাসকে নৃশংসভাবে হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মাইনরিটি রিলিফ সোসাইটির উদ্যোগে রাজারহাট নিউটাউনে মোমবাতি মিছিল অনুষ্ঠিত হল। এদিনের এই মোমবাতি মিছিলে হাজার হাজার মানুষ পা মেলান। মোমবাতি মিছিলের নেতৃত্ব দেন মাইনরিটি রিলিফ সোস্যাইটির চেয়ারম্যান ডঃ কবির আহমেদ ও সভাপতি হাজি সাহাজান আলি ওরফে লাল্টু হাজি। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ ইমাম মোয়াজ্জিন সমিতির রাজ্য সম্পাদক তথা মাইনরিটি রিলিফ সোসাইটির সম্পাদক হাফেজ আজিজ উদ্দিন, ইমাম উলামা পরিষদের সভাপতি মাওলানা শোহরাব উদ্দিন-সহ অন্যান্যরা। হাফেজ আজিজ উদ্দিন, হাজী লাল্টু ও ডাঃ কবির আহমেদ-রা বলেন, পৃথিবীর সমস্ত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মানুষের মানবিক দায়িত্ব সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও অধিকার সুনিশ্চিত করা। মাইনরিটি রিলিফ সোসাইটির পক্ষ থেকে বিদেশমন্ত্রীর কাছে দাবি, 'বিদেশ মন্ত্রী যেন অবিলম্বে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে দিপু দাসের হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিষয়ে চরম বার্তা দেন। এর পাশাপাশি মঙ্গলবার দিপু দাসের হত্যার প্রতিবাদে বারাসাতে সরব হলেন আইনজীবীরা।' মঙ্গলবার বারাসাত জেলা আদালত চত্বরে মিছিল করে বাংলাদেশের বর্তমান উপদেষ্টা ডঃ ইউনূসের কুশ পুস্পত্তলিকা দাহ করে আইনজীবীরা। মিছিলে যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না-ঘটে সেজন্য মোতায়েন ছিলেন বারাসাত থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

# উঃ দিনাজপুরে নয়া জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক)

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) হিসেবে কর্মস্থলে যোগ দিলেন সুজয় কৃষ্ণ মহন্ত। সদ্য প্রাক্তন হওয়া জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দেবাশিস সমাদ্দারের জায়গায় স্থলাভিষেক হল তাঁর। উল্লেখ্য, সদ্য যোগদান করা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সুজয় কৃষ্ণ মহন্ত-এর আগে উত্তর দিনাজপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। অন্যদিকে, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দেবাশিস সমাদ্দার বদলি হয়ে গিয়েছেন উত্তর দিনাজপুর জেলায়। এ বিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক(মাধ্যমিক) সুজয় কৃষ্ণ মহন্ত জানান, 'ছাত্রছাত্রীরা যাতে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে পারে সেই বিষয়ে উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হবে। পাশাপাশি যে সমস্ত সরকারি প্রকল্পগুলো রয়েছে, সেগুলো যাতে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় সেই বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফে যেমন নির্দেশিকা আসবে, সেই মোতাবেক কাজ করা হবে এবং পরিদর্শনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হবে।' দক্ষিণ দিনাজপুর সারা বাংলা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির পক্ষ থেকে এক সৌজন্য সাক্ষাতের মাধ্যমে নতুন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে জেলায় সাদর অভ্যর্থনা জানান হয়। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরে এদিনের এই সংবর্ধনা প্রধান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক তন্ময় বিশ্বাস, সারা বাংলা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির সম্পাদক পারিজাত সাহা, সভাপতি মানস তোকদার, যুগ্ম সম্পাদক অর্ণব চৌধুরী-সহ আরও অনেকে।

# বেতন বৃদ্ধির দাবিতে পুর স্বাস্থ্য কর্মীদের বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর:** বেতন বৃদ্ধির দাবিতে কর্মবিরতি পুর স্বাস্থ্য কর্মীদের, দুর্গাপুর নগর নিগমের সামনে বিক্ষোভ। বেতন বৃদ্ধি-সহ একাধিক দাবিতে কর্মবিরতিতে সামিল হলেন দুর্গাপুরের পুর স্বাস্থ্যকর্মীরা। সোমবার দুপুর ১২ টা থেকেই কাজ বন্ধ রেখে দুর্গাপুর নগর নিগমের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন রাজ্য পুর স্বাস্থ্যকর্মী কন্ট্রাকচুয়াল ইউনিয়নের সদস্যরা। এর জেরে পুর স্বাস্থ্য পরিষেবায় প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। জানা যায়, দুর্গাপুর নগর নিগম এলাকায় মোট প্রায় ১৫০ জন পুর স্বাস্থ্যকর্মী কর্মরত রয়েছেন। এদিন সকাল থেকে সকলেই কর্মবিরতিতে অংশ নেন। তাঁদের মূল দাবি, দীর্ঘদিন ধরে বেতন বৃদ্ধি না হওয়া এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা। বিক্ষোভ স্থলে উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী কন্ট্রাকচুয়াল ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক কেকা পাল। তিনি বলেন, 'আমাদের দাবি অবিলম্বে পূরণ করতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে আমরা বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছি, কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। দাবি না মানা হলে আমরা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করব না। সারা রাজ্যের পাশাপাশি দুর্গাপুরেও এই আন্দোলন চলবে।'

**AXIS BANK**
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
[illegible]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[illegible]

**সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

জনি ফিনকম প্রাইভেট লিমিটেড (পরবর্তীতে ''কোম্পানি'' হিসেবে উল্লিখিত) রেজিস্টার্ড অফিস ৯ লাল বাজার স্ট্রিট, ২য় তল, ব্লক বি, কলকাতা -৭০০০০১, CIN: U65992WB1997PTC083014।

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানি তার মূল এনবিএফসি সার্টিফিকেট হারিয়ে ফেলেছে, যা সার্টিফিকেট নং ০৫.০২৯৯৬ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় জেনারেল ডায়েরি দাখিল করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি উক্ত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে অবিলম্বে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে উল্লিখিত ঠিকানায় ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সাধারণকে সতর্কিত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কোনওভাবেই লেনদেন বা অপব্যবহার না করতে, জনি ফিনকম প্রাইভেট লিমিটেড সংশ্লিষ্ট লেনদেনের ফলে কোনও ক্ষতি, ক্ষতিগ্রস্ত, বা দায় গ্রহণ করবে না অসাধু ব্যক্তির দ্বারা অপব্যবহারের কারণে। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত।

**জনি ফিনকম প্রাঃ লিঃ -এর পক্ষে**
তারিখ : ২৪-১২-২০২৫ **স্বা/-**
স্থান : কলকাতা **অবিনাশ কুমার ঝা**

**সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

ব্লুয়েট ফিনভেস্ট প্রাইভেট লিমিটেড (পরবর্তীতে ''কোম্পানি'' হিসেবে উল্লিখিত) রেজিস্টার্ড অফিস ৯ লাল বাজার স্ট্রিট, ২য় তল, ব্লক বি, কলকাতা -৭০০০০১, CIN: U65910WB1997PTC083023।

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানি তার মূল এনবিএফসি সার্টিফিকেট হারিয়ে ফেলেছে, যা সার্টিফিকেট নং ০৫.০৩১৬৪ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় জেনারেল ডায়েরি দাখিল করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি উক্ত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে অবিলম্বে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে উল্লিখিত ঠিকানায় ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সাধারণকে সতর্কিত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কোনওভাবেই লেনদেন বা অপব্যবহার না করতে, ব্লুয়েট ফিনভেস্ট প্রাইভেট লিমিটেড সংশ্লিষ্ট লেনদেনের ফলে কোনও ক্ষতি, ক্ষতিগ্রস্ত, বা দায় গ্রহণ করবে না অসাধু ব্যক্তির দ্বারা অপব্যবহারের কারণে। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত।

**ব্লুয়েট ফিনভেস্ট প্রাঃ লিঃ -এর পক্ষে**
তারিখ : ২৪-১২-২০২৫ **স্বা/-**
স্থান : কলকাতা **তপেশ্বর দাস**

**সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

ম্যানচেস্ট ফিনপ্রো প্রাইভেট লিমিটেড (পরবর্তীতে ''কোম্পানি'' হিসেবে উল্লিখিত) রেজিস্টার্ড অফিস ৯ লাল বাজার স্ট্রিট, ২য় তল, ব্লক বি, কলকাতা -৭০০০০১, CIN: U65929WB1997PTC083022।

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানি তার মূল এনবিএফসি সার্টিফিকেট হারিয়ে ফেলেছে, যা সার্টিফিকেট নং ০৫.০৩১৭১ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় জেনারেল ডায়েরি দাখিল করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি উক্ত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে অবিলম্বে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে উল্লিখিত ঠিকানায় ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সাধারণকে সতর্কিত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কোনওভাবেই লেনদেন বা অপব্যবহার না করতে, ম্যানচেস্ট ফিনপ্রো প্রাইভেট লিমিটেড সংশ্লিষ্ট লেনদেনের ফলে কোনও ক্ষতি, ক্ষতিগ্রস্ত, বা দায় গ্রহণ করবে না অসাধু ব্যক্তির দ্বারা অপব্যবহারের কারণে। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত।

**ম্যানচেস্ট ফিনপ্রো প্রাঃ লিঃ -এর পক্ষে**
তারিখ : ২৪-১২-২০২৫ **স্বা/-**
স্থান : কলকাতা **দীপক মিশ্র**

**সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

রোলেক্স ট্রাফিন প্রাইভেট লিমিটেড (পরবর্তীতে ''কোম্পানি'' হিসেবে উল্লিখিত) রেজিস্টার্ড অফিস ৯ লাল বাজার স্ট্রিট, ২য় তল, ব্লক বি, কলকাতা -৭০০০০১, CIN: U65993WB1997PTC083024।

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানি তার মূল এনবিএফসি সার্টিফিকেট হারিয়ে ফেলেছে, যা সার্টিফিকেট নং ০৫.০৩১৬৫ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় জেনারেল ডায়েরি দাখিল করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি উক্ত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে অবিলম্বে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে উল্লিখিত ঠিকানায় ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সাধারণকে সতর্কিত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কোনওভাবেই লেনদেন বা অপব্যবহার না করতে, রোলেক্স ট্রাফিন প্রাইভেট লিমিটেড সংশ্লিষ্ট লেনদেনের ফলে কোনও ক্ষতি, ক্ষতিগ্রস্ত, বা দায় গ্রহণ করবে না অসাধু ব্যক্তির দ্বারা অপব্যবহারের কারণে। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত।

**রোলেক্স ট্রাফিন প্রাইভেট লিমিটেড -এর পক্ষে**
তারিখ : ২৪-১২-২০২৫ **স্বা/-**
স্থান : কলকাতা **রামকৃষ্ণ সিংহ**

**সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

গ্রেগরি ক্রেডিট প্রাইভেট লিমিটেড (পরবর্তীতে ''কোম্পানি'' হিসেবে উল্লিখিত) রেজিস্টার্ড অফিস ৯ লাল বাজার স্ট্রিট, ২য় তল, ব্লক বি, কলকাতা -৭০০০০১, CIN: U65993WB1997PTC083012।

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানি তার মূল এনবিএফসি সার্টিফিকেট হারিয়ে ফেলেছে, যা সার্টিফিকেট নং ০৫.০২৯৯১ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় জেনারেল ডায়েরি দাখিল করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি উক্ত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে অবিলম্বে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে উল্লিখিত ঠিকানায় ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সাধারণকে সতর্কিত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কোনওভাবেই লেনদেন বা অপব্যবহার না করতে, গ্রেগরি ক্রেডিট প্রাইভেট লিমিটেড সংশ্লিষ্ট লেনদেনের ফলে কোনও ক্ষতি, ক্ষতিগ্রস্ত, বা দায় গ্রহণ করবে না অসাধু ব্যক্তির দ্বারা অপব্যবহারের কারণে। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত।

**গ্রেগরি ক্রেডিট প্রাঃ লিঃ -এর পক্ষে**
তারিখ : ২৪-১২-২০২৫ **স্বা/-**
স্থান : কলকাতা **পার্থ ঘোষ**

**সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

ক্লোরেট ইনভেস্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড (পরবর্তীতে ''কোম্পানি'' হিসেবে উল্লিখিত) রেজিস্টার্ড অফিস ৯ লাল বাজার স্ট্রিট, ২য় তল, ব্লক বি, কলকাতা -৭০০০০১, CIN: U65993WB1997PTC083026।

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানি তার মূল এনবিএফসি সার্টিফিকেট হারিয়ে ফেলেছে, যা সার্টিফিকেট নং ০৫.০৩১৬৮ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় জেনারেল ডায়েরি দাখিল করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি উক্ত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে অবিলম্বে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে উল্লিখিত ঠিকানায় ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সাধারণকে সতর্কিত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কোনওভাবেই লেনদেন বা অপব্যবহার না করতে, ক্লোরেট ইনভেস্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড সংশ্লিষ্ট লেনদেনের ফলে কোনও ক্ষতি, ক্ষতিগ্রস্ত, বা দায় গ্রহণ করবে না অসাধু ব্যক্তির দ্বারা অপব্যবহারের কারণে। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত।

**ক্লোরেট ইনভেস্টমেন্টস প্রাঃ লিঃ -এর পক্ষে**
তারিখ : ২৪-১২-২০২৫ **স্বা/-**
স্থান : কলকাতা **পার্থ ঘোষ**

**NOTICE**

**Schedule of upcoming Investor Awareness Program(s) (IAP) for Women**

Axis Mutual Fund conducts various IAP with a view to educate and create awareness amongst the investors about the Mutual Funds.
In this regard, please see below details of upcoming IAP:

| Date of Event | Mode of Participation (Physical / Online) | Time | | Address / Link for joining webinar |
|---|---|---|---|---|
| | | From | To | |
| 27-12-2025 | Physical | 5:00 PM | 8:00 PM | Himadri Villa, Ichapur, Badamtola, P. S : Noapara, Pin: 743144, West Bengal. |

For any queries/ clarifications please contact : Roshni Srivastava - 8820659392

**Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.**

AXIS MUTUAL FUND

One Lodha Place, 22nd & 23rd Floor, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra, Pin Code - 400 013, India.
**TEL :** (022) 6649 6100, **EMAIL :** customerservice@axismf.com, **WEBSITE :** www.axismf.com.

# পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

মুর্শিদাবাদ সার্কেল অফিস, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পোস্ট-বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেইল: cs8283@pnb.co.in

## স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৫৪) -এর অধীনে ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়।

| লটে সম্পত্তি (নিম্নে বর্ণিত) | ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ | যে সময় পর্যন্ত |
|---|---|---|
| ক্র. নং. ১ থেকে ২১ | অনলাইন: ১২.০১.২০২৬ | দুপুর ১.০০টা পর্যন্ত |

**সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।**

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক /সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার গঠনমূলক/বাস্তবিক/প্রতীকী দখল নিয়েছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে।

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ [উক্ত সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক দখল/বাস্তবিক দখলে আছে]**

| ক্র. নং | শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতাগণ / জামিনদারগণের নাম ও ঠিকানা | বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ, মালিকের নাম (সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতা) এবং দখল | ক) সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ<br>খ) দখলের তারিখ<br>গ) বকেয়া পরিমাণ | ক) সংরক্ষিত মুল্য<br>খ) ইএমডি<br>গ) বিড বৃদ্ধির পরিমান<br>ঘ) ব্যাঙ্কের সম্পত্তি আইডি | ক) ই-অকশনের তারিখ এবং সময়<br>খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়বদ্ধতার বিশদ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | **শাখার নাম: মুর্শিদাবাদ (১৬২৪১০)**<br>**এ/সি নাম- মেসার্স রাজভিয়া বিল্ডার্স অ্যান্ড রাজিয়া সুলতানা**<br>**মেসার্স রাজভিয়া বিল্ডার্স (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী- রাজিয়া সুলতানা**<br>গ্রাম- শিবনগর (জুমা মসজিদের কাছে), পোঃ- গুধিয়া, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০২।<br>**রাজিয়া সুলতানা (ঋণগ্রহীতা),** স্বামী- মহঃ এনামুল কবির, গ্রাম- শিবনগর (জুমা মসজিদের কাছে), পোঃ- গুধিয়া, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০২।<br>**মহঃ এনামুল কবির (জামিনদার)**<br>পিতা- মহঃ লোকমান সেখ, গ্রাম- শিবনগর, পোঃ- গুধিয়া, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ। | সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি এবং দ্বি-তল ইট নির্মিত বাণিজ্যিক ও আবাসিক বিল্ডিং, যা মৌজা- বারান্দা শিবনগর, জেএল নং ৭৫, আরএস প্লট নং ১১৮৮, এলআর ১৫৫৪, এলআর খতিয়ান নং ২৬৯২, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৩৬৬৩-এ অবস্থিত; যার পরিমাণ ৪ ডেসিমেল, জমির ধরন- বাড়ি, কাপাসডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, শিবনগর, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদে অবস্থিত; যা ২০১৭ সালের ৭২৪ নং দানপত্র দলিল মূলে এডিএসআর লালবাগ, মুর্শিদাবাদে নিবন্ধিত।<br>**স্বত্বাধিকারী: রাজিয়া সুলতানা,** স্বামী- এনামুল কবির<br>**(দখল- গঠনমূলক)** | ক) ০২.০৭.২০২২ এবং ১৬.০৮.২০২২<br>খ) ০৯.০৩.২০২৩<br>গ) ৯,১১,৪২০.০০ টাকা এবং ৬,৯৫,৯৩৩.০০ টাকা<br>**(নয় লক্ষ এগারো হাজার চারশত কুড়ি টাকা মাত্র), ০২.০৭.২০২২ তারিখ অনুযায়ী এবং যার সুদ ৩১.০৩.২০২২ পর্যন্ত ধার্য করা হয়েছে এবং( ছয় লক্ষ পঁচানব্বই হাজার নয় শত তেত্রিশ টাকা মাত্র) ১৬.০৮.২০২২ তারিখ অনুযায়ী এবং যার সুদ ৩০.০৫.২০২২ পর্যন্ত ধার্য করা হয়েছে),** সেই সঙ্গে অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদি। | ক) ১৬,৩১,৭০০.০০ টাকা<br>খ) ১,৬৩,১৭০.০০ টাকা<br>গ) ২০,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) PUNBU46260058 | ক) ১২.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত<br>খ) অজানা |
| ২. | **শাখার নাম: কান্দি (০৩৯২২০)**<br>**এ/সি নাম- ধনঞ্জয় মন্ডল**<br>**ধনঞ্জয় মন্ডল (ঋণগ্রহীতা)**<br>পিতা- পতিত পাবন মন্ডল, গ্রাম- বানুপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ ও থানা- কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৭<br>**পতিত পাবন মন্ডল (জামিনদার)**<br>পিতা- প্রয়াত শরৎ চন্দ্র মন্ডল, গ্রাম- বানুপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ ও থানা- কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ<br>**অতিশ মন্ডল (জামিনদার)**<br>গ্রাম- বানুপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ ও থানা- কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ। | সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি এবং দ্বি-তল আবাসিক বিল্ডিং, যা মৌজা- ব্রাহ্মণপাড়া, জেএল নং ৮০, এলআর প্লট নং ৩৭৪, এলআর খতিয়ান নং ৫৪২, জমির ধরন- বাড়ি, পরিমাণ ৭ ডেসিমেল, যশোহরি অনুকখা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এ অবস্থিত; যা ১৯৮০ সালের ৪৩৪৫ নং দানপত্র দলিল মূলে এডিএসআর কান্দিতে নিবন্ধিত।<br>**স্বত্বাধিকারী: পতিত পাবন মন্ডল,** পিতা- প্রয়াত শরৎ চন্দ্র মন্ডল<br>**(দখল- গঠনমূলক)** | ক) ২১.০২.২০২২<br>খ) ২৫.০৫.২০২২<br>গ) ২,১৩,৮৩২.৪০ টাকা<br>**(দুই লক্ষ তেরো হাজার আটশত বত্রিশ টাকা এবং চল্লিশ পয়সা মাত্র), যা ২১.০২.২০২২ তারিখ অনুযায়ী** এবং ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ, সেই সঙ্গে অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদি। | ক) ৪,৩৮,৩০০.০০ টাকা<br>খ) ৪৩,৮৩০.০০ টাকা<br>গ) ১০,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) PUNBABA40376211 | ক) ১২.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত<br>খ) অজানা |
| ৩. | **শাখার নাম: বেলডাঙ্গা (০২৩০২০)**<br>**এ/সি নাম- মেসার্স সুইটি টেক্সটাইল**<br>**মেসার্স সুইটি টেক্সটাইল (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী- ফুরকান সেখ**<br>বেলডাঙ্গা ছাপাখানা মোড়, পোঃ ও থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২৩।<br>**ফুরকান সেখ,**<br>পিতা- শাহবাজ সেখ, ৭২/১/এ, বিটারপাড়া (নজরুলপল্লী), পোঃ- বারুয়া, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ। **অন্য ঠিকানা-** গ্রাম- মির্জাপুর, মল্লিকপাড়া, পোঃ- মির্জাপুর, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ।<br>**সানুয়ারা বিবি (জামিনদার)**<br>স্বামী- ফুরকান সেখ<br>গ্রাম- মির্জাপুর, মল্লিকপাড়া, পোঃ- মির্জাপুর, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ। | সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি এবং জি+২ তলা আবাসিক বিল্ডিং, যা মৌজা- বরুয়া, জেএল নং ৬০, আরএস প্লট নং ২০৬৪, এলআর ৩৫৩৫, ৩৫৩৬, এলআর খতিয়ান নং ৭০২৯, পরিমাণ ১.০৩ ডেসিমেল, জমির ধরন- ভিটি, বেলডাঙ্গা পৌরসভার অধীনে, হোল্ডিং নং ৭২/১/এ, বিটারপাড়া, নজরুলপল্লী, ওয়ার্ড নং ০১, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩-এ অবস্থিত; যা ২০১২ সালের ৫১৬৬ নং বিক্রয় দলিল মূলে এডিএসআর বেলডাঙ্গায় নিবন্ধিত।<br>**স্বত্বাধিকারী: ফুরকান সেখ,** পিতা- শাহবাজ সেখ<br>**(দখল- গঠনমূলক)** | ক) ৩০.০৮.২০২২<br>খ) ২৪.০২.২০২৩<br>গ) ১৭,৪৩,০৮৭.২৬ টাকা<br>**(সতেরো লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার একাশি টাকা এবং ছাব্বিশ পয়সা মাত্র), যা ৩০/০৮/২০২২ তারিখ অনুযায়ী** এবং ০১.০৮.২০২২ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ, সেই সঙ্গে অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদি। | ক) ১৮,৬০,৩০০.০০ টাকা<br>খ) ১,৮৬,০৩০.০০ টাকা<br>গ) ২০,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) PUNBABA40486338 | ক) ১২.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত<br>খ) অজানা |
| ৪. | **শাখার নাম: বর্তনাবাদ (১৩০২২০)**<br>**এ/সি নাম- মেসার্স বি এন্টারপ্রাইজ**<br>**মেসার্স বি এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা)**<br>**স্বত্বাধিকারী- রাজিব হোসেন**<br>পিতা- আলাউদ্দিন মন্ডল, গ্রাম- হরিশঙ্করপুর, পোঃ- রায়পুর, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০৩।<br>**আলাউদ্দিন মন্ডল (জামিনদার)**<br>পিতা- প্রয়াত খলিলুর রহমান, গ্রাম- হরিশঙ্করপুর, পোঃ- রায়পুর, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ। | মৌজা- হরিশঙ্করপুর, গড়াইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, প্লট নং ১৩৫, পরিমাণ ৩.২৫ ডেসিমেল, খতিয়ান নং এল.আর. ২৪৬, জে.এল নং ০৮৭, তৌজি নং ৫২৩, ধরন- বাড়ি -তে অবস্থিত জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক।<br>**স্বত্বাধিকারী: আলাউদ্দিন মন্ডল,** পিতা- প্রয়াত খলিলুর রহমান<br>**(দখল- গঠনমূলক)** | ক) ১০.০৮.২০২১<br>খ) ২০.১২.২০২১<br>গ) ১৪,৩৪,৪৪৩.৫০ টাকা<br>**(চৌদ্দ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশত তেতাল্লিশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র), যা ০৯.০৮.২০২১ তারিখ অনুযায়ী** এবং ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ, সেই সঙ্গে অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদি। | ক) ১০,৬৫,৬০০.০০ টাকা<br>খ) ১,০৬,৫৬০.০০ টাকা<br>গ) ২০,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) PUNBU62096854 | ক) ১২.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত<br>খ) অজানা |
| ৫. | **শাখার নাম: বেলডাঙ্গা (০২৩০২০)**<br>**মেসার্স নিউ টুলু ক্লথ স্টোর, স্বত্বাধিকারী- চঞ্চল দেবনাথ**<br>গ্রাম- বেলডাঙ্গা, কলেজ পাড়া, পোঃ ও থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২৩।<br>**ঋণগ্রহীতা- চঞ্চল দেবনাথ**<br>গ্রাম- বেলডাঙ্গা, কলেজ পাড়া, পোঃ ও থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ।<br>**জামিনদার- চন্দনা দেবনাথ**<br>স্বামী- প্রয়াত চাঁদ কুমার দেবনাথ, গ্রাম- বেলডাঙ্গা, কলেজ পাড়া, পোঃ ও থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ। | সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি এবং দ্বি-তল আবাসিক বিল্ডিং, যা মৌজা- বেলডাঙ্গা, জেএল নং ৫১, আরএস প্লট নং ৪১৪, এলআর ১৭৪৮, এলআর খতিয়ান নং ১০০৮৭, পরিমাণ ৩.০৮৩ ডেসিমেল, জমির ধরন- ভিটি, বেলডাঙ্গা পৌরসভার অধীনে, হোল্ডিং নং ১২/১/এন, বেলডাঙ্গা কলেজপাড়া, ওয়ার্ড নং ০৫, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদে অবস্থিত; যা ২০১৮ সালের ৪৫০ নং দানপত্র দলিল মূলে এডিএসআর বেলডাঙ্গায় নিবন্ধিত।<br>**স্বত্বাধিকারী: চন্দনা দেবনাথ**<br>**(দখল- গঠনমূলক)** | ক) ২০.০৯.২০২২<br>খ) ০৩.১২.২০২২<br>গ) ১৯,৮৮,৭২৬.১১ টাকা<br>**(উনিশ লক্ষ আটাশি হাজার সাতশত ছাব্বিশ টাকা এবং এগারো পয়সা মাত্র), যা ২০.০৯.২০২২ তারিখ অনুযায়ী** এবং ৩০.০৮.২০২২ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ, সেই সঙ্গে অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদি। | ক) ২৭,৭১,১০০.০০ টাকা<br>খ) ২,৭৭,১১০.০০ টাকা<br>গ) ২০,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) PUNBU72570739 | ক) ১২.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত<br>খ) অজানা |
| ৬. | **শাখার নাম: ভাগীরথী (১৫৪১২০)**<br>**মীরা হালদার (ঋণগ্রহীতা)**<br>পিতা- ষষ্ঠী চরণ হালদার, গ্রাম- পাকুড়িয়া, পোঃ- চালতিয়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫।<br>**প্রদীপ হালদার (ঋণগ্রহীতা)**<br>পিতা- ষষ্ঠী চরণ হালদার,<br>গ্রাম- পাকুড়িয়া, পোঃ- চালতিয়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ। | সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি ও বিল্ডিং, যা এলআর প্লট নং ৪১, এলআর খতিয়ান নং ২১৬, জেএল নং ৮০, মৌজা পাকুরিয়া, পরিমাণ ০.০১৮৯৫ একর, এডিএসআর বহরমপুর অফিসের অধীনে নিবন্ধিত, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত।<br>**স্বত্বাধিকারী: মীরা হালদার,** পিতা- ষষ্ঠী চরণ হালদার<br>**(দখল- গঠনমূলক)** | ক) ১০.০৩.২০২২<br>খ) ০৬.০১.২০২৩<br>গ) ১০,৯৯,৪৮২.০৮ টাকা<br>**(দশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার চারশত বিরাশি টাকা এবং আট পয়সা মাত্র), যা ০১.০৩.২০২২ তারিখ অনুযায়ী** এবং ৩১.০১.২০২২ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ, সেই সঙ্গে অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদি। | ক) ৮,৪৫,১০০.০০ টাকা<br>খ) ৮৪,৫১০.০০ টাকা<br>গ) ২০,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) PUNBU64435070 | ক) ১২.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত<br>খ) অজানা |
| ৭. | **শাখার নাম: বেলডাঙ্গা (০২৩০২০)**<br>**সাদেক আলী (ঋণগ্রহীতা),**<br>পিতা- কাউসার আলী,<br>মির্জাপুর, মুন্সীপাড়া, পোঃ- মির্জাপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২৩। | সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি এবং ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যা মৌজা- বরুয়া, জেএল নং ৬০, আর.এস খতিয়ান নং ১৪২, আর.এস দাগ নং ২২৫১, এল.আর. দাগ নং ২৪৪৪, মোট ৫.০০ ডেসিমেল জমির মধ্যে ৪.৬৯ ডেসিমেল নির্দিষ্ট অংশ এবং তার ওপর নির্মিত একতলা ভবন, দেবকুন্ডু গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ- মির্জাপুর, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদে অবস্থিত।<br>**স্বত্বাধিকারী: সাদেক আলী,** পিতা- কাউসার আলী<br>**(দখল- গঠনমূলক)** | ক) ২০.০৯.২০২২<br>খ) ০৩.১২.২০২২<br>গ) ৭,৮৬,৬৮৩.২২ টাকা<br>**(সাত লক্ষ ছিয়াশি হাজার ছয়শত তিরাশি টাকা এবং বাইশ পয়সা মাত্র), যা ১০.০৮.২০২১ তারিখ অনুযায়ী** এবং ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ নোটিশে উল্লিখিত আপডেট সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি। | ক) ১৩,০৮,০০০.০০ টাকা<br>খ) ১,৩০,৮০০.০০ টাকা<br>গ) ২০,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) PUNBABA40376591 | ক) ১২.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত<br>খ) অজানা |
| ৮. | **শাখার নাম: জিয়াগঞ্জ (০৩৩৩২০)**<br>**মহঃ আকসারুল হক (ঋণগ্রহীতা)**<br>পিতা- মহঃ মারজেম হোসেন<br>গ্রাম ও পোঃ- কোলান সোনাডাঙ্গা, থানা- রানীতলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২৩। | সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি, যা মৌজা- পলাশী সোনাডাঙ্গা, জেএল নং ৯৩, এলআর প্লট নং ৩২, ওল্ড হাল খতিয়ান নং ৬৫৫/২, ৪৭১/১, ৭১৪/১, নতুন এলআর খতিয়ান নং ৩৫৭৫, পরিমাণ ৪.২০৫ ডেসিমেল, জমির ধরন- ভিটি, আমধরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- রানীতলা, জেলা- মুর্শিদাবাদে অবস্থিত; যা ২০২০ সালের ৩৩২৫ নং এবং ২০২২ সালের ১১৩৩৭ নং দানপত্র দলিল মূলে (উভয়ই এডিএসআর ভগবানগোলায় নিবন্ধিত)।<br>**স্বত্বাধিকারী: মহঃ আকসারুল হক,** পিতা- মহঃ মারজেম হোসেন<br>**(দখল- গঠনমূলক)** | ক) ০৪.১২.২০২৩<br>খ) ২২.০৪.২০২৫<br>গ) ১৮,২২,১৯৫.৪৪ টাকা<br>**(আঠারো লক্ষ বাইশ হাজার একশত পঁচানব্বই টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা মাত্র), যা ০১.০৩.২০২২ তারিখ অনুযায়ী** এবং ৩১.০১.২০২২ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ, সেই সঙ্গে অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদি। | ক) ২০,১৮,০০০.০০ টাকা<br>খ) ২,০১,৮০০.০০ টাকা<br>গ) ২০,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) PUNB3N667051008 | ক) ১২.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত<br>খ) অজানা |
| ৯. | **শাখার নাম: নগর (০৪২১২০)**<br>**গোলাম রসুল মন্ডল (ঋণগ্রহীতা)**<br>পিতা- খোদাবক্স মন্ডল,<br>গ্রাম- নিউ বাজারপাড়া, কীর্তিপুর, পোঃ- নগর, থানা- খড়গ্রাম, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৫৯।<br>**নাসিমা কবির (জামিনদার)**<br>স্বামী- গোলাম রসুল মন্ডল,<br>গ্রাম- নিউ বাজারপাড়া, কীর্তিপুর, পোঃ- নগর, থানা- খড়গ্রাম, জেলা- মুর্শিদাবাদ। | সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি ও বিল্ডিং, যা প্লট নং ২৬৩০, খতিয়ান নং ৩৬০৯ এবং ৩৬১০, মৌজা- আতাই, জেএল নং- ১২, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পরিমাণ প্রায় ৫.১৭ ডেসিমেল, যা গোলাম রসুল মন্ডল ও নাসিমা কবিরের নামে রয়েছে।<br>**স্বত্বাধিকারী: ১. গোলাম রসুল মন্ডল,** পিতা- খোদাবক্স মন্ডল, **২. নাসিমা কবির,** স্বামী- গোলাম রসুল মন্ডল<br>**(দখল- গঠনমূলক)** | ক) ১৫.০২.২০২০<br>খ) ০৮.০৬.২০২০<br>গ) ৮,৬৬,৫৪১.০০ টাকা<br>**(আট লক্ষ ছেষট্টি হাজার পাঁচশত একচল্লিশ টাকা মাত্র), যা ৩১.০১.২০২০ তারিখ অনুযায়ী** এবং ৩১.০১.২০২০ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ, সেই সঙ্গে অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদি। | ক) ২১,৭৫,০০০.০০ টাকা<br>খ) ২,১৭,৫০০.০০ টাকা<br>গ) ২০,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) PUNBABA40271810 | ক) ১২.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত<br>খ) অজানা |
| ১০. | **শাখার নাম: লক্ষ্মীপুর (১১৬৭২০)**<br>**এ/সি নাম- আশিক ইকবাল**<br>**আশিক ইকবাল (ঋণগ্রহীতা)**<br>পিতা- ফজলুল হক, গ্রাম- লক্ষ্মীপুর, পোঃ- রঘুনাথপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২২৩।<br>**ফজলুল হক (জামিনদার)**<br>পিতা- প্রয়াত সোলেমান বিশ্বাস, গ্রাম- পাঁচগাছিয়া, পোঃ- সাদিকপুর, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ।<br>**জালেনুর বিবি (জামিনদার)**<br>স্বামী- ফজলুল হক,<br>গ্রাম- পাঁচগাছিয়া, পোঃ- সাদিকপুর, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ। | সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি এবং আংশিক তিন তলা বাণিজ্যিক ও আবাসিক বিল্ডিং, যা মৌজা- কাঁকড়ামারি, জেএল নং ৭৬, এলআর প্লট নং ২২১, ২২২, এলআর খতিয়ান নং ১৪৮৬, ১৪৮৭, পরিমাণ (০.১ + ০.০৫৫ + ০.০১২৫) = ০.১৬৭৫ একর, জমির ধরন- ভিটি, লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এ অবস্থিত; যা ১৯৯৩ সালের ৭৫৬০ নং, ২০০৬ সালের ১০৭০১ নং, ২০০৯ সালের ১২৪৭৫ নং এবং ২০০৯ সালের ৯২০১ নং বিক্রয় দলিল মূলে এডিএসআর নিমতিতা, মুর্শিদাবাদে নিবন্ধিত।<br>**স্বত্বাধিকারী: ১. ফজলুল হক,** পিতা- প্রয়াত সোলেমান বিশ্বাস, **২. জালেনুর বিবি,** স্বামী- ফজলুল হক<br>**(দখল- গঠনমূলক)** | ক) ০৪.০৬.২০২২<br>খ) ০৭.০৯.২০২২<br>গ) ১৭,০৬,৩৯৫.৮৭ টাকা<br>**(সতেরো লক্ষ ছয় হাজার তিনশত পঁচানব্বই টাকা এবং সাতাশি পয়সা মাত্র), যা ০৪.০৬.২০২২ তারিখ অনুযায়ী** এবং ২৫.০১.২০২২ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ এবং নোটিশে বর্ণিত পরবর্তী সুদ, দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারীর হওয়া খরচ এবং অর্জিত সুদ ও আনুষঙ্গিক চার্জ ইত্যাদি। | ক) ৯২,৬৬,০০০.০০ টাকা<br>খ) ৯,২৬,৬০০.০০ টাকা<br>গ) ২০,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) PUNBABA40378815 | ক) ১২.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত<br>খ) অজানা |
| ১১. | **শাখার নাম: আমতলা (০৭৮৯২০)**<br>**এ/সি নাম- শেরফুল ইসলাম**<br>**শেরফুল ইসলাম (জামিনদার)**<br>পিতা- মহঃ ফজলুল হক,<br>গ্রাম- বাদশানগর, পোঃ- সোনাতিকুড়ি, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৭৫।<br>**আব্দুর রহমান (জামিনদার)**<br>পিতা- প্রয়াত জংলি সেখ,<br>গ্রাম- বাদশানগর, পোঃ- সোনাতিকুড়ি, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ।<br>**মহঃ ফজলুল হক (জামিনদার)**<br>পিতা- প্রয়াত জংলি সেখ,<br>গ্রাম- বাদশানগর, পোঃ- সোনাতিকুড়ি, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ।<br>**রেজাউল হক (জামিনদার)**<br>পিতা- প্রয়াত জংলি সেখ, গ্রাম- বাদশানগর, পোঃ- সোনাতিকুড়ি, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ। | সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি এবং দ্বি-তল আবাসিক বিল্ডিং, যা মৌজা- সোনাটিকুড়ি, জেএল নং ১৪, এলআর প্লট নং ৪০৯৫, এলআর খতিয়ান নং ১৮৭০, জমির ধরন- ভিটি, পরিমাণ ০.১০ একর, সর্বাঙ্গপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এ অবস্থিত; যা ১৯৭৬ সালের ১৫৪৫ এবং ৮১০ নং বিক্রয় দলিল মূলে এডিএসআর আমতলা, মুর্শিদাবাদে নিবন্ধিত।<br>**স্বত্বাধিকারী: ক) আব্দুর রহমান, খ) মহঃ ফজলুল হক, গ) রেজাউল হক,** সকলেরই পিতা- প্রয়াত জংলি সেখ<br>**(দখল- গঠনমূলক)** | ক) ১৮.০২.২০২২<br>খ) ১৫.০৬.২০২২<br>গ) ৯,৪৮,৭৮১.২৪ টাকা<br>**(নয় লক্ষ আটচল্লিশ হাজার সাতশত একাশি টাকা এবং চব্বিশ পয়সা মাত্র), যা ১৮.০২.২০২২ তারিখ অনুযায়ী** এবং ১৩.০৯.২০২১ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ এবং নোটিশে বর্ণিত আপডেট সুদ ও খরচ ইত্যাদি। | ক) ২৬,৭৯,০০০.০০ টাকা<br>খ) ২,৬৭,৯০০.০০ টাকা<br>গ) ২০,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) PUNBU47325907 | ক) ১২.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত<br>খ) অজানা |
| ১২. | **শাখার নাম: বহরমপুর (০২২৯২০)**<br>**এ/সি নাম- দেবাশিস চক্রবর্তী**<br>**দেবাশিস চক্রবর্তী (ঋণগ্রহীতা)**<br>পিতা- জীবানন্দ চক্রবর্তী, ভাকুড়ি, ঠাকুরপাড়া, পোঃ- চালতিয়া, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫।<br>**রীনা চক্রবর্তী (জামিনদার)**<br>স্বামী- দেবাশিস চক্রবর্তী, ভাকুড়ি, ঠাকুরপাড়া, পোঃ- চালতিয়া, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ। | 'গোধূলি আবাসন' নামক জি + ৫ তলা আরসিসি ফ্রেম স্ট্রাকচার ভবনের নিচতলায় ২/৫ নং ইউনিটের সকল বাণিজ্যিক অফিস স্পেস, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ২১৯ বর্গফুট, হোল্ডিং নং ৫৭, বিবেকানন্দ পল্লী, ভাকুড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, মৌজা- গোরাবাজার, জেএল নং ৯০, সিএস প্লট নং ২৬৪১, এলআর প্লট নং ৬৬৭৩, আরএস প্লট নং ২৭৮০, সিএস খতিয়ান নং ১২১২, এলআর খতিয়ান নং ১৩০৬২, আরএস খতিয়ান নং ১৮১৮, জমির ধরন- ভিটি, মোট পরিমাণ ১.১৬৫ একর যার মধ্যে ০.৬৬ একর নির্দিষ্ট এবং তার মধ্যে ০.২৮০৫ একর অংশ; যা ২০১৬ সালের ১৮৩২ নং বিক্রয় দলিল মূলে নিবন্ধিত; পোঃ ও থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ।<br>**স্বত্বাধিকারী: দেবাশিস চক্রবর্তী,** পিতা- জীবানন্দ চক্রবর্তী<br>**(দখল- গঠনমূলক)** | ক) ০৭.০১.২০২২<br>খ) ২১.০৪.২০২২<br>গ) ৬,৫৬,৭৯০.১৯ টাকা<br>**(ছয় লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার সাতশত নব্বই টাকা এবং উনিশ পয়সা মাত্র), যা ০৭.০১.২০২২ তারিখ অনুযায়ী** এবং ৩১.১২.২০২১ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ, সেই সঙ্গে অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদি। | ক) ১৪,৩১,০০০.০০ টাকা<br>খ) ১,৪৩,১০০.০০ টাকা<br>গ) ২০,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) PUNB0U60121088 | ক) ১২.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত<br>খ) অজানা |
| ১৩. | **শাখার নাম: মুর্শিদাবাদ (১৬২৪১০)**<br>**এ/সি নাম- মেঘনা ফার্টিলাইজার্স**<br>**সামাউল সেখ (ঋণগ্রহীতা)**<br>**মেসার্স মেঘনা ফার্টিলাইজার্স-এর স্বত্বাধিকারী**<br>পিতা- হারুন রশিদ, গ্রাম- কাপাসডাঙ্গা, পোঃ- জাফরবাদ, জেলা- মুর্শিদাবাদ।<br>**হারুন রশিদ (জামিনদার)**<br>পিতা- প্রয়াত ফরমান সেখ, গ্রাম- কাপাসডাঙ্গা, পোঃ- জাফরবাদ, জেলা- মুর্শিদাবাদ। | সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি, যার দাগ/প্লট নং ১৪২৫, খতিয়ান নং ১১৩৭, মৌজা - কাপাসডাঙ্গা, জে.এল. নং ৮৩, থানা- মুর্শিদাবাদ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পরিমাণ প্রায় ০১ ডেসিমেল। সম্পত্তিটি হারুন রশিদের নামে রয়েছে, পিতা- মরহুম ফরমান সেখ।<br>**স্বত্বাধিকারী: হারুন রশিদ,** পিতা- মরহুম ফরমান সেখ<br>**(দখল- গঠনমূলক)** | ক) ১৪.০৬.২০১৬<br>খ) ২১.০৯.২০১৬<br>গ) ৯,৬০,৯১৭.০০ টাকা<br>**(নয় লক্ষ ষাট হাজার নয়শত সতেরো টাকা মাত্র),** যা নোটিশে বর্ণিত আপডেট সুদ এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীর হওয়া খরচ সহ অর্জিত সুদ ও আনুষঙ্গিক চার্জ ইত্যাদি। | ক) ৬,৭৬,০০০.০০ টাকা<br>খ) ৬৭,৬০০.০০ টাকা<br>গ) ২০,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) PUNBABA40445612 | ক) ১২.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত<br>খ) অজানা |
| ১৪. | **শাখার নাম: নিমতলা চুনাখালি (০৭০০২০)**<br>**এ/সি নাম- হাবিবুর রহমান**<br>**হাবিবুর রহমান (ঋণগ্রহীতা), মেসার্স নেহা স্টেশনারি-এর স্বত্বাধিকারী**<br>পিতা- মহঃ আবুবক্কর সেখ,<br>গ্রাম- কুদবাপুকুর, পোঃ- মুক্তিনগর, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০২<br>**খাদিজা খাতুন বিবি (জামিনদার)**<br>স্বামী- হাবিবুর রহমান, গ্রাম- কুদবাপুকুর, পোঃ- গোপীনাথপুর, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৯। | সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি এবং একতলা বাণিজ্যিক ও আবাসিক বিল্ডিং, যা মৌজা- জনমোহাম্মদপুর, জেএল নং ১১২, এলআর প্লট নং ২৬০, এলআর খতিয়ান নং ২৮৪০ (পরিমাণ ২.০৭ ডেসিমেল, খাদিজা খাতুন বিবির নামে) এবং এলআর খতিয়ান নং ২৮৪১ (পরিমাণ ২.০৬ ডেসিমেল, হাবিবুর রহমানের নামে), মোট পরিমাণ (২.০৭ + ২.০৬) = ৪.১৩ ডেসিমেল, জমির ধরন ভিটি, হাটিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এ অবস্থিত; যা ২০১০ সালের ২২৭৬ নং বিক্রয় দলিল মূলে এডিএসআর বহরমপুরে নিবন্ধিত।<br>**স্বত্বাধিকারী: ১. হাবিবুর রহমান,** পিতা- মহঃ আবুবক্কর সেখ, **২. খাদিজা খাতুন বিবি,** স্বামী- হাবিবুর রহমান<br>**(দখল- গঠনমূলক)** | ক) ২৬.০৯.২০২২<br>খ) ২৩.০২.২০২৩<br>গ) ১,৭৩,৪০৭.৫০ টাকা<br>**(এক লক্ষ তিয়াত্তর হাজার চারশত সাত টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র), যা ২৬.০৯.২০২২ তারিখ অনুযায়ী** এবং ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ এবং নোটিশে বর্ণিত পরবর্তী সুদ ও দখল নেওয়ার সময় হওয়া খরচ এবং অর্জিত সুদ ও চার্জ ইত্যাদি। | ক) ১২,১৯,০০০.০০ টাকা<br>খ) ১,২১,৯০০.০০ টাকা<br>গ) ২০,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) PUNBU47981082 | ক) ১২.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত<br>খ) অজানা |
| ১৫. | **শাখার নাম: বর্তনাবাদ (১৩০২২০)**<br>**এ/সি নাম- মিজানুল ইসলাম সেখ**<br>**মিজানুল ইসলাম সেখ (ঋণগ্রহীতা)**<br>পিতা- আজের আলী সেখ,<br>গ্রাম- আলিনগর, পোঃ- কালীগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০৫।<br>**আজের আলী সেখ (জামিনদার)**<br>গ্রাম- আলিনগর, পোঃ- কালীগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ। | সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি ও বিল্ডিং, যা আর.এস. প্লট নং ৮৩০, এল.আর. দাগ নং ৯২৩, এল.আর. খতিয়ান নং ২১৬২, মৌজা - বিলাসপুর, জে.এল. নং ২৮, থানা- ডোমকল, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পরিমাণ প্রায় ৩.৩০ ডেসিমেল। সম্পত্তিটি ১৬৩০৪ নং দলিল মূলে নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি মিজানুল ইসলাম সেখ-এর নামে রয়েছে, পিতা- আজের আলী সেখ। **চৌহদ্দি:-** উত্তরে- আছিয়া বিবি, দক্ষিণে- চ্যাটার আলী সেখ, পূর্বে- আসান আলী সেখ এবং পশ্চিমে- রাস্তা।<br>**স্বত্বাধিকারী: মিজানুল ইসলাম সেখ,** পিতা- আজের আলী সেখ<br>**(দখল- গঠনমূলক)** | ক) ০৩.০১.২০১৯<br>খ) ১৪.০৩.২০১৯<br>গ) ৪,৭৫,৭০৬.৫০ টাকা<br>**(চার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার সাতশত ছয় টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র),** সেই সঙ্গে অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ ইত্যাদি। | ক) ১২,৭৬,০০০.০০ টাকা<br>খ) ১,২৭,৬০০.০০ টাকা<br>গ) ২০,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) PUNB2ABA40357699 | ক) ১২.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত<br>খ) অজানা |
| ১৬. | **শাখার নাম: বর্তনাবাদ (১৩০২২০)**<br>**এ/সি নাম- মেসার্স প্রিন্স মেডিসিন সেন্টার**<br>**মেসার্স প্রিন্স মেডিসিন সেন্টার**<br>**স্বত্বাধিকারী- সাহাবুল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা)**<br>পিতা- আব্দুল মজিদ সেখ, গ্রাম- জুরানপুর, পোঃ- জুরানপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৪০৬।<br>**আব্দুল মজিদ সেখ (জামিনদার)**<br>গ্রাম- জুরানপুর, পোঃ- জুরানপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ। | সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি ও বিল্ডিং, যার দাগ/প্লট নং এল.আর. ১১৮৩, ১১৮৪, খতিয়ান নং এল.আর. ১৭৬৮/১, মৌজা - জুড়ানপুর, জে.এল. নং ৬৭, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পরিমাণ প্রায় ২৬.০০ ডেসিমেল। সম্পত্তিটি আব্দুল মজিদ সেখ-এর নামে রয়েছে। **চৌহদ্দি:-** উত্তরে- আজিজুল ইসলাম, দক্ষিণে- আব্দুল আজিজ, পূর্বে- আব্দুল রাহিদ এবং পশ্চিমে- রাস্তা।<br>**স্বত্বাধিকারী: আব্দুল মজিদ সেখ**<br>**(দখল- গঠনমূলক)** | ক) ১১.১২.২০১৭<br>খ) ১৩.০৩.২০১৮<br>গ) ৭,৭৫,০০০.০০ টাকা<br>**(সাত লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা মাত্র),** সেই সঙ্গে নোটিশে বর্ণিত পরবর্তী সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় হওয়া খরচ ও অর্জিত সুদ ইত্যাদি। | ক) ১১,০২,০০০.০০ টাকা<br>খ) ১,১০,২০০.০০ টাকা<br>গ) ২০,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) PUNB2ABA40431865 | ক) ১২.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত<br>খ) অজানা |
| ১৭. | **শাখার নাম: মুর্শিদাবাদ (১৬২৪১০)**<br>**এ/সি নাম- দিলরুবা খাতুন**<br>**দিলরুবা খাতুন (ঋণগ্রহীতা)**<br>পিতা- জালালউদ্দিন সেখ,<br>গ্রাম- খুনিয়াপুকুর, পোঃ- ভৈরবপুর, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০২।<br>**বেগম হোসনেয়ারা রওশন (জামিনদার)**<br>স্বামী- মহঃ ইয়ার আলী,<br>গ্রাম- খুনিয়াপুকুর, পোঃ- ভৈরবপুর, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ।<br>**বাগবুল রশিদা বিবি (জামিনদার)**<br>স্বামী- আব্দুল হোসেন,<br>গ্রাম- খুনিয়াপুকুর, পোঃ- ভৈরবপুর, থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ। | সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি এবং দ্বি-তল ইঁট নির্মিত আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন, যা মৌজা- বেগমনগর, জেএল নং ৯৪, সাবেক প্লট নং ১৮০৬, এলআর প্লট নং ১৮৪০, ওল্ড খতিয়ান নং ২১৫৪, এলআর খতিয়ান নং ৪১২৫, পরিমাণ ৩ ডেসিমেল, জমির ধরন- বাড়ি, তেঁতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, তেঁতুলিয়া, থানা- ও জেলা- মুর্শিদাবাদে অবস্থিত; যা ২০০৯ সালের ১২ নং দানপত্র দলিল মূলে এডিএসআর লালবাগে নিবন্ধিত।<br>**স্বত্বাধিকারী: ১. বেগম হোসনেয়ারা রওশন,** স্বামী- মহঃ ইয়ার আলী, **২. বাগবুল রশিদা বিবি,** স্বামী- আব্দুল হোসেন<br>**(দখল- গঠনমূলক)** | ক) ০৮.০১.২০২৪<br>খ) ২০.০১.২০২৪<br>গ) ১৩,৮০,২৫৪.৪৮ টাকা<br>**(তেরো লক্ষ আশি হাজার দুইশত চুয়ান্ন টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা মাত্র), যা ৩১.১২.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী** এবং ৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ এবং পরবর্তী সুদ ও দখল নেওয়ার সময় হওয়া খরচ ইত্যাদি। | ক) ৫,৩৬,০০০.০০ টাকা<br>খ) ৫৩,৬০০.০০ টাকা<br>গ) ২০,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) PUNBABA47893887 | ক) ১২.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত<br>খ) অজানা |
| ১৮. | **শাখার নাম: আজিমগঞ্জ (০৯৩০২০)**<br>**এ/সি নাম- মদন ঘোষ**<br>**শ্রী মদন ঘোষ (ঋণগ্রহীতা)**<br>পিতা- হরেধন ঘোষ, গ্রাম- মোড়লপাড়া বেনিপুর, আজিমগঞ্জ, পোঃ- গোড়শামা ও থানা- জিয়াগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২২।<br>**শ্রীমতী রিকু ঘোষ (জামিনদার)**<br>স্বামী- শ্রী মদন ঘোষ<br>গ্রাম- মোড়লপাড়া বেনিপুর, আজিমগঞ্জ, পোঃ- গোড়শামা ও থানা- জিয়াগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ। | সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি এবং একতলা আবাসিক বিল্ডিং, যা মৌজা- বেনিপুর, জেএল নং ৫৩, মোট পরিমাণ ৪ ডেসিমেল, জমির ধরন - ভিটি, মুকুন্দবাগ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- জিয়াগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এ অবস্থিত; দলিলসমূহ-<br>ক) ২০০৯ সালের ২২৩২ নং বিক্রয় দলিল মূলে মদন ঘোষের নামে (আর.এস. প্লট নং ৬৮৬/এল.আর. ৮২০ এবং আর.এস. ৬৮৭/এল.আর. ৮১৭, আর.এস. খতিয়ান ২৫৩, ৩১১ এবং পুরাতন এলআর খতিয়ান নং ৫৪২, ৫৭১ নতুন এল.আর. খতিয়ান ৩৫৫৫, পরিমাণ ২ ডেসিমেল)।<br>খ) ২০১৭ সালের ৮৩১ নং বিক্রয় দলিল মূলে মদন ঘোষের নামে (আর.এস. প্লট নং ৬৮৬/এল.আর. ৮২০ এবং আর.এস. ৬৮৭/এল.আর. ৮১৭, আর.এস. খতিয়ান ২৫৩, ৩১১ এবং পুরাতন এলআর খতিয়ান নং ৫৪২, ৫৭১ এল.আর. খতিয়ান ৩৫৫৫, পরিমাণ ২ ডেসিমেল)।<br>**স্বত্বাধিকারী: শ্রী মদন ঘোষ,** পিতা- হরধন ঘোষ<br>**(দখল- গঠনমূলক)** | ক) ০৪.১২.২০২৩<br>খ) ১৮.০৪.২০২৪<br>গ) ৫,২৬,১৭৯.০০ টাকা<br>**(পাঁচ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার একশত উনআশি টাকা মাত্র), যা ৩০.১১.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী** এবং ৩০.১১.২০২৩ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ এবং পরবর্তী সুদ ও দখল নেওয়ার সময় হওয়া খরচ ইত্যাদি। | ক) ২৮,২৪,০০০.০০ টাকা<br>খ) ২,৮২,৪০০.০০ টাকা<br>গ) ২০,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) PUNBABA40444672 | ক) ১২.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত<br>খ) অজানা |
| ১৯. | **শাখার নাম: মুর্শিদাবাদ (১৬২৪১০)**<br>**এ/সি নাম- আজিমুদ্দিন মন্ডল**<br>**আজিমুদ্দিন মন্ডল (ঋণগ্রহীতা)**<br>পিতা- আবসার মন্ডল, গ্রাম- শিবনগর, পোঃ- গুধিয়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০২। | সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি ও বিল্ডিং, যা প্লট নং এলআর- ৫৫৩, ৫৫৪, ৫৮৯, ৫৯০, খতিয়ান নং এলআর- ২২৪২, মৌজা- বারান্দা, জেএল নং- ৭৫, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পরিমাণ প্রায় ৩.৩ ডেসিমেল, যা আজিমুদ্দিন মন্ডলের নামে রয়েছে, পিতা- আবসার মন্ডল।<br>**স্বত্বাধিকারী: আজিমুদ্দিন মন্ডল,** পিতা- আবসার মন্ডল<br>**(দখল- গঠনমূলক)** | ক) ০২.১১.২০১৮<br>খ) ২২.০১.২০১৯<br>গ) ৬,৮০,৭৫৬.৫০ টাকা<br>**(ছয় লক্ষ আশি হাজার সাতশত ছাপ্পান্ন টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র), যা ০২/১১/২০১৮ তারিখ অনুযায়ী** এবং ৩০.০৯.২০১৩ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ, সেই সঙ্গে অর্জিত সুদ ও আনুষঙ্গিক চার্জ ইত্যাদি। | ক) ১০,১১,০০০.০০ টাকা<br>খ) ১,০১,১০০.০০ টাকা<br>গ) ২০,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) PUNBABA40443369 | ক) ১২.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত<br>খ) অজানা |
| ২০. | **শাখার নাম: মালঞ্চ (১৬১৯২০)**<br>**এ/সি নাম- অরুণ কুমার মন্ডল**<br>**অরুণ কুমার মন্ডল (ঋণগ্রহীতা)**<br>পিতা- প্রয়াত বলরাম মন্ডল<br>গ্রাম- নতুন মালঞ্চ, পোঃ- মালঞ্চ, থানা- সামশেরগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২০২<br>**অনিমা মন্ডল (জামিনদার)**<br>স্বামী- অরুণ কুমার মন্ডল<br>গ্রাম- নতুন মালঞ্চ, পোঃ- মালঞ্চ, থানা- সামশেরগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ | সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি এবং একতলা আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন, যা মৌজা- অনুপনগর, জেএল নং ৯০, এলআর প্লট নং ২০৬৩, এলআর খতিয়ান নং ১৩২৮১ (পরিমাণ ২.৫ ডেসিমেল, অরুণ কুমার মন্ডলের নামে) এবং এলআর খতিয়ান নং ১৩২৮২ (পরিমাণ ২.৫ ডেসিমেল, অনিমা মন্ডলের নামে), মোট পরিমাণ ৫ ডেসিমেল, জমির ধরন- ভিটি, গজিনগর-মালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- সামশেরগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২০২ -এ অবস্থিত; যা ২০০৫ সালের ২১১১ নং বিক্রয় দলিল মূলে এডিএসআর নিমতিতা, মুর্শিদাবাদে নিবন্ধিত।<br>**স্বত্বাধিকারী: ১. অরুণ কুমার মন্ডল,** পিতা- প্রয়াত বলরাম মন্ডল, **২. অনিমা মন্ডল,** স্বামী- অরুণ কুমার মন্ডল<br>**(দখল- গঠনমূলক)** | ক) ০১.০৩.২০২২<br>খ) ১৮.০৬.২০২২<br>গ) ৪,৫৩,৩৪৩.৩৬ টাকা<br>**(চার লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার তিনশত তেতাল্লিশ টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা মাত্র), যা ০১.০৩.২০২২ তারিখ অনুযায়ী** এবং ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ, সেই সঙ্গে অর্জিত সুদ ও খরচ ইত্যাদি। | ক) ৩৫,৩৫,২০০.০০ টাকা<br>খ) ৩,৫৩,৫২০.০০ টাকা<br>গ) ২০,০০০.০০ টাকা<br>ঘ) PUNB0U45579960 | ক) ১২.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত<br>খ) অজানা |

এর পর পরবর্তী পৃষ্ঠায়...

# দিল্লিতে বাংলাদেশি দূতাবাসের কাছে বিক্ষোভ

**নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর:** বাংলাদেশে দীপু দাস খুনের প্রতিবাদে দিল্লির বাংলাদেশি হাইকমিশনের বাইরে উত্তেজনা ছড়াল। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে হাইকমিশনের দিকে এগোনোর চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের আটকানোর চেষ্টা করে পুলিশ। জমায়েতে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করার অভিযোগ উঠেছে। শুধু দিল্লিতে নয়, কলকাতায় বাংলাদেশের উপদূতাবাসের অদূরে বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বেকবাগান এলাকা। সেখানেও পুলিশের ব্যারিকেড টপকে এগোনোর চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা। পুলিশ আটকানোর চেষ্টা করে। শুরু হয় ধস্তাধস্তি।

সম্প্রতি ময়মনসিংহে যুবক হত্যার প্রতিবাদে নয়াদিল্লির বাংলাদেশি হাইকমিশনের সামনে ২০-২৫ জন যুবক জড়ো হয়েছিলেন। তাঁরা ময়মনসিংহে দীপু দাসের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং স্লোগান দেন। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার দাবি জানান। পরে ভিএইচপি এবং বজরং দল মঙ্গলবারের প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘোষণা করে। তাদের দাবিও এক। শুধু দিল্লি নয়, কলকাতার রাস্তাতেও দীপু দাস খুনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ চলছে। প্রতিবাদ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সকাল



থেকে চাপা উত্তেজনা ছিল দিল্লিতে। সেখানকার বাংলাদেশের হাইকমিশনের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ে ঘেরা হয় হাইকমিশন চত্বর। দিকে দিকে বসানো হয় পুলিশ ব্যারিকেড। মোতায়েন অতিরিক্ত বাহিনীও। তবে বেলা গড়াতেই উত্তেজনা ছড়ায় হাইকমিশনের বাইরে। বহু লোক জড়ো হন সেখানে। তাঁদের মুখে স্লোগান। হাতে প্ল্যাকার্ড। প্রতিবাদ জমায়েতের মধ্যে মুহাম্মদ ইউনূসের কুশপুতুলও পোড়ানো হয়। বাংলাদেশে উত্তেজনার আঁচ এসে পড়েছে ভারতেও। দু'দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েন আরও সপ্তমে চড়ে বাংলাদেশে দীপু দাসকে পিটিয়ে খুনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর। ভারতে তারই প্রতিবাদে দিকে দিকে বিক্ষোভও চলছে। মঙ্গলবার কলকাতার পাশাপাশি দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি রয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) এবং বজরং দল। সেই কর্মসূচির কারণেই বাংলাদেশের হাইকমিশনের বাইরে নিরাপত্তা আরও আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। অন্য দিকে, কলকাতায় বাংলাদেশের উপদূতাবাসের কাছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ এবং বজরং দল বিক্ষোভ দেখায় এদিন।

## বক্সিং ডে টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়ার দল ঘোষণা

**সিডনি, ২৩ ডিসেম্বর:** আগামী ২৬ ডিসেম্বর শুরু হবে অ্যাশেজের চতুর্থ টেস্ট। এই টেস্টকে বলা হয় বক্সিং ডে টেস্ট। আর এই টেস্টের জন্য মঙ্গলবার ১৫ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। স্পিনার টড মারফি এবং পেসার ঝাই রিচার্ডসনকে নতুন করে স্কোয়াডে যুক্ত করা হয়েছে।

চতুর্থ টেস্টে বিশ্রামে রাখা হয়েছে নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে। অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক হিসেবে ফিরেছেন স্টিভ স্মিথ। যিনি অসুস্থতার জন্য তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ খেলেননি। কামিন্সের জায়গায় অস্ট্রেলিয়ার দলে ফেরানো হয়েছে ঝাই রিচার্ডসনকে। সবশেষ ২০২৪ সালের বক্সিং ডে টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার স্কোয়াডে ছিলেন তিনি, যদিও একাদশে সুযোগ হয়নি তাঁর।

এদিকে নাথান লায়নের ইনজুরি থাকার জন্য স্কোয়াড থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তার জায়গায় দলে নেওয়া হয়েছে ২৫ বছর বয়সি স্পিনার টড মারফিকে।

## উন্নাওয়ে নৃশংসতায় মূল অভিযুক্তেরই জামিন

**নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর:** মঙ্গলবার দিল্লি হাইকোর্টে জামিন পেলেন উন্নাও ধর্ষণের মূল অভিযুক্ত প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গার। ব্যক্তিগত ১৫ লক্ষ টাকা বন্ডের বিনিময়ে বিচারপতি সুব্রমনিয়াম প্রসাদ ও হরিশ বৈদ্যনাথন শঙ্করের বেঞ্চ তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে। একইসঙ্গে বেশ কিছু শর্তও আরোপ করেছে আদালত।

প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের ৪ জুনে গণ-ধর্ষিতা হন উন্নাওয়ের কিশোরী। মূল অভিযুক্ত ছিলেন তৎকালীন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গার। পরিবার পুলিশে অভিযোগ জানাতে গেলেও পুলিশ অভিযোগ নিতে চায়নি বলে অভিযোগ ছিল। পরে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে চিঠি লেখেন নির্যাতিতা। ২০১৮ সালের ৮ এপ্রিল যোগী আদিত্যনাথের বাসভবনের সামনে ধর্নায় বসেন নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবার। সেখানেই গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন নির্যাতিতা। এই ঘটনার পর উলটে নির্যাতিতার বাবাকেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে পুলিশি হেপাজতে মৃত্যু হয় নির্যাতিতার বাবার। একই বছর ডিসেম্বর মাসে দোষী সাব্যস্ত হয় কুলদীপ। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ এবং পকসো আইনে দোষী সাব্যস্ত করা হয় কুলদীপকে। বহিষ্কৃত বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সেনেগারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় আদালত।

কুলদীপের জামিন মঞ্জুর করে আদালত নির্দেশ দিয়েছে, অভিযুক্ত দিল্লি ছেড়ে বাইরে যেতে পারবে না। নির্যাতিতার বাড়ির পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যেও প্রবেশ করতে পারবে না। শুধু তাই নয়, অভিযুক্ত নির্যাতিতা বা তাঁর পরিবারকে কোনও রকম হুমকি দিতে পারবে না বলেও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। হাইকোর্টের নির্দেশ, বিচারাধীন আদালতে কুলদীপের পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে প্রত্যেক সোমবার তাঁকে হাজিরা দিতে হবে। কোনও শর্তের লঙ্ঘন হলে প্রাক্তন বিজেপি বিধায়কের জামিন বাতিল করা হবে বলেও জানিয়েছে আদালত।

## মুনিরকেই 'পাকিস্তানের প্রধান' বলে আখ্যা ট্রাম্পের

**ওয়াশিংটন, ২৩ ডিসেম্বর:** আরও এক বার ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামানোর কৃতিত্ব দাবি করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে এবার পাকিস্তানের সেনা সর্বাধিনায়ক আসিম মুনিরকে সে দেশের 'প্রধান' বলে অভিহিত করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এমনকি মুনিরের নামোল্লেখ করার পর পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের নাম নিলেন তিনি।

সোমবার ফ্লরিডায় ট্রাম্প বলেন, 'আমরা ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সম্ভাব্য একটি পরমাণুযুদ্ধ আটকে দিয়েছি।' তার পরেই আত্মপ্রশংসার সুরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'পাকিস্তানের প্রধান, খুবই সম্মাননীয় সেনাকর্তা এবং ফিল্ড মার্শাল (মুনির) এবং সে দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন ট্রাম্প ১০ মিলিয়ন (১ কোটি) বা তার বেশি প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছেন।' ট্রাম্প এ-ও জানিয়েছেন, রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ ছাড়া বিশ্বের বাকি সব যুদ্ধই তিনি থামাতে পেরেছেন।

তবে ট্রাম্প যে ভাবে মুনিরকে 'পাকিস্তানের প্রধান' বলে অভিহিত করেছেন, তা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন অনেকে। মুনির পাকিস্তানের এক বিতর্কিত চরিত্র। অনেকেই মনে করেন, পাকিস্তানের শাহবাজ সরকারকে নেপথ্যে থেকে নিয়ন্ত্রণ করেন তিনিই। ঘটনাচক্রে, গত ছ'মাসে দু'বার ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে মুনিরের। জুন মাসে হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারেন মুনির। সেই প্রথম বেসামরিক রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়া কোনও পাক সেনাপ্রধানের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন এবং বৈঠক করেন কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সম্প্রতি গাজায় শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানকেও সেনা পাঠানোর অনুরোধ করেছেন ট্রাম্প। সংবাদসংস্থা রয়টার্স দু'টি সূত্র উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ওয়াশিংটনে যাচ্ছেন মুনির।



## ময়দান

### মহিলাদের ঘরোয়া ম্যাচের ফি বাড়াল বিসিসিআই

**মুম্বই, ২৩ ডিসেম্বর:** মহিলা ক্রিকেটারদের জন্য একটি বড় উৎসাহ হিসেবে, ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ঘরোয়া স্তরে একটি অভিন্ন বেতন কাঠামো তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সোমবার অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সিনিয়র মহিলা ঘরোয়া টুর্নামেন্টের জন্য, চূড়ান্ত একাদশে থাকা খেলোয়াড়রা প্রতিদিন ৫০ হাজার টাকা পাবে, এবং রিজার্ভ খেলোয়াড়দের প্রতিদিন ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে। সূত্রমতে, টি-টোয়েন্টি ম্যাচের জন্য, একাদশে থাকা খেলোয়াড়দের জন্য ফি হবে ২৫ হাজার টাকা, যেখানে রিজার্ভ খেলোয়াড়দের জন্য ১২ হাজার ৫০০ টাকা। জুনিয়র মহিলা টুর্নামেন্টের জন্য, প্লেয়িং ইলেভেনকে প্রতিদিন ২৫ হাজার টাকা এবং রিজার্ভ ইলেভেনকে প্রতিদিন ১২ হাজার ৫০০ টাকা দেওয়া হবে।

### বিজয় হজারেতে আবারও মাঠ বদল! কোহলি-পন্থদের ম্যাচ বেঙ্গালুরুতে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দু'সপ্তাহের মধ্যেই দু'বার মাঠ বদলাতে হল কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থাকে। বিজয় হজারে ট্রফিতে বিরাট কোহলি ও ঋষভ পন্থের মতো তারকা ক্রিকেটাররা খেলছেন বলেই শুরু থেকেই দিল্লি দলের ম্যাচ ঘিরে বাড়তি নজর ছিল।

প্রথমে ঠিক হয়েছিল, দিল্লির সব ম্যাচই হবে বেঙ্গালুরুর উপকণ্ঠে অবস্থিত আলুরে। কিন্তু সেখানে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও আধুনিক প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর অভাব থাকায় দ্রুত সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হয় কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থা। এরপর ম্যাচ সরিয়ে আনা হয় শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। চিন্নাস্বামীতে ম্যাচ আয়োজন নিয়ে শুরুতে আশাবাদী ছিল সংস্থা। কারণ সেখানে নিরাপত্তা ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে কোনও ঘাটতি নেই। এমনকী ভাবা হয়েছিল, মাঠের দু'টি স্ট্যান্ড খুলে দিলে দুই থেকে তিন হাজার দর্শক ম্যাচ দেখতে পারবেন। কিন্তু পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যায়। কর্নাটক সরকারের পক্ষ থেকে ক্রিকেট সংস্থাকে স্পষ্ট ভাবে সতর্ক করা হয়।

সম্প্রতি চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে আইপিএল ট্রফি জয়ের উল্লাসের সময় পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনার পর থেকে স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশাসনের কড়া নজর রয়েছে। উপরন্তু, আগামী মার্চ মাসেই সেখানে আইপিএলের ম্যাচ আয়োজনের কথা। তার আগে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে রাজি নয় রাজ্য সরকার।সোমবার কর্নাটক সরকারের নিযুক্ত একটি বিশেষ কমিটি চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম পরিদর্শন করে। তারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখে এবং মঙ্গলবার তাদের রিপোর্ট জমা দেয়। সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পরই কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়া হয়, চিন্নাস্বামীতে নয়, বরং বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে দিল্লির সব ম্যাচ আয়োজন করতে হবে। কর্নাটক রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর থেকেই এই নির্দেশ এসেছে বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবারই অন্ধ্রপ্রদেশ ও দিল্লি দলের ক্রিকেটারদের এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়। ফলে চিন্নাস্বামীর বদলে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সেই অনুশীলন করতে হয় দুই দলকে। কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এই মাঠে সব ম্যাচই হবে দর্শকশূন্য। বেঙ্গালুরু পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের বাইরে কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করতে, যাতে কোনও ভাবেই সাধারণ মানুষ মাঠের ভিতরে প্রবেশ করতে না পারেন।উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে আগে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দলীপ ট্রফি, মহিলাদের বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারত 'এ' দলের ম্যাচ এই মাঠেই আয়োজন করা হয়েছিল।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর....



**পাঞ্জাব নैশনল বৈঁক punjab national bank**

মুর্শিদাবাদ সার্কেল অফিস, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পোস্ট-বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেইল: cs8283@pnb.co.in

| ক্র. নং | শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতাগণ / জামিনদারগণের নাম ও ঠিকানা | বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ, মালিকের নাম (সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতা) এবং দখল | ক) সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ | ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমান গ) ব্যাঙ্কের সম্পত্তি আইডি | ক) ই-অকশনের তারিখ এবং সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়বদ্ধতার বিশদ |
|---|---|---|---|---|---|
| ২১. | **শাখার নাম: কান্দি (০৩৯২২০)** **এ/সি নাম: মুক্ত চন্দ্র মন্ডল** **মুক্ত চন্দ্র মন্ডল (ঋণগ্রহীতা)** হোল্ডিং নং- ৩৪, গ্রাম- প্রভাকরপাড়া, পোঃঅঃ এবং থানা- কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৭, পশ্চিমবঙ্গ। | সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি এবং দ্বি-তল আবাসিক বিল্ডিং, যা মৌজা- কান্দি, জেএল নং ১৫, আরএস ও এলআর প্লট নং ৪০১২, এলআর খতিয়ান নং ৭৫০৪, পরিমাণ ২.২৫ ডেসিমেল, জমির ধরন- ভিটি, কান্দি পৌরসভার অধীনে, হোল্ডিং নং ৩৪, ওয়ার্ড নং ১৭, থানা- কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদে অবস্থিত; যা ২০১৫ সালের ৭৬৮৭ নং দানপত্র দলিল মূলে এডিএসআর কান্দিতে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: মুক্ত চন্দ্র মন্ডল,** পিতা- প্রয়াত কার্তিক চন্দ্র মন্ডল **(দখল- গঠনমূলক)** | ক) ২১.০২.২০২২ খ) ২৫.০৫.২০২২ গ) ২,১৩,৬৪০.০০ টাকা **(দুই লক্ষ তের হাজার ছয়শত চল্লিশ টাকা মাত্র)** অতিরিক্ত সুদ সহ অর্জিত সুদ, তদুপরি আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি। | ক) ১৮,২৫,২০০.০০ টাকা খ) ১,৮২,৫২০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA40272067 | ক) ১২.০১.২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা |

**নিয়ম ও শর্তাবলি**

বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে :
১. সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে "**যেখানে যেমন আছে**" **এবং** "**যেখানে যা আছে**" **এবং** "**যেখানে যা-কিছু আছে**" ভিত্তিতে।
২. অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের কাছে থাকা সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
৩. অনুমোদিত কর্মকর্তা কোনো কারণ না দেখিয়েই যেকোনো সময় নিলামের শর্তাবলী গ্রহণ বা সব নিলামের ডাক প্রত্যাখ্যান করার, যদি তা গ্রহণযোগ্য না হয়, অথবা নিলাম স্থগিত/বাতিল/মুলতবি/বন্ধ বা পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং এই বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
৪. ক্রেতাকে রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, কর ইত্যাদি সহ সমস্ত বিধিবদ্ধ বকেয়া / আনুষঙ্গিক খরচ/ অন্যান্য বকেয়া বহন করতে হবে।
**৫. নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে এই বিক্রয় হবে। নিলামটি ১২.০১.২০২৬ তারিখে সকাল ১১:০০টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত https://baanknet.com ওয়েবসাইটে অনুষ্ঠিত হবে।**
**৬. বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে https://baanknet.com এবং https://www.pnbindia.in/EAuction.aspx দেখুন।**
**৭. বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী সম্পর্কে যেকোনো জিজ্ঞাসার জন্য, আগ্রহী ক্রেতারা শ্রী নীল মণি (সিএম এবং অনুমোদিত অফিসার) মোবাইল: ৯১৬৩১৭৬১৯২ -এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।**

**সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অনুযায়ী বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

তারিখ: ২২.১২.২০২৫
স্থান: বহরমপুর

শ্রী নীল মণি
চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

**e-N.I.T. PUBLISHED**

N.I.e-T. No.: 44/2025-26/APAS FUND, N.I.e-T. No. 45/2025-26/APAS FUND (Details: https://tenders.wb.gov.in).

Sd/- Block Development Officer, Bharatpur- I B.D.O, Murshidabad.

**Guskara Municipality**
Guskara: Purba Bardhaman

**Notice Inviting e-Tender No: -48/2025-26, via Memo No: 2073/ GM, Dated: - 19.12.2025**

Following e-Tender is invited by this Municipal Authority for different types of development works at different locations under Guskara Municipality. Last date of bid submission of e-tender is on 16.01.2026 up to 12.00 P.M. For details visit **www.wbtenders.gov.in**, & https://www.guskaramunicipality.co.in/

**Sd/-**
**Executive Officer**
**Guskara Municipality**

Office of the
**Radharghat-I Gram Panchayat**
**Sealmara : Berhampore : Murshidabad.**

**1) NOTICE INVITING e-TENDER NO-03/APAS/R-1GP-/2025-26, 2nd Call Dated : 22/12/2025** is hereby invited through online by the Prodhan, Radharghat-I G.P, Berhampore, MSD. for Civil works upto **31/12/2025 Time: 11.00.** Details may be obtained from this office during office hours.

**Sd/- Prodhan,**
**RADHARGHAT-I GP**
**Sealmara, Berhampore, Murshidabad.**

**OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA**

**E-Tender**

Memo. No. 2360/RM, Date - 23.12.2025
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-21e/2025-26/SL1
Tender ID : 2025_MAD_978886_1

**Name of the work :** Illumination of street light with 8.5 mtr MS Tubular pole with single arm and 90 w LED fixtures at different places within Ranaghat Municipality under Green City Mission Scheme. Last Date Submission of Bid:14.01.2026. Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website https://www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Chairman
Ranaghat Municipality

**Notice Inviting e-Tender**

**NIT NO-JOY2/17 of 2025-26 Dt.-19.12.2025.** It is here invited by the BDO/EO, Joynagar-II for e-tender of 01 no. of Work vide **Tender Id: 2025_ZPHD_977522_1** and last date of bid submission is **13.01.2026.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

**Sd/-**
**BDO/EO**
**Joynagar-II Dev. Block/PS**
**Nimpith, South 24 Parganas**

**KANCHRAPARA MUNICIPALITY**

**NOTICE**

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 2803, Dt. 19/12/2025** for Civil Works at Jonepur Stadium under Jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2025_MAD_977502_1 to 2,** Last Date of Bid Submission **13/01/2026 at 11.55 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
**Chairman,**
**Kanchrapara Municipality**

**E-TENDER NOTICE**

e- tender for different works is invited from eligible contractors vide NIT No: 05(e)/25-26/WBTDCC/BO/BDN and NIT No: 06(e)/25-26/WBTDCC/BO/BDN Dated-23.12.25. Last date for bid submission: 14/01/26 upto 2 PM.
For details visit website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/
Branch Manager
WBTDCC Ltd, Bardhaman Br.

**KANCHRAPARA MUNICIPALITY**

**NOTICE**

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 2859, Dt. 22/12/2025** for Construction of Toilet Block at Different School under Jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2025_MAD_978169_1 to 4,** Last Date of Bid Submission **08/01/2026 at 11:55 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
**Chairman,**
**Kanchrapara Municipality**

**KAMRA GRAM PANCHAYAT**

**E-TENDER NOTICE**

Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: KGP/NIT/APAS/427/2025 Dt 28.11.2025] [2025_ZPHD_964272_1 to 9. At different place within at KAMRA Gram Panchayat. Last date of online submission is 31.12.2025. Details will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
**Pradhan**
**Kamra Gram Panchayat**
**B/Budge II, South 24 Parganas**

**e-Tender, Quotation & Auction**

**E-tenders** are invited for 1) laboratory equipment and 2) furniture to be purchased utilizing RUSA fund. For submitting e-tenders please visit **www.wbtenders.gov.in.**

**A) Quotations** for 1) Annual Rate Contracts for a) computer accessories, b) electrical items, c) laboratory chemicals/items, d) plumbing and sanitary items), 2) renovation of a classroom, 3) AMC for plumbing/toilets and 4) AMC for solar power plant.

**B) Auctions for** 1) damaged computers and 2) iron (building scrap) are invited. Interested plumber/contractor can visit and check before submitting auctions in sealed envelope. Last Date for submission of etenders, quotations and auctions is **12.01.2026.** For details visit college website **www.sammilanimahavidyalaya.ac.in** .

**Sd/- Principal**
**Sammilani Mahavidyalaya,**
**Kolkata**

Office of the Prodhan,
**Bokhara-II Gram Panchayat**
Under Sagardighi Dev. Block.
Vill,-Jotkamal,P.O –Megha-Sihara,
Dist- Murshidabad.

**NOTICE INVITING e-Tender**

e-tender are invited through on-line bid system under following tender(NIeT) No:- **06/ BOKHARA-|| GP/APAS/ 2025-26 (2nd call), Dated-22/12/2025, T**he Last Date of online submission of tender is **27/12/2025 upto 14.00 hours.** For details please visit website **http:// wbtenders. gov.in**

**Md. Safirul Islam**
**(Prodhan, Bokhara-II GP)**

**ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY**
**Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305**

**E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-63 of 2025-2026 Dated 22.12.2025**

Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced eligible Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.

**Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol**

**WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.**
**( A Govt. Undertaking )**
**Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001**

**NIeT- 431 to 443/2025-2026 Dated- 22-12-2025**

e-Tenders are invited by the Executive Engineer/ General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil an Electricall works at Nadia, Purba Medinipur, Purulia, Hoogly Birbhum and Mursidabad District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **23-12-2025 after 06.00 am.** Bid submission end date- **15-01-2026 upto 04.00 pm**

**Date: 23.12.2025** **Sd/- Executive Engineer/ General Manager**

Office of the
**Tenya-Baidyapur Gram Panchayat**
**P.O-Tenya : P.S-Salar : Dist-Murshidabad**

**Date Corrigendum**

1) eNIT No : 009/TBGP/2025-26 : Date: 14/08/2025
Memo No: 324/TBGP/2025 : Date: 14/08/2025
Tender Ids:- A) 2025_ZPHD_947645_1 to 2025_ZPHD_947645_22, 2025_ZPHD_947645_24, 2025_ZPHD_947645_28, 2025_ZPHD_947645_30 & 2025_ZPHD_947645_31
The above noted N.I.T has been revised as follows:-

| Description | Old Date & Time | New Date & Time |
|---|---|---|
| Last date and time for submission of e-tender | 17/12/2025 up to 9.00 A.M (As per server clock) | Upto 14/01/2026 Up to 9.00 A.M. (as per Server clock) |
| Date of opening of Tender | A) Technical bids : Date-19/12/2025 After 9.00 Hrs. (as per server clock) B) Financial bids: To be announced later on. | A) Technical bids : Date-16/01/2026 After 9.00 A.M (as per server clock) B) Financial bids: To be announced later on. |

**Sd/- Prodhan**
**Tenya-Baidyapur Gram Panchayat**

**Durgapur Municipal Corporation**
**City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman**

**Notice Inviting e-Tender**

**1) Name of the Work :** Repairing of Bituminous Road from BDO More (right side) to Sagarbhanga Primary School via Ramkrishna Seba Sangha, Ward No.-29 under D.M.C
**e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-210/25-26**
**Tender ID : 2025_MAD_978734_1 ● Est. Amt: Rs. 12,82,514.00**

**2) Name of the Work :** Repairing of Bituminous Roads from NH Service Road to Corporate Gate including Road Side Drain repairing at Khairasol within Ward No.-28 under D. M.C.
**e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-211/25-26**
**Tender ID : 2025_MAD_978859_1 ● Est. Amt: Rs. 19,79,304.00**

**3) Name of the Work :** Hire of Excavator Machine (Model- 200) for 1 (One) year (hourly rate contract) under DMC and hire of Excavator Machine (Model-140) for 1 (One) year (hourly rate contract) under DMC
**e-Tender No. : WBDMC/AUTO/E-EOI-88/25-26**
**Tender ID : 2025_MAD_978967_1**

**4) Name of the Work :** Construction of Boundary by Angle Post and Chain Link Fencing and 02 Nos. Gate at Vidyasagarpally Sporting Club, Ward No.-20 under D.M.C
**e-Tender No: WBDMC/COMM/PW/NIT-209/25-26**
**Tender ID: 2025_MAD_978698_1 ● Est. Amt: Rs. 6,99,074.00**

Last Date : **14.01.2026 upto 2:00 p.m.**
For details: **wbtenders.gov.in**

**Sd/-**
**Executive Engineer, DMC**

**BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad**

E-tender is invited by the authority of Beldanga Municipality for–

| Sl. No. | Name of Work | Ref. of Tender | Estimated Cost (Approx) | Last date for submission |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Const. of Public Toilet at Barua | WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-19/2025-26 | 7.56 Lakh | 15.01.2026 at 2.00 Pm |
| 2. | Const. of Public Toilet at Panchraha | | 10.19 Lakh | |
| 3. | Const. of Public Toilet at Barua Colony | | 7.56 Lakh | |
| 4. | Const. of Public Toilet at Nabin Sangha club | | 7.56 Lakh | |
| 5. | Const. of Public Toilet at Sarulia | | 7.56 Lakh | |
| 6. | Const. of Public Toilet at College para | | 7.56 Lakh | |
| 7. | Const. of Public Toilet at Hawkar Union | | 7.56 Lakh | |
| 8. | Const. of Public Toilet at Hat para Baro Masjid | | 9.61 Lakh | |
| 9. | Const. of Public Toilet at Azad Pally | | 7.56 Lakh | |
| 10. | Const. of Public Toilet at Hatpara | | 9.61 Lakh | |
| 11. | Const. of Public Toilet at Hatpara | | 7.74 Lakh | |
| 12. | Const. of Public Toilet at Netaji Sporting club | | 9.61 Lakh | |
| 13. | Const. of Public Toilet at Sahid Nalini Bagchi | | 7.56 Lakh | |
| 14. | Const. of Public Toilet at Daspara | | 9.61 Lakh | |
| 15. | Upgradation of Toilet Plumbing work | WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-20/2025-26 | 7.32 Lakh | |
| 16. | Maintenance of Road, cover slab | | 8.68 Lakh | |

For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

**TENDER NOTICE**

**REGIMENTAL SHOPS AFS KKD FOR THE YEAR 2026**

SEALED TENDERS ARE INVITED FROM ENTITLED CATEGORY ONLY BY AIR OFFICER COMMANDING, AIR FORCE STATION, KALAIKUNDA FOR ALLOTMENT OF REGIMENTAL SHOPS (AS MENTIONED BELOW) INSIDE THE CAMP AREA FOR THE YEAR 2026 ON CONTRACT BASIS. TENDER FORM WILL BE ISSUED ON ALL WORKING DAYS BETWEEN 1000 HRS TO 1300 HRS AS PER SCHEDULE MENTIONED BELOW:
**(I) 1ST PHASE: 26 DEC 25 TO 06 JAN 26 TILL 0900HRS.**
**(II) IF BELOW MENTIONED SHOPS STANDS VACANT OR NO BID.**
**2ND PHASE: 09 JAN 26 TO 19 JAN 26 TILL 0900HRS**
**(III) IF BELOW MENTIONED SHOPS STANDS VACANT OR NO BID AFTER 2ND PHASE. 3RD PHASE: 21 JAN 26 TO 30 JAN 26 TILL 0900HRS**
A COST TENDER FORM IS RS. 200/- EACH (NON REFUNDABLE) ALONG WITH AN AMOUNT OF RS. 5000/- (REFUNDABLE) AS EARNEST MONEY DEPOSIT (EMD).SEALED TENDERS ARE TO BE DEPOSITED IN TENDER BOX KEPT IN SUB GUARD ROOM UPTO 1000 H ON **06 JAN 26** FOR 1ST PHASE, **19 JAN 26** FOR 2ND PHASE AND **30 JAN 26** FOR 3RD PHASE. TENDERS WILL OPEN AT 1130H ON **06 JAN 26** FOR 1ST PHASE, **19 JAN 26** FOR 2ND PHASE AND **30 JAN 26** FOR 3RD PHASE.
Shop/Services:- Area (Camp-I) No. of Shops:- 1 (each):- 1).Stationery Shop, 2).Readymade cloth Shop,3).Chicken Shop, 4).Grocery Shop, 5).MOMOS Stall.
Shop/Services:- Area (SV) No. of Shops:- 1 (each) :- 1).Fruit & Juice Shop, 2).Bakery Shop, 3).Tailor Shop, 4).Ice Cream Parlor, 5).Vegetable and fruit shop
**TENDER APPLICABLE ONLY FOR ENTITLED CATEGORY ONLY (WAR WIDOWS/ WIDOWS OF DEFENCE PERSONNEL MARTYRED ON DUTY/ DISABLED SOLDIERS/ EX-SERVICEMEN AND SPOUSES/WIDOWS OF EX-SERVICEMEN)**


Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

EKDIN 24.12.2025 PAGE 8 GHURE TOURE_Layout 1 12/23/2025 12:17 PM Page 1



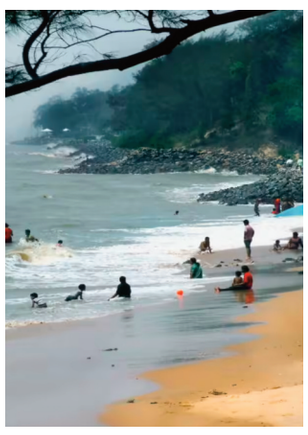

# একদিন ঘুরে ট্যুরে

## বাঙালি মানেই পায়ের তলায় রয়েছে সর্ষে

**শঙ্খ অধিকারী**

বেড়াতে ওস্তাদ হলেও বাঙালির সবচেয়ে সাধারণ সমস্যা হলো পকেটে টান। এই দুর্মূল্যের বাজারে যেখানে দিন চালানোই সমস্যাজনক সেখানে বেড়ানো মানে তো রীতিমতো বিলাসিতা। তারপর ইদানিং আবার শোনা যাচ্ছে, টাকার মূল্য কমতে কমতে নাকি একেবারে নব্বইয়ের ঘরে ঢুকে পড়েছে। অগত্যা বাঙালি আর করে কি , কাছে পিঠে চড়ুইভাতি আর সবাই মিলে গাড়ি ভাড়া করে দুএকদিনের জন্য কোথাও ঘুরে আসা। দুএকদিন ছাড়া উপায় কি ! সরকারি সেক্টর বাদে কোথাও তেমন সহজে টানা ছুটি মেলে না। সে না হয় ঠিক আছে কিন্তু সমস্যা হলো বেড়াতে বা পিকনিকে গিয়ে বাঙালির খুব দুর্নাম রটছে। অবশ্য শুধু বাঙালি নয় , আজকাল যেকোনো জাতির বিরুদ্ধেই এরকম অভিযোগ শোনা যায়। এই ধরুন আমাদের রাজ্যে মোটামুটি উত্তরের দিকটা বাদ দিলে দক্ষিণ বঙ্গের মধ্যে মায়াপুর-নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ , পুরুলিয়ার জয়চন্ডী সহ বেশকিছু স্থান , আর বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ,মুকুটমণিপুর,বীরভূমের কিছু শাক্তপীঠ ,শান্তিনিকেতন --

এইসব স্থানে ভিড় একটু বেশি হয়। আর একেবারে দক্ষিণে সুন্দরবনের ভিড় এ সময় নেহাত কম হয়না। কিন্তু সমস্যা হলো, বেড়ানোর কিছু নিয়ম আছে ,নীতি আছে সেসবের আমরা অনেকসময় তোয়াক্কা করিনা। সুন্দর জায়গায় বেড়াতে গিয়ে অভিভূত যেমন হই, মজা যেমন লাগে তেমনি সেই স্থানটিকে কিছু দিতে না পারলেও কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত আমরা জানাতে ভুলে যায়। অনেক বেড়ানোর দলকে দেখেছি , হই হই করে আসে , এখানে সেখানে ঘোরে , মজা করে , খেলে , ছবি তোলে ,সেলফি নেয় , সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করে , ভালোমন্দ খাবার খেয়ে গান গাইতে গাইতে চলে যায়। কিন্তু তাদের জন্য স্থানটির যে সামান্যতম হলেও দূষণ হলো , তার ব্যবস্থা তারা কিছুই করে যায় না। এঁটো পাতা হয়তো ছাড়ানোই থেকে যায়, থার্মোকলের আবর্জনা ওখানেই জড়ো হয়ে থাকে। অনেকে আবার সচেতন। তারা একজন লোক লাগিয়ে ওসব আবর্জনা ফেলে দেয় কিন্তু ভেবে দেখুন ওই আবর্জনা তো কোথাও না কোথাও দূষণ ঘটাবে। তাই বেড়ানোর পরিকল্পনা করার সময় থার্মোকলকে কি একেবারে বাদ দেওয়ার চিন্তা করা যায় না ? এছাড়া বেশ কিছু অবিবেচক মানুষজন আছেন, যারা এক গাড়ি লোক এলে দু গাড়ি মাইক নিয়ে এসে হাজির করেন। বিষ্ণুপুর অঞ্চলে আখছার এ দৃশ্য যে কারোর চোখে পড়বে। তারপর রাত্রে বেলায় যখন তারা টলতে টলতে বাড়ি ফেরে তখন পুরো রাস্তা জুড়ে অলিখিত অবরোধ। এরা একসঙ্গে মাটি দূষণ , শব্দ দূষণ এবং দৃশ্যদূষণ ঘটিয়ে থাকেন। তাই একটু ভদ্রস্থ গোছের যারা পর্যটক তারা এইসব নির্বাচিত কিছু স্থান এড়িয়ে চলেন। তারা এমন একটা অফবিট স্থানের খোঁজ করেন যেখানে দু দণ্ড শান্তি করে বেড়ানো যাবে। তার জন্য হাজির বাঙালির বীর ইউটুবারগন। তারা খুঁজে খুঁজে কিছু অফবিট স্থানের ভিডিও বানিয়ে দিচ্ছেন। যেখানে প্রকৃতি শান্ত , প্রাকৃতিক পরিবেশ অসাধারণ , বেড়িয়ে দারুন মজা। সেই ভিডিও পাঁচ ছ হাজার ভিউ হতে না হতেই সেই অফবিট স্থানেরও শ্রাদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। সবাই সেই স্থানে গিয়ে হাজির হচ্ছেন। আবার গজিয়ে উঠছে দোকা। পান-বিড়ি-সিগারেট। তারপরে ভাতের হোটেল, তারপর থাকবার সুলভমূল্যের হোটেল , তারপর আবার সেই থার্মোকল -মাইক। এইভাবে একটার পর একটা সুন্দর স্থান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাবলে বাঙালি পর্যটকেরা কি আরেকটু সচেতন হতে পারেন না ? সেটা হলে পর্যটন ক্ষেত্রের সাথে সাথে বাঙালির পর্যটন শিল্পেরও উন্নতি ঘটবে।

## পৌষের হাওয়ায় বনগাঁ সাত ভাই কালিতলার মেলা

**সুদীপ গুহ**

পৌষ মাস এলেই উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্ত শহর বনগাঁ ও তার আশপাশে এক বিশেষ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শীতের নরম রোদ, ভোরের কুয়াশা আর সন্ধ্যার হালকা ঠান্ডার সঙ্গে মিশে যায় বাদ্যের শব্দ, নাগরদোলা আর ভিড়ের কোলাহল। এই সময় বনগাঁবাসীর জীবনে এক অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে ঐতিহ্যবাহী সাত ভাই কালিতলার মেলা।

এই মেলা শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়; এটি বনগাঁ অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্মৃতির ধারক। পৌষ মাস জুড়ে এই মেলাকে ঘিরেই যেন শহরের ছন্দ বদলে যায়। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসে;পরিবার, আত্মীয়, পরিজন নিয়ে। কারও কাছে এটি মানত পূরণের স্থান, কারও কাছে আবার শীতের আনন্দে মেতে ওঠার উপলক্ষ।

কথিত আছে , সাত ভাই এর এক ডাকাত দল অবিভক্ত বাংলার যশোরে এক জমিদার বাড়িতে ডাকাতি করে ফেরার সময় সবকিছু নিলেও সেখানে থাকা একটি কালীমূর্তিকে তারা ফেলে আসে। তখন নাকি ডাকাতদের উদ্দেশ্যে কালীঠাকুর বলেছিলেন, '' তোরা সব কিছু নিয়ে যাচ্ছিস, আমাকে নিবি না?" এই শুনে ডাকাত দল কালীঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে আসে। কিন্তু কোথায় তাকে রাখবে তা ঠিক না করতে পেরে শেষ পর্যন্ত, দীর্ঘ নদীপথ পাড়ি দিয়ে বনগাঁর ইছামতি নদীর ধারে এসে হাজির হল ডাকাত দল। বন-জঙ্গলে ঘেরা বট গাছের নীচে প্রতিষ্ঠা করা হল কালীমূর্তি। সেখানে কোন এক চক্রবর্তী পুরোহিত এই পুজো শুরু করেন। তার পর থেকে তাদের বংশপরম্পরায় চলে আসছে বনগাঁর সাত ভাই কালীতলার পুজো।

দেবী মা সকলের মঙ্গল করেন তার কাছে প্রার্থনা করলে সকলের মনোবাসনা পূর্ণ হয়। এই বিশ্বাস শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের মনে গভীরভাবে প্রোথিত। তাই পৌষ মাসের বিশেষ তিথিতে মন্দিরে পুজো, মানত আর প্রদীপ জ্বালানোর দৃশ্য চোখে পড়ে সর্বত্র।

মেলার দিনগুলিতে বিশেষ করে পৌষ মাসের প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার কালিতলা চত্বর ভোর থেকেই মুখর হয়ে ওঠে। দূরের গ্রাম থেকে মানুষ আসেন পায়ে হেঁটে, কেউ সাইকেলে, মোটরসাইকেল, কেউ ট্রেনে।

এই পুজোতে মুলা একটি পূজার উপদেয় বস্তু হিসাবে বিশেষ নজর কাড়ে। মুলার পাশাপাশি পূজার ডালিতে থাকে ফুল, ফল, নারকেল, মিষ্টান্ন। মন্দির চত্বরে ধূপের গন্ধ আর শঙ্খধ্বনি এক আলাদা আবহ তৈরি করে। ধর্মীয় আচারের পাশাপাশি দেখা যায় মেলার আসল রঙিন রূপ।

মেলায় বসে নানা রকম দোকান;মাটির হাঁড়ি-পাতিল, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, কাঠের খেলনা, লোহার বিভিন্ন সামগ্রী । আধুনিকতার ছোঁয়ায় প্লাস্টিকের খেলনা আর ফাস্টফুডের দোকান ঢুকে পড়লেও, এখনও বহু মানুষ খোঁজ করেন সেই চিরচেনা গ্রামবাংলার স্বাদ। শীতের বিকেলে হাতে গরম জিলিপি কিংবা বাদাম ভাজা খেতে খেতেই মেলার ভিড়ে হারিয়ে যান দর্শনার্থীরা।

শিশুদের কাছে এই মেলা মানেই নাগরদোলা, চরকি আর বেলুন। এই সামান্য আনন্দই তাদের কাছে হয়ে ওঠে বছরের সেরা স্মৃতি। বড়দের কাছে মেলা মানে পুরনো পরিচিতের সঙ্গে দেখা, গ্রামের খোঁজখবর, আর একটু ফুরসতের নিঃশ্বাস।

সাত ভাই কালিতলার মেলা বনগাঁর অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সময় বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, হস্তশিল্পী ও খাদ্য বিক্রেতার রোজগারের সুযোগ তৈরি হয়।

স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকেও নিরাপত্তা, পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা ও যাতায়াত ব্যবস্থার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়, যাতে নির্বিঘ্নে মেলা সম্পন্ন হয়।

তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু চ্যালেঞ্জও সামনে এসেছে। অতিরিক্ত ভিড়, প্লাস্টিক বর্জ্য, শব্দদূষণ;এসব সমস্যা মেলার পরিবেশকে প্রভাবিত করে। সচেতন নাগরিকদের একাংশ মনে করেন, ঐতিহ্য বজায় রাখার পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ নেওয়া এখন সময়ের দাবি। প্লাস্টিক ব্যবহার কমানো, পরিষ্কার মেলা চত্বর ও শালীন শব্দব্যবস্থা;এসবের দিকে নজর দিলে মেলার সৌন্দর্য আরও বাড়বে।

সব সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সাত ভাই কালিতলার মেলা আজও বনগাঁর মানুষের আবেগের জায়গা। এটি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বহন করে আনা এক সামাজিক উত্তরাধিকার। শহরের কংক্রিটের জীবনের মাঝেও এই মেলা মনে করিয়ে দেয়; আমাদের শিকড় এখনও গ্রামবাংলার মাটিতেই প্রোথিত।

পৌষের শীতল হাওয়ায়, কুয়াশা মাখা সকালে কিংবা আলোঝলমলে সন্ধ্যায় সাত ভাই কালিতলার মেলা বনগাঁকে এক অন্য রূপে তুলে ধরে। এই মেলা শুধু কয়েক দিনের অনুষ্ঠান নয়; এটি বনগাঁর স্মৃতি, বিশ্বাস ও জীবনের ধারাবাহিকতার প্রতীক।

## হারিয়ে যাচ্ছে ঘোড়ামারা দ্বীপ

**সুভাষ চন্দ্র বাগ**

বঙ্গোপসাগরে খুব কাছেই অবস্থিত বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপের নাম ঘোড়ামারা। একদিন সমুদ্রের গভীরে হারিয়ে যাবে এখানকার জনবসতি । ভাবলেই মন টা ভারাক্রান্ত হয়ে যায় ।

মূল ভূখণ্ড থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ঘোড়ামারা দ্বীপকে চারপাশ থেকে ঘিরে রয়েছে নদী ও সমুদ্র। এক দিকে বটতলা, মুড়িগঙ্গা ও হুগলি নদী। অন্য দিকে বঙ্গোপসাগর। সাগরদ্বীপে যাওয়ার সময়ে ডান দিকে দেখতে পাওয়া যায় এই ঘোড়ামারা দ্বীপ। এক সময়ে সাগরদ্বীপেরই অংশ ছিল এটি। বছর ৫০ আগেও সাগরদ্বীপ ও ঘোড়ামারা দ্বীপের মাঝে ছোট একটি খাল ছিল। অনেকে সাঁতরে ওই খাল পেরোতেন। খাল সাঁতরে চলে আসা যেত একটি দ্বীপ থেকে আরেকটি দ্বীপে। সেই খাল এখন বেড়ে প্রায় ৮-৯ কিলোমিটার চওড়া নদী হয়ে গিয়েছে। ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে বঙ্গোপ সাগরের এই দুটো দ্বীপ। তবে ঘোড়ামারা ভাঙছে দ্রুতগতীতে। প্রত্যেকবার কোটালের সময়ে বাঁধ ভেঙে জল ঢোকে ঘোড়া মারা দ্বীপে। প্রতিবারই কেউ না কেউ ভিটেমাটি হারান। ক্ষতি হয় চাষের জমি, পানের বোরজের।

হয়তো আর বছর কয়েক পরেই ঘোড়ামারা দ্বীপ চলে যাবে বঙ্গোপসাগরের অতল গভীরে। এটাই সত্য। এখানে ইলেকট্রিক নেই। মোবাইলের নেটওয়ার্ক থাকে না থাকার মতোন। এই দ্বীপে কোন পুলিশ থানা নেই। এখানে অপরাধ হয়না বললেই চলে। হিন্দু মুসলিম সকলেই মিলেমিশে বসবাস করে। এই দ্বীপে একটি মাত্র হাইস্কুল আছে। এখানে কোন পোস্ট অফিস নেই। একটি মাত্রই ব্যাংক আছে।

পরিবেশবিদদের মতে, নদীর স্রোত এখানে অনেক বেশি। এখানে ভূপৃষ্ঠের নীচের অংশে বালির ভাগ বেশি, তাই ভুমির নিচের সেই অংশ দুর্বল হওয়ায় সহজে ক্ষয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, জমির নীচের অংশ ক্ষয়ে গিয়ে নদীর পাড় ঝুলছে শূন্যে। ওই অংশ ক্রমশ ভারী

হয়ে গিয়ে ধসে পড়ছে। ভূবিজ্ঞানীদের মতে, সমুদ্রে জলস্তর বৃদ্ধিও ভুমি ভাঙনের অন্যতম কারণ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘোড়ামারার একটি অংশ লোহাচরা গ্রাম জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছে অনেক আগেই। খাসিমারা গ্রামটাও এখন অনেকটা ছোট হয়ে গিয়েছে। কিছুদিন পরে সেটাও আর অবশিষ্ট থাকবে না। স্রোতের আঘাতে ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে পাত্রপাড়া, গিরিপাড়া, মাইতিপাড়া, চুনপুরির মতো গ্রামগুলি। সরকারি তথ্য মতে, এই দ্বীপের লোকসংখ্যাও অনেক কমে গিয়েছে আগের থেকে। তিন ভাগের দুইভাগ লোক অন্যত্র চলে গেছে। বর্তমানে এই দ্বীপে ১১২৫টি পরিবার বাস করে। সম্পুর্ন দ্বীপে হাজার তিনেক ভোটার।

এলাকায় কাজের সুযোগ নেই বললেই চলে। চিকিৎসা বলতে আইসিডিএস দিদিমনি। কর্মসংস্থান বলতে কখনও সখনও একশো দিনের কাজ মেলে। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রধান জীবিকা সমুদ্রে মাছ ধরা। গ্রামের বাকি মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। অতিরিক্ত আয় ইনকাম করার জন্য এই দ্বীপের প্রত্যেক বাড়ির ছেলেরা কেরালা কর্ণাটক তামিলনাড়ুতে কাজ করতে যায়। ওরা এভাবেই বেঁচে আছে।

মানব সভ্যতার কোলাহলে কেই বা এদের খোঁজ রাখে।

## এবার শীতে ঘুরে আসুন চাঁদিপুর সমুদ্রতট

**ডাঃ শামসুল হক**

সারি সারি ঝাউ এর জঙ্গল এবং সেইসঙ্গে সবুজ ঘাসমাটি , সেই স্থানের নৈসর্গিক সৌন্দর্য যে বাড়িয়ে দিয়েছে কতখানি, সেটা সেখানে পা না রাখলে বোঝাই সম্ভব নয় । শুধু তাই নয় , তার ই সঙ্গে সেখানে আবার আছে কেয়া গাছের ঝাড় এবং কাজুবাদাম গাছের হাতছানিও । সত্যিই বিভিন্ন এবং বিচিত্র ধরণের বনস্পতির সমাহার আমাদের দুই চক্ষুর সাধ নিশ্চয়ই মিটিয়ে দিতে পারে। আবার সেইসঙ্গে দুচোখের কোণে স্বপ্নালু আভার সেই প্রতিফলন , ভঙ্গুর মনের কাছে সেটাও কিন্তু কম মূল্যবান নয় । তাই হাতে কয়েকদিনের মাত্র ছুটি পেলেই চলে যান সেখানে। অতি নিশ্চিন্তে ছুটি কাটানোর এমন সুন্দর জায়গা আপনাকে তুষ্ট করবেই করবে।

এই ভ্রমণ পিপাসুদের অতি প্রত্যাশিত সেই স্থান হল ওড়িশার চাঁদিপুর। কলকাতা থেকে তার দুরত্ব ও খুব বেশি নয়। তাই অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুরে আসা যেতে পারে সেখান থেকে। কারণ মনোরম সেই সমুদ্রতট এবং রাশি রাশি বালির মাঝে কখনও রংবেরঙের ঝিনুক খোঁজা, আবার কখনও বা অল্প জল যুক্ত বালির উপর মাছের জল ক্রীড়া দেখতে দেখতেই কেটে যেতে পারে অনেকটা সময়।

চাঁদিপুরের সুললিত সমুদ্রতট এবং বিস্তীর্ণ সেই বেলাভূমির মোহময় সৌন্দর্য সত্যিই ভোলবার নয়। কখনও সেটা জলে ঢাকা, আবার কখনও বা জলমুক্ত শুষ্ক একটা প্রান্তর। তখন ছেলে বুড়ো সকলকেই ছুটতে দেখা যায় ধূ ধূ সেই প্রান্তরে। সেখানে আবার শুরু হয়ে যায় ছোটদের দৌড় প্রতিযোগিতাও।

চাঁদিপুরের বালুচরে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয়ের দৃশ্য যে সত্যিই কত মায়াময় সেটা নিজের চোখে না দেখলেই নয় । তাই সেখানে গেলে সাতসকালেই ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায় দুর্লভ সেই সৌন্দর্যেরই সাক্ষী হয়ে থাকার জন্য । আর সেখানে শুধুমাত্র উদীয়মান সূর্যের আবির্ভাবের ঘটনাই বা কেন , সেখানে চাঁদমামার উদয় দৃশ্যও যে দেখতে হয় দুচোখ মেলেই। তবে সূর্যের মতো চন্দ্রের উদয় তো আর সবদিন ই উপভোগ করার নয়। সেজন্য আমাদের অপেক্ষা করতেই হয় চাঁদের শুক্লপক্ষ বা কৃষ্ণপক্ষের জন্যও।

চাঁদিপুরে গেলে অতি অবশ্যই ঘুরে আসতে পারেন স্বাধীনতা আন্দোলনের অতি ঐতিহ্যবাহী সেই স্থান বুড়িবালাম থেকেও। সেখানে ভারত মাতার সেই বীর সন্তান যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আমাদের কাছে যিনি পরিচিত বাঘা যতীন নামে, এই স্থানে অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে বীর বিক্রমে লড়াই করার পর শহীদ হয়েছিলেন তিনি।

অত এব কয়েক দিনের ছুটি মিললেই ঘুরে আসা যেতে পারে সেখান থেকে। হাওড়া স্টেশন থেকে এক্সপ্রেস ট্রেনে চাঁদিপুর মাত্র চার ঘণ্টার পথ। তারপর সেখান থেকে সমুদ্র সৈকতে যাওয়ার জন্য মেলে হরেক রকমের যানবাহন। সেখানে থাকা এবং খাওয়ার জন্য আছে সুব্যবস্থাও।